আকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তম কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

সম্বৎ ১৯২৭ । [illegible] । ১ ট্রিমে দশখানি ।

তাত ইতি সম্বোধনং হে 'তাত' দানাৎ দানমপেক্ষ্য 'দুষ্করং' কর্ম্ম 'পৃথিব্যাং ন অস্তি' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি। 'চ' শব্দো হেতৌ যস্মাৎ 'অর্থে' লোকানাং 'মহতী' অতীব 'তৃষ্ণা' 'সঃ চ' অর্থশ্চ 'দুঃখেন লভ্যতে'। ৩

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই, যে হেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়। ৩

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়া আছে; ধন-সম্পদ্ও অনায়াস-লভ্য নহে। বহু আয়াসে ও বহু ক্লেশে ধন উপার্জ্জন হয়; সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার বাধ্যতা নাই ও স্বার্থ নাই; সে স্থলে অর্থ দান কেবল ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিরেকে আর কাহার সাধ্য হয় না; এই জন্য দান দুষ্কর কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পরম বন্ধু পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের উদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করেন, যিনি কেবল অর্থের জন্যই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন করেন না, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতপুণ্য হন। ৩

৭৪

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ। ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো-ভয়াৎ। ৪

কিন্তু 'অন্যায়াৎ' অন্যায়েন 'সমুপাত্তেন' সংগৃহীতেন 'ধনেন' 'যঃ' দানধর্ম্মঃ দানলক্ষণো ধর্ম্মঃ 'ক্রিয়তে' 'ন' 'সঃ' দানধর্ম্মঃ 'কর্ত্তারং' দাতারং 'মহতঃ ভয়াৎ' পাপ-জন্যাৎ 'ত্রায়তে' রক্ষতি। ৪

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ৪

দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক না, তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না; প্রত্যুত তাহাতে অন্যায়জনিত মহৎপাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি ধনদানে সামর্থ্য না থাকে, আর আর উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবেক; কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবেক না। ৪

৭৫

ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্। অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। ৫

যতএবমতঃ 'ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন' ন্যায়প্রাপ্তধনেন 'জ্ঞানরক্ষণং' 'কর্ত্তব্যং' জ্ঞানবতা। 'অন্যায়েন তু যঃ' 'জীবেৎ' বর্ত্তেত সঃ 'সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ' সর্ব্বধর্ম্মাধি-বাকৃতঃ। ৫

কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। ৫

আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবার-গণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক না। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। যদি অন্যায়পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু, এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন। ৫

৭৬

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা। যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা। ৬

'শক্ত্যা' আত্মনো যথাশক্তি 'অন্নদানং' 'সততং' 'তিতিক্ষা' ক্ষমা 'ধর্ম্মনিত্যতা' ধর্ম্মে নিত্যানুষ্ঠানতা, 'যথার্হং' যথাযোগ্যং 'বৈ' এব 'সর্ব্বভূতেষু' 'সদা' 'প্রতিপূজা চ' এতৎ সর্ব্বং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। ৬

যথা শক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক। ৬

ক্ষুধার ক্লেশে মনুষ্য আশু অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। সংসারের নানাবিধ জ্বালা সহ্য করিয়াও মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্নাভাবে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; অতএব অগ্রে ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্নদান করিবেক। ঈশ্বর যে

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঈশ্বরের সেবা অপেক্ষা আপনার সেবা অধিক বলিয়া মান—যদি ঈশ্বরের প্রীতি অপেক্ষা আপনার প্রীতি সম্পাদনই বহুমূল্য বলিয়া জ্ঞান কর, তবে পারমার্থিক বন্ধুতা তিরোহিত হইবে, ঈশ্বর লাভেও বঞ্চিত হইতে হইবে। ঈশ্বরের জন্য পারমার্থিক বন্ধুতা উপার্জ্জন কর, ধর্ম্মের জন্য ইহা উপার্জ্জন কর, ভোগের জন্য ইহা উপার্জ্জন কর। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত যে সম্বন্ধ আছে, পারমার্থিক বন্ধুতা দ্বারা তাহার মহিমা বৃদ্ধি করিতে থাক। যে ঈশ্বরপ্রেম অঙ্কুরিত আছে, তাহা ইহা দ্বারা পরিবৃদ্ধ হইবে, যে ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া আছে, তাহা পরিস্ফুরিত হইবে।

ভয় ও লোভ ধর্ম্মের উপাদান নহে।

সচরাচর ভয় ও লোভের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়; নরকের ভয় ও স্বর্গের লোভ প্রদর্শন করিয়া ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টাই প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দুইটি পশু-প্রবৃত্তির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্যসমাজকে ধর্ম্মপরায়ণ করিতে গেলে যত দূর কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। কোথায় নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বরের সেবা, আর কোথায় ভয় ও লোভের অধীন হইয়া স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হওয়া। সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও ভয় ও লোভ প্রদর্শন দ্বারা মনুষ্যের হৃদয়কে সংশোধন করা যায় না। সংসার মনুষ্যকে এত ভয় ও এত লোভ প্রদর্শন করিতেছে—ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ন্যায় কেবল প্রদর্শন করিতেছে না, বাস্তবিকই এত ভয় ও এত লোভ উপস্থিত করিয়া দিতেছে যে, ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের প্রদর্শিত ভয় ও লোভ তাহার নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। উপস্থিত ভয় মনুষ্যের হৃদয়কে এত বলে নিপীড়ন করে যে অনুপস্থিত ভয় যতই ঘোরতর বলিয়া বর্ণিত হউক, [illegible] সময় তাহা চিন্তা করিতে অবকাশও থাকে না। লোভের বিষয়ও এই সংসারে এক বিদ্যমান আছে যে, লোকান্তরে বর্ণিত প্রলোভনের বলে উহার আকর্ষণ অতিক্রম করা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপস্থিত ভয় ও উপস্থিত লোভ অল্প ক্ষণের মধ্যেই দুর্ব্বল মনুষ্যকে বশীভূত করিয়া ফেলে। এত বশীভূত করে যে, আত্মার শক্তি তাহার নিকট সংকুচিত হইয়া যায়। [illegible] উত্তেজিত করিয়া দেওয়াই ধর্ম্মশিক্ষা [illegible] প্রধান অঙ্গ; সেই শক্তি [illegible] পরিপুষ্ট হয়, মনুষ্য বিঘ্ন বিপত্তি ও প্রলোভনের মধ্যে ততই অটল ভাবে ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। অন্যথা পাপের আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া উঠে। কিন্তু ভয় ও লোভ প্রদর্শন দ্বারা সেই শক্তির স্ফূর্তি [illegible] থাকুক, তাহা আরো কুণ্ঠিত হইয়া যায়। যদি সেই শক্তি কুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তবে কি মনুষ্য রিপু দ্বারা রিপুগণকে জয় করিতে পারিবে? [illegible] রিপুর [illegible] কিম্বা মুক্তি [illegible]

[illegible] ভয় ও লোভে পরিবর্ত্তিত হয় ইহা যথার্থ; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয় না। যেমন রাজ্য হইতে অশান্তির মূল উন্মূলিত না করিয়া কেবল বাহিরের

উপদ্রব সকল যে কোন রূপে স্থগিত করিলে আপাততঃ শান্তি স্থাপন হইল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু কালক্রমে সেই অশান্তি দ্বিগুণ হইয়া রাজ্যকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে থাকে; যেমন শরীরের আভ্যন্তরিক রোগের প্রতীকার না করিয়া কেবল বাহ্য উপদ্রব সকল প্রশমিত করিয়া রাখিলে কালক্রমে সেই রোগ দ্বিগুণ বলে প্রকাশ পায়, অধিক কি, যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে কেবল তাহার বহির্গত শিখা সকল নির্ব্বাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই অগ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; ভয় বা লোভ দ্বারা পরিচালিত হইয়া পাপ পরিত্যাগ ও ধর্ম্মাচরণ করিতে গেলে সেই রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই উপকার হয় না। পুরাকালাবধি এ পর্য্যন্ত রাজপুরুষগণ কত [illegible] সকল উদ্ভাবিত করিলেন — কারাগার নির্ম্মাণ ও [illegible] দণ্ড [illegible] একটোৎকট দণ্ডের [illegible] সংস্থাপিত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাহা দ্বারা অপরাধের সংখ্যা কি অল্প হইয়াছে বোধ হয়? না [illegible] কিছুমাত্র হ্রাস হইতে থাকে, তাহা মনুষ্য সমাজের [illegible] বৃদ্ধি দ্বারা রাজনীতি বিষয়ে যে রূপ উন্নত হইতেছে, ধর্ম্মনীতি বিষয়ের তদপেক্ষা অধিক [illegible] দৃষ্টিগোচর হয় না। ভয় ও লোভ প্রদর্শন করিয়া কত দেশের কত প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় লোভে আকৃষ্ট ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য [illegible] এবং ধর্ম্ম কেবল [illegible] দ্রব্যের ন্যায় লাভালাভের পরিমাণ অনুসারে পরিগৃহীত বা পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। ভয় ও লোভ দ্বারা যেমন সংসারী মনুষ্যের প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট দিকে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই রূপ আবার সহসাই অপকৃষ্ট দিকে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনও হইয়া থাকে। উহা আপাততঃ যেমন কার্য্যকর বলিয়া বোধ হয়, পরিণামে সেই রূপ অকার্য্যেরও কারণ হইতে পারে। স্থূল কথা এই যে, তদ্দ্বারা হৃদয়ের রোগ আপাততঃ স্থগিত হয়, কিন্তু উন্মূলিত হয় না; সময় পাইলেই সাংঘাতিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। লোভ ও ভয় এই দুইটিই পশুভাব; দেবভাব ধর্ম্ম কখনই উহার সহিত গ্রথিত থাকিতে পারে না। চঞ্চল চিকিৎসক রোগের নিদান নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া যে কোন প্রকারে কেবল বাহ্য উপদ্রব দমন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করে কিন্তু অব্যবহিত পরেই তাহা আবার প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু সুনিপুণ চিকিৎসক রোগের মূল বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে বিলম্ব হইলেও ক্ষতি বোধ করেন না; সেই রূপ ধর্ম্মশিক্ষক মনুষ্যের পশুভাবের উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা না করিয়া, যদি মনুষ্যের হৃদয়ে ধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিতে পারেন, তাহা হইলেই বাস্তবিক তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয়; ইহাতে কাল বিলম্ব হইলে কিছুমাত্র হানি নাই। কদলী বৃক্ষ অল্পকালের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, এবং অল্পকাল পরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; তাল বৃক্ষ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান থাকে। অতএব ধর্ম্মভাব যাহাতে স্বার্থ-প্রসক্তি-শূন্য হইয়া মনুষ্যহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ উত্থিত হয়, তাহার জন্যই যত্ন করা উচিত। ভয় ও লোভ প্রদর্শন ব্যতীত আপাততঃ বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার উপায় নাই বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে হয়, ইহা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানা উচিত যে, যাহারা ভয় বা লোভ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে না ও তাঁহাকে প্রীতি করিতেও পারে

না; অধিক কি, ধর্ম্ম জীবন যে কি পদার্থ, তাহা তাহাদের অগোচর থাকে। তাহাদের হৃদয়ে যাহা কিছু প্রীতি সঞ্চিত থাকে, তাহা ঈশ্বরে না যাইয়া প্রলোভনের উপর নিক্ষিপ্ত হয়; এবং তাহারা যে কোন পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ বা ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহাতে ঈশ্বরের সেবা না হইয়া আন্তরিক রিপুবিশেষেরই সেবা করা হয়। যখন হৃদয়ে ভয় ও লোভ প্রাদুর্ভূত থাকে, তখন তাহাতে প্রেম ও পবিত্রতা কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। এ দিকে প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন ধর্ম্ম আর কোথায় দণ্ডায়মান হইবে? অধিকন্তু ভয় ও লোভ হইতে কেবল কুসংস্কারই উৎপন্ন হইতে থাকে। পাপ নিজেই যার পর নাই ভয়ঙ্কর এবং পুণ্য নিজেই যার পর নাই মনোহর; ঈশ্বর পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়েরই স্নেহপূর্ণ পিতা; ইহাই হৃদয়ে গ্রন্থন করিয়া দাও। ইহুদি ও খৃষ্টীয় সমাজে অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়াও পাপ কর্ম্ম নিবারিত হয় নাই, মুসলমানসমাজকে হুরা অপ্সরার লোভ দেখাইয়াও ধর্ম্মপরায়ণ করা যায় নাই; ধার্ম্মিক হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম প্রীতি চাই, তাহা ভয়েতেও হয় না, লোভেতেও হয় না।

আপ্ত ধর্ম্ম ও তাহার মূলগত ভ্রান্তি।

দেশ ভেদে কাল ভেদে ও সম্প্রদায় ভেদে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত থাকুক, তৎসমুদায়ের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আর আপ্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে স্বতঃ উত্থিত হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; আর যাহা পূর্ব্বে মনুষ্যের নিকট ছিল না, সৃষ্টির পরে ঈশ্বর আবার পৃথক্ রূপে মনুষ্যকে দান করিয়াছেন বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহাই আপ্ত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইল। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য-জাতি তৎকালোচিত অবস্থানুসারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের অবস্থা তখন যেরূপই থাকুক, তাহা মনুষ্যের স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা ধর্ম্মের ভাব পরিষ্কাররূপে উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যাহা কিছু বুঝিয়াছিলেন, তাহা আপনা হইতেই, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কোন উপদেষ্টা ছিলেন না; এবং এক্ষণে ঈশ্বর মনুষ্য হইতে দূরস্থ হইয়াছেন তৎকালে নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন এরূপও নহে; তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই যাহা কিছু স্থির করিয়াছিলেন; ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিকে যেরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহারই গুণে তাঁহারা তাঁহার অভিমুখে গমন করিতেন। তখন মনুষ্য জাতির যেমন বাল্যাবস্থা, স্বাভাবিক ধর্ম্মেরও সেই রূপ বাল্যাবস্থা ছিল। কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে অসমর্থ বলিয়া শিশু যেমন ধাত্রীর ক্রোড়ে সমর্পিত হয়, সেই রূপ ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীন হইয়া পড়ে। তখন সাধারণ লোকে আপনারা অনুসন্ধান না করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্ব সকল জানিবার নিমিত্ত অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই রূপে ইহুদিরা মুষার উপর, খৃষ্টানেরা খৃষ্টের উপর এবং মুসলমানেরা মহম্মদের উপর ও হিন্দুরা ঋষিদিগের উপর নির্বিচারে নির্ভর করিয়া এক এক প্রকার আপ্ত ধর্ম্মের সেবা করিতেছেন; কিন্তু অন্য দিক দিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্ম গো-

ধর্ম্মোচিত বলের সহিত পুনরায় সমুত্থিত হইতেছে। এই সকল আপ্ত ধর্ম্মের মধ্যে কিছুই স্বাভাবিক ভাব নাই এরূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, উহার সংস্থান-প্রণালী স্বাভাবিক নহে অর্থাৎ মনুষ্য হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত হয় নাই, প্রত্যুত অলৌকিক রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এই রূপ সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত ধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করা যাইতেছে। স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত আপ্ত ধর্ম্ম সকলের অন্যান্য বিষয়ে যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক, মূল বিষয়ে উক্ত প্রকার বিরোধ স্পষ্ট রূপে বিদ্যমান আছে।

যতই জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে, আপ্ত ধর্ম্মের প্রভাব ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। আপ্ত ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা চিরকালই থাকিবে; কিন্তু সত্য বলিয়াই থাকিবে, আপ্ত বাক্য বলিয়া নহে। যতই মন উন্নত হইতেছে, ততই আপ্ত ধর্ম্মের উপর অপরিহার্য্য প্রশ্ন সকল উত্থিত হইতেছে। আপ্ত ধর্ম্মের অনুগামিগণ যতই তর্কজাল বিস্তার করেন, চিন্তাশীলদিগের চিত্ত তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেছে না; এ দিকে তাদৃশ চিন্তাশীল লোকদিগেরই সংখ্যা ও প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহা স্বাভাবিক, তাহা দিন দিন প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সমুদায় পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে কত দিনে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা [illegible] কিন্তু পৃথিবীর জনসমাজ যে ক্রমে সেই অবস্থার সন্নিহিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে কি কি সংস্কারের উপর আপ্ত ধর্ম্ম সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়া আছে, এবং সেই সকল সংস্কার কত দূর যুক্তিযুক্ত তাহারই অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

প্রথম, ধর্ম্মশাস্ত্রের অপৌরুষেয়তা বিষয়ক সংস্কার। যাঁহারা আপ্ত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহেন যে, মনুষ্য শক্তিতে অপূর্ণ; কি সত্য কি অসত্য, কি ন্যায় কি অন্যায় কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইহা মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারে না, এই জন্য মনুষ্যের পক্ষে অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আবশ্যক এবং আবশ্যক বলিয়াই ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষ বা অবতার দ্বারা মনুষ্য জাতিকে তাহা অবগত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই রূপ সংস্কারই আপ্ত ধর্ম্ম সকলের প্রধান মূল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই রূপ সংস্কারের মূল যে কি রূপ শিথিল তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। লিপিবদ্ধ গ্রন্থ বিশেষকে যদি অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, সম্প্রদায় ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ সকল অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত আছে—বেদ আবেস্তা কোরাণ ও বাইবল প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেকেই আপনাকে অপৌরুষেয় বলিয়া দাবি করিতেছে, ইহার মধ্যে কোন্ খানি অভ্রান্ত? এই সমুদায় গ্রন্থ পরস্পর এত বিরুদ্ধ যে, এক খানিকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে অবশিষ্ট গুলিকে পরিত্যাগ করিতে হয়; তথাপি কি যুক্তিতে এক খানি মাত্র অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে? ইহার তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যায় না। যদি এই সকলের মধ্যে কোন্ খানি সত্য, তাহা বিচার করিয়া লইবার নিমিত্ত আপনার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে সেই প্রথম প্রশ্ন পুনরায় উঠিতেছে যে, মনুষ্য অপূর্ণ শক্তি দ্বারা কি প্রকারে সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইতে পারে? যদি স্বীকার করা যায় যে, মনুষ্য আপনার শক্তিতেই সত্য মিথ্যা প্রভেদ করিতে পারে, তবে সেই শক্তি

রা অপক্ষপাতে পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হবে যে, সমুদায় প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই কিছু পরিমাণে সত্য ও কিছু পরিমাণে মিথ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে—সকলের মধ্যেই ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন সম্প্রদায় এ রূপ বলিতে চান যে, যাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বাস্তবিক মিথ্যা নহে, প্রত্যুত তাহা সকলে বুঝিতে সমর্থ নহে; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সকল সম্প্রদায়েরই এই রূপ বলিবার অধিকার আছে কি না? সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ সাধারণ বুদ্ধির অতীত বলিয়া সমর্থন করিতে পারেন কি না? সকল সম্প্রদায়ই এক এক প্রকার যুক্তি দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন; সকল সম্প্রদায়েরই শাস্ত্র-ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়া দেখ, সকলেই এক এক প্রকার যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া স্ব স্ব মতের সমর্থন করিতেছে। এক দিন কোন মুসলমান প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের নিকট দৃঢ়তার সহিত কহিল যে, মুসলমান ধর্ম্মে কি জন্য হত্যা করিবার বিধি আছে, তাহার গূঢ় কারণ আপনারা জানেন না বলিয়াই আমাদিগকে নিন্দা করিতেছেন, যদি জানিতেন, কখনই তাহা মন্দ বলিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ সকল সম্প্রদায়ই এই রূপ দৃঢ়তার সহিত আপনাদিগের মত রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি অপক্ষপাতে সেই সকল যুক্তির বলাবল বিচার করিতে বল এবং যদি স্বীকার কর যে, সেই রূপ বিচার করিবার শক্তি মনুষ্যের অন্তরে বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র সকল দূরপরাহত করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্র সকল অপৌরুষেয় বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন বিনিগমনাও নাই। জিগীষামূলক অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলে সকল সম্প্রদায়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

দ্বিতীয়, অবতার ও প্রেরিত বিষয়ক সংস্কার। জড় রাজ্যে এই রূপ একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থানে ঘটনা বশতঃ কোন প্রকার ব্যতিক্রম উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সেই রূপ প্রতিবিধায়ক অন্য প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করে। মনুষ্যসমাজেও এই রূপ ঈশ্বরের হস্ত দৃষ্টি-গোচর হইবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ইতিহাস পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, এক দিক্ দিয়া অন্যায় ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অন্য দিক্ দিয়া ন্যায় ও সদ্বিচারের পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এক দিকে নিষ্ঠুরতা আত্যন্তিক হইলে অন্য দিকে দ্বিগুণ বেগে দয়াগুণ জাগরিত হইয়া উঠে। এক দিকে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইলে অন্য দিকে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণতা জাগরিত হয়। এই নিয়মটি বিশদ করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কহিতেছি যে, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠুররূপে পুত্রকে শাসন করিতে উদ্যত হইলে মাতা আশ্রয় দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং ইহাও বারংবার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, মাতা অবাধ্য শিশুর দৌরাত্ম্যে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে পিতা দয়ার্দ্র হইয়া তাহা নিবারণ করিতে ধাবিত হন। এ রূপ নিয়ম অলৌকিক, অস্বাভাবিক বা অসাধারণ নহে; প্রত্যুত ইহা লৌকিক, স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম; ইহা দেশ

কাল জাতি বা ব্যক্তি বিশেষে বদ্ধ নহে। এই রূপ নিয়মানুসারেই সকল কালে সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যেই সাধারণ লোক অপেক্ষা বিষয়বিশেষে অপেক্ষাকৃত উন্নত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুদ্ধ বিষয়েই হউক, রাজনীতি বিষয়েই হউক, ধর্ম্ম বিষয়েই হউক অথবা আর কোন বিষয়েই হউক, উক্ত প্রকার ব্যক্তি সাধারণ লোক অপেক্ষা যে পরিমাণেই উচ্চতা লাভ করুন, কদাপি সে উচ্চতা উচ্চতার পরা কাষ্ঠা নহে, মনুষ্যোচিত ত্রুটি ভ্রান্তি ও প্রমাদ হইতে তিনি এক বারে মুক্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরাতন কালে সাধারণ লোকে তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বরের অবতার, প্রেরিত বা প্রতিনিধি স্বরূপ ও স্ব স্ব কার্য্যে অভ্রান্ত বলিয়া বোধ করিত। এই জন্য তাঁহার বাক্য বা কার্য্যে কোন প্রকার সংশয় করা অধর্ম্মের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহুদিদিগের মুসা, খৃষ্টানদিগের ঈসা, মুসলমানদিগের মহম্মদ, পারসীদিগের জোরোয়াস্তর ও হিন্দুদিগের ভূরি ভূরি ব্যক্তি এই রূপ অবতার বা প্রেরিত বলিয়া গণিত হইয়া থাকেন। ইহাই ও আপ্ত ধর্ম্ম সৃষ্টি হইবার অন্যতর কারণ। কিন্তু যে সকল কারণে গ্রন্থ বিশেষকে আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, অবিকল সেই সকল কারণেই ব্যক্তিবিশেষ অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। ধর্ম্ম শাস্ত্র সকলের ন্যায় প্রেরিত ও অবতারদিগের মধ্যেও ভ্রম প্রমাদ ও পরস্পর বিরোধ স্পষ্টাক্ষরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা কর, সাধারণ নিয়মের উপর অতিরিক্ত নিয়মে যদি সেই সকল লোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে—যদি ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাক্যে ও কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ কোথা হইতে আইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ কেন উপস্থিত হইল?—তাহারও তৃপ্তিকর উত্তর কিছুই পাওয়া যাইবে না। সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব অবতার ও প্রেরিতদিগের উদ্দেশে এক এক প্রকার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহাদের কাহারই যুক্তিই শ্রদ্ধাস্পদ হয় না।

তৃতীয়, মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থার পূর্ণতা বিষয়ক সংস্কার। আপ্তধর্ম্মবাদী সম্প্রদায় সকল মনে করিয়া থাকেন যে, আদিম অবস্থার মনুষ্যগণ ইদানীন্তন মনুষ্য অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে উন্নত অবস্থায় ছিলেন, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগের যে প্রকার যোগ ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম বা প্রমাদ নাই। এ রূপ মত ইতিহাস দ্বারা সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু ইতিহাস ব্যতীতও ইহা সপ্রমাণ করিবার অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিষয়ে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, তাহা বাস্তবিক ইতিহাস নহে। বিশেষতঃ সেই সকল শাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে যখন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, তখন তাহার অন্তর্গত আখ্যায়িকা সকল আর কোথায় আছে। পক্ষান্তরে যত দূরের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে আদিম অবস্থার পূর্ণতা বিষয়ে কোন নিদর্শন নাই; প্রত্যুত মনুষ্য যে ক্রমে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে, ইহাই প্রতীয়মান হইবে।

উক্ত প্রকার সংস্কার বশতঃ স্বাভাবিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপ্ত ধর্ম্মই বহু কাল অবধি আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। যখনই সাধারণ লোকে উক্তরূপ সংস্কারে আ-

ক্রান্ত হইয়াছে, তখনই তাহারা চিন্তাগত ও কর্ম্মগত স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আপনাদের অনুসন্ধান ও অনুধ্যান বিসর্জ্জন করিয়া নির্ব্বিচার-চিত্তে অন্যদীয় মত ও ভাবের অনুসরণ করিয়াছে। এই অবস্থায় যখন তাহারা উৎসাহ সহকারে কোন তত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা সেই আপ্ত ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাহার দোষ গুণ বিচার করিবার নিমিত্ত নহে। এদেশে দর্শন শাস্ত্রের আশ্চর্য্য রূপ আলোচনা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছিল; কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ ও শাস্ত্র বিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া সংস্কার থাকাতে তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি কুণ্ঠিত হইয়া উপযুক্ত বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে অসমর্থ হইল। এই কারণে ইউরোপেও এই রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অভূতপূর্ব্ব চিন্তাশীল ব্যক্তি সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উক্তবিধ সংস্কার তাঁহাদের সঞ্চরণের নিমিত্ত যে সীমাবদ্ধ মণ্ডলিকা দেখাইয়া দিয়েছে, তাঁহারা তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যাঁহারা উক্তবিধ-সংস্কার-পূর্ণ সমাজে উৎপন্ন পরিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে সমধিক উন্নতি লাভ করিলেও কেবল উক্ত সংস্কার বশত তাঁহাদের স্বাধীন গতি রুদ্ধ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ যে রূপ বিচার করিয়া স্ব স্ব মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টীয় মতের অনুসরণ করেন, তাহা আরও আক্ষেপ ও আশ্চর্য্যের বিষয়। সে যাহা হউক, এক্ষণে ঐ সকল আপ্ত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে প্রকার তর্কপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাতে সত্যানুরাগ অপেক্ষা জিগীষারই সমধিক প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি আপ্তধর্ম্ম বাদীদিগের স্ব স্ব বদ্ধমূল সংস্কার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এই উদ্দেশে এ বিষয়ের অনুশীলন করা অসঙ্গত নহে। যাঁহারা আপ্ত ধর্ম্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেন সহসা বিরক্ত না হন; প্রত্যুতঃ তাঁহাদের সেই বিশ্বাস কি রূপ মূলভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩১৯ সংখ্যক পত্রিকার ২৩৫ পৃষ্ঠার পর।

যে বীরবৃত্তি উত্তর কালে কেবল ক্ষত্রিয় জাতিতে বদ্ধ হইয়া যায়, সাধারণ্যে আর্য্যগণের চরিত্রে সেই পুরুষোচিত গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এক্ষণে পুন্নামক মনঃকল্পিত নরক হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত লোকে পুত্রের কামনা করিয়া থাকে এবং সেই রূপ অর্থ লক্ষ্য করিয়াই পুত্র শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে[১]। কিন্তু সন্তানগণ সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার ও ধন সম্পত্তি সকল রক্ষা করিবেন, এই উদ্দেশে আর্য্যগণ দেবগণের নিকট সন্তান কামনা করিতেন, এবং এতদনুসারেই পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বীর শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই বীরত্বই তাঁহাদিগকে অন্তঃশত্রু অসুরগণ হইতে ও বহিঃশত্রু দস্যুগণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে পুরাণ প্রভৃতিতে যে দেবাসুরের অদ্ভুত যুদ্ধবৃত্তান্ত পাঠ করা যায়, হিন্দু জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে অদ্যাপি যাহা জাজ্বল্যমান হইয়া আছে, ভারতবর্ষীয় কবিগণ যাহা লইয়া অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালা ছন্দে বদ্ধ হইয়া ইতর লোকদিগের মধ্যেও কৌতূহল

১। পুৎ—নরকবিশেষ, ত্র—ত্রাতা, ত্রৈ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

সহকারে প্রতিনিয়ত পঠিত বা শ্রুত হইয়া থাকে, সেই দেবাসুরের সংগ্রাম, আর্য্যদিগের দুই শাখার পরস্পর বিবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেব ও অসুরগণ একই পিতা কশ্যপ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল মাতৃভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পরিগণিত হইতেন। যাঁহারা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আদিতেয় ও দেব শব্দের প্রতিপাদ্য হইলেন এবং দিতি ও দনু প্রভৃতির গর্ভজাত সন্তানগণ দৈত্য দানব ও অসুর নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। পুরাণের মধ্যে দেব ও অসুর এই উভয় দল পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। এ দিকে পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তাতে এই রূপ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে [illegible] নিবন্ধন [illegible] দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং পরস্পর বৈর-[illegible] প্রবৃত্ত হন। আবেস্তার মধ্যে অসুর (অহুর) ও দেব এই দুইটী পরস্পর বিরোধী দলের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] দিগের দেশে যেমন দেবগণ আত্মীয় ও অসুরগণ অনাত্মীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন, সেই রূপ পারসীকদিগের মধ্যে তাহার বৈপরীত্যে অসুরগণ আত্মীয় ও দেবগণ অনাত্মীয় ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং আমাদিগের শাস্ত্রে দেবরাজের ন্যায় পারসীকদিগের শাস্ত্রে অহুর মজ্দ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। আবার আমাদিগের দেশে অসুরগণ পূর্ব্বদেব নামে পরিচিত হইয়া আছেন[১]। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, হিন্দুদিগের বীজ পুরুষগণ দেব ও পারসীকদিগের বীজ পুরুষগণ অসুর নামে উল্লিখিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, আসিরিয়া দেশের অধিবাসীরা অসুর বলিয়া উল্লিখিত হইত, কিন্তু তদ্বিষয়ে অসুর ও আসেরিয়া এই উভয় শব্দের সাদৃশ্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। সে যাহা হউক, এই দেব ও অসুরগণের যুদ্ধ বহু কাল ধরিয়া চলিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা অনুসারে উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে[২]। এতদনুসারে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা পূর্ব্ব পশ্চিমে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে অতিক্রম করিতেছে—পূর্ব্বে চীন সমুদ্র ও পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বিস্তৃত হইতেছে; এই সমুদায় স্থানই আর্য্যদিগের বাসস্থান বলিয়া মনুসংহিতাতে [illegible] হইয়াছে এবং পুরাণ অনুসারে হিরণ্যকশিপু নামক কোন অসুর একদা দেবগণ অপেক্ষা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাঁর অন্যতম পুত্র প্রহ্লাদ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বর্ত্তমান কিংবদন্তী অনুসারে বর্ত্তমান মুলতান দেশে ইহাঁর রাজধানী ছিল, অদ্যাপি হিরণ্যকশিপুর দুর্গ বলিয়া তথায় একটি স্থান প্রসিদ্ধ আছে। বেদের মধ্যে বৃত্র শম্বর পণি প্রভৃতি শত শত অসুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; এই সমস্ত অসুর আর্য্যদিগের গো অশ্ব প্রভৃতি অপহরণ করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আর্য্যগণেরই দুই শাখা দেব ও অসুর নামে অভিহিত হইতেন;

১। পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ। অমরকোষ

২। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ। ২ অ

ইহাঁরা একই দেশে অবস্থান করিতেন; ধর্ম্ম বিষয়ে পরস্পরের সহিত মত ভেদ হইয়া ছিল; পরিশেষে ঘোরতর শত্রু ভাবে উভয় দল পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন; এবং কখন কখন দেবগণ প্রবল হইয়া অসুরদিগকে নত করিয়া রাখিতেন ও কখন বা অসুরগণ প্রবল হইয়া দেবগণকে পরাহত করিতেন। দেবাসুরের সংগ্রাম ইহা ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। আর্য্যগণ আপনাদের বীরত্ব প্রভাবে এই সকল গৃহশত্রু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত অনুমান অনুসারে যদি দরায়ুস্ প্রভৃতি পারসিকগণকে অসুরবংশীয় ও সপ্তসিন্ধুর অধিবাসী হিন্দুদিগকে দেববংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, এই দেবাসুরের সংগ্রাম যুগযুগান্তরেও পরিসমাপ্ত হয় নাই। সময়ে সময়ে অসুরবংশীয় পারসীকগণ দেবসন্তান হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতেন। কালক্রমে সেই অসুরগণ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় দেবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিল। যে দেবগণ এক সময়ে পরাক্রমে অসুরদলন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, কালক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া অসুরদিগের পদতলেই দলিত ও বহু বৎসর নিপীড়িত হইলেন।

ইহা ভিন্ন বিজাতীয় শত্রুগণও সময়ে সময়ে আর্য্যগণের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত; ইহারাই দস্যু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দস্যুরা শীঘ্রই আর্য্যগণের পরাক্রমের অধীন হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে রাক্ষসগণও আর্য্যদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিত। কেহ কেহ বলেন, অর্কেসিয়ার অধিবাসীরা রাক্ষস বলিয়া উল্লিখিত হইত; কিন্তু ইহাতেও শব্দসাদৃশ্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামায়ণ ও পুরাণ অনুসারে যক্ষ ও রাক্ষস এক বংশ বলিয়া উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে যক্ষেরা দেবগণের অনুগত ও রাক্ষসেরা বিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা যে দেশের লোক হউক, অসুর ও দস্যু হইতে বিভিন্ন জাতি ছিল এবং রাক্ষসেরা সর্ব্বদা আর্য্যগণের উপর অত্যাচার করিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের বাহুবলে ইহাদিগের উপরেও আর্য্যগণ জয় লাভ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আর্য্যগণের প্রকৃতি কি রূপ বীরত্বগুণে অলঙ্কৃত ছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু বাহুবল ও বীরত্বের উপর সমধিক সমাদর থাকিলেও আর্য্যসমাজে মানসিক গুণসমুদায়ই অপেক্ষাকৃত অধিক মাননীয় হইত—কবি ও বিদ্বানেরাই সমাজের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতেন—ঋষিরাই সাধারণ লোকের নেতা হইয়া থাকিতেন। এই ভাবটি ভারতবর্ষে চিরকালই আবহমান হইতেছে। যখন রাজপদের সৃষ্টি হইল, যখন যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়গণ পৃথক্ জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন; এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যুদ্ধ সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, তখন দেশের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা কেবল ক্ষত্রিয় জাতির উপরেই নির্ভর করিতে লাগিল, অধিক কি, এখানকার সকল বিষয়েই তাঁহারা আধিপত্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনও কেবল মানসিক উৎকর্ষ নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা সমাজের মধ্যে প্রধান পদ পাইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর্য্যগণের সময়ে যে ক্ষত্রিয়বৃত্তি জাতিসাধারণ থাকাতে তাঁহারা প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কালক্রমে দেশের তিন জাতি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতির উপরেই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ

নির্ভর করাতে পতনের বীজ নিক্ষিপ্ত করা হইল।

অতিনিবেশ পূর্ব্বক ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আর্য্যগণ পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় জাতি অপেক্ষা সমধিক সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্মের নিদর্শন সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; সভ্যতা লক্ষ্মীর আবির্ভাব না হইলে এ সকল বিষয়ে মনুষ্য জাতির প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না।

আয় ব্যয়।

৯ ফাল্গুন ১৭৮১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৪১ /১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৬৫৬ ৸/৫
সমষ্টি	৮৯৭ ৸৶০
ব্যয়	৬৬৪ ৷৶১৫
স্থিত	২৩৩ ৶৫
আয়	
ব্রাহ্মসমাজ	২৮ ৷৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৪ ৷৷৶০
পুস্তকালয়	৩৮ ৶১৫
যন্ত্রালয়	৫১
গচ্ছিত ...	১৮ ৸/১০
সমষ্টি	২৪১ /১৫
ব্যয়	
ব্রাহ্মসমাজ	১১৭ ৸৶ ০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৭৮ /৫
পুস্তকালয়	১৬৪ ।/ ৫
যন্ত্রালয়	৬৯ ৸/১০
গচ্ছিত	১৩৪ ।/১৫
ঐ	/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন নন্দী	১০
" ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬
" মণিলাল মল্লিক	৪
" দীননাথ মণ্ডল	২
" দানাধারে প্রাপ্ত	৫ ৷৶১০
সমষ্টি ...	২৮ ৷৶১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

A discourse on "Religion, Universal, National, and Individual" will be delivered by Baboo Nobo Gopal Mitter at the Adi Brahma Samaj Library Hall on Saturday the 7th May, 25th Baisakh at 7½ P. M.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন; নতুবা সমাজ জৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

বিশেষ কারণ বশতঃ যে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রেরিত হইতেছে; গচ্ছিত মাশুল ফুরাইলেই পুনরায় অগ্রিম মাশুল না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই পত্রিকা স্থগিত থাকিবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ২০ সে বৈশাখ সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘণ্টার সময়ে নন্দনবাগানস্থ শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের নূতন বাটীতে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক হইবে।

শ্রী দিননাথ দত্ত।
সম্পাদক।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ভাব অবগত হওয়া যাইবে। মূল্য ... . ১ টাকা

ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের লেখক ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল্য ... . /০ এক আনা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২১। কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ১ বৈশাখ বুধবার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১২০৩

৬। স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্য্যে সো অপ্সু নাগাস্ত আভজ জীবশং-সে। মান্তরাং ভুজমা রীরি-ষোনঃ শ্রদ্ধিতং তে মহত ই-ন্দ্রিয়ায়।

৬। হে ইন্দ্র, 'স ত্বং' 'নঃ' অস্মান্ 'সূর্য্যে' সর্ব্বস্য প্রেরকে আদিত্যে 'আভজ' আভিমুখ্যেন ভজমানান্ কুরু, তথা 'সঃ' ত্বং 'অপ্সু' অন্তরিক্ষেষু অস্মান্ আভাজয়, অপিচ 'জীবশংসে' জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংস-নীয়ে কামযিতব্যে 'অনাগাস্ত্বে' অপাপত্বে পাপরাহিত্যে অস্মানাভাজয়, অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তরাং' গর্ভরূপেণ-ন্তর্ব্বর্ত্তমানাং 'ভুজং' পালয়িত্রীং প্রজাং 'মা' মরণার্থং 'মা রীরিষঃ' মা হিংসীঃ। 'তে' তব 'মহতে' প্রবৃদ্ধায় 'ইন্দ্রি-য়ায়' বলায় 'শ্রদ্ধিতং' অস্মাভিঃ শ্রদ্ধাবৎ কৃতং বলীবং বলং বহুমানপূর্ব্বকং মম ইত্যর্থঃ তস্মাত্তাদৃশমনুরূপং মাতারিয়ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমারদিগকে সূর্য্যাভিমুখে প্রেরণ কর, জলে প্রেরণ কর এবং জীবদিগের কামযিতব্য পাপরাহিত্যে প্রেরণ কর। তুমি গর্ভে বর্ত্তমান আমার-দিগের প্রজাকে হিংসা করিও না, তোমার মহৎ বলকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

১২০৪

৭। অধা মন্যে শ্রত্তে অস্মা অধায়ি বৃষা চোদস্ব মহতে ধ-নায়। মা নো অকৃতে পুরুহূত যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বয় আ-সুতিং দাঃ।

৭। হে ইন্দ্র 'অধ' অথানন্তরং 'মন্যে' ত্বাং মনসা জানামি 'তে' তব 'অস্মৈ' বলায় 'শ্রদধায়ি' অস্মাভিঃ শ্রদ্ধা কৃতা ত্বদীয়বলবিষয়মাদরাতিশয়েন স্তোত্রং কৃতমিত্যর্থঃ, 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা স ত্বং 'মহতে' প্রৌঢ়ায় 'ধনায়' 'চোদস্ব' অস্মান্ প্রেরয়, হে 'পুরুহূত' সর্ব্বৈর্বহুভিরাহূত ইন্দ্র, মাতৈরাহূতেন্দ্র 'অকৃতে' অনিষ্পাদিতে ধনশূন্যে 'যোনৌ' গৃহনামৈতৎ গৃহে 'নঃ' অস্মান্ 'মা' নিধেহি, ধনধান্যপূর্ণে গৃহে অস্মান্ বাসয়েত্যর্থঃ, অপিচ হে 'ইন্দ্র' 'ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ' বুভুক্ষিতেভ্যো মনুষ্যেভ্যোপি স্তোতৃভ্যঃ 'বয়ঃ' অন্নং 'আ-সুতিং' পেয়ং ক্ষীরাদিকঞ্চ 'দাঃ' দেহি।

৭। হে ইন্দ্র! অনন্তর আমরা মনে মনে জানি, তোমার বলকে শ্রদ্ধা করিয়াছি; কামবর্ষি তুমি আমারদিগকে প্রভূত ধনের নিমিত্তে প্রেরণ কর; হে বহুহূত ইন্দ্র! ধন

শূন্যগৃহে আমারদিগকে নিক্ষেপ করিও না ; হে ইন্দ্র ! তুমি ক্ষুধিতদিগকে অন্ন পান প্রদান কর ॥

১২০৫

৮। মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া ভোজনানি প্রমোষীঃ। আণ্ডা মা নো মঘবঞ্ছক্র নির্ভের্মা নঃ পাত্রা ভেৎ সহজানুষাণি।

৮। হে 'ইন্দ্র' 'নঃ' অস্মান্ 'মা বধীঃ' মা হিংসীঃ সর্ব্বদা রক্ষেত্যর্থঃ, অপিচ 'মা পরাদাঃ' মা পরিত্যাক্ষীঃ পরাদানং পরিত্যাগঃ অস্মৎকৃতাং পূজাং সর্ব্বদা গৃহাণেত্যর্থঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রিয়া' প্রিয়াণী সেতানি 'ভোজনানি' উপভোগ্যানি ধনানি 'মা প্রমোষীঃ' মাপহার্ষীঃ অস্মাদেব ধনানি যথা স্যুস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ, তথা হে 'মঘবন্' ধনবন্ 'শক্র' সর্ব্বকার্য্যেষু শক্ত 'নঃ' অস্মাকং 'আণ্ডা' অণ্ডসদৃশানি গর্ভবেষ্টনে স্থিতানি অপত্যানি 'মা ভেৎ' মা ভিন্দঃ গর্ভরূপেণাবস্থিতানস্মৎপুত্রান্ রক্ষেত্যর্থঃ, 'মা' চ 'নঃ পাত্রা' পতন্তি গচ্ছন্তি গমনসমর্থানি যানি জাতাপত্যানি পাত্রাণি তানি চ মা 'ভেৎ' মা ভিন্দঃ 'সহজানুষাণি' জানুভ্যাং যানি ভূমিং সজন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ, তানি জানুষাণি ... মা ভিন্দঃ।

৮। হে ইন্দ্র ! আমারদিগকে হিংসা করিও না, পরিত্যাগ করিও না, এবং আমারদিগের প্রিয় ভোজন অপহরণ করিও না। হে মঘবন্ ! তুমি সকল কার্য্যে সমর্থ; গর্ভে বর্ত্তমান আমারদিগর সন্তানদিগকে তুমি রক্ষা কর, আর পাদদ্বারা গমনসমর্থ ও জানু দ্বারা গমনশীল সন্তানদিগকে রক্ষা কর।

১২০৬

৯। অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়। উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ ॥১।৭।১৯।

৯। হে ইন্দ্র ত্বং 'অর্ব্বাঙ্' অস্মদভিমুখঃ 'এহি' আগচ্ছ কিং কারণমিতিচেৎ যস্মাৎ 'ত্বা' ত্বাং 'সোমকামং' সোমবিষয়াভিলাষং 'আহুঃ' পুরাবিদঃ কথয়ন্তি, 'অয়ং' অস্মদীয়ঃ সোমঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ অতস্ত্বমাগচ্ছেত্যর্থঃ, আগত্য চ 'মদায়' হর্ষার্থং 'তস্য' অভিষুতং সোমং 'পিব' পিব, এতদেব ... 'উরুব্যচাঃ' উরু বিস্তীর্ণং ব্যচো ব্যাপনং যস্য তাদৃশো বিস্তারবদ্দেহঃ 'জঠরে' আত্মীয়ে উদরে 'আবৃষস্ব' সোমমাসিঞ্চ 'আ' সমস্তাৎ পূরয়েত্যর্থঃ, এবম্ভূতস্ত্বং 'হূয়মানঃ' অস্মাভিরাহূয়মানঃ সন্ 'পিতেব' পুত্রাণাং বাক্যানি শৃণোতি তথা 'নঃ' অস্মাকং বাক্যানি 'শৃণুহি' শৃণু। ১। ৭। ১৯।

৯। হে ইন্দ্র ! পণ্ডিতেরা তোমাকে সোমাভিলাষী কহেন, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, অতএব তুমি অস্মদভিমুখে আগমন কর, ও হর্ষের নিমিত্তে সোম পান কর ; তুমি দীর্ঘাবয়ব হইয়া সম্যক্ রূপে জঠরে সোম সিঞ্চন কর, এবং আহূত হইয়া পিতার ন্যায় আমারদিগের বাক্য শ্রবণ কর। ১। ৭। ১৯।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

একাদশ অধ্যায়।

৮৮

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১

'ধৃতিঃ' ধৈর্য্যম্। পরোপকারে কৃতেঽপি অপকারে প্রত্যপকারানাচরণং 'ক্ষমা'। বিকারহেতুবিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসঃ 'দমঃ'। অন্যায়েন পরধনাদেরগ্রহণম্ 'অস্তেয়ম্' শৌচং দ্বিবিধং মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং জ্ঞানতপোভ্যাম্ অন্তঃশোধনঞ্চ। 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ' ইন্দ্রিয়-সংযমঃ। শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং 'ধীঃ'। পরমাত্মজ্ঞানং 'বিদ্যা'। যথার্থাভিধানং 'সত্যম্'। ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিঃ 'অক্রোধঃ'। এতৎ 'দশকং' দশবিধং 'ধর্ম্মলক্ষণম্'। ১

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ ॥ ১

সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, ...

দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকারজনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয়, এই রূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। কাহারও অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক বাচনিক ও মানসিক দোষ সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শুচি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে॥ ১

৮৯

হ্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে। হ্রীহতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মোহন্তি হতঃ শ্রিয়ম্॥ ২

'হ্রীমান্' লজ্জাবান্ "হি পাপং প্রদ্বেষ্টি' 'তস্য' হ্রীমতঃ শ্রীঃ অভিবর্দ্ধতে'। 'হ্রীঃ হতা' 'ধর্ম্মং' 'বাধতে' পীড়য়তি 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'শ্রিয়ং' 'হন্তি'॥২

হ্রী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম-হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়॥ ২

অন্যের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করে এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করে—তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয় তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে [illegible] হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে, ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবেক॥ ২

৯০

ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে। সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ॥ ৩

[illegible] 'কল্যাণানি' 'চ' [illegible] 'নরঃ' [illegible]॥ ৩

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন॥ ৩

কাহারও গুণের উপর দোষারোপ করিবে না এবং উপকারীর প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। তাহা ব্যতিরেকে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় পবিত্র হয় না এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মনের বিষয়সুখ, সংসারের উন্নতি, আত্মার ধর্ম্ম ও অনন্ত কালের সম্পত্তি এই চতুর্ব্বর্গ মনুষ্যের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ॥ ৩

৯১

সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ। দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥ ৪

'সর্ব্বঃ' 'লোকঃ' 'দণ্ডজিতঃ' দণ্ডেন নিয়মিতঃ সন্ সৎপথে বর্ত্ততে 'শুচিঃ' স্বভাববিশুদ্ধঃ 'হি' 'নরঃ' 'দুর্লভঃ'। 'হি' অবধারণে দণ্ডস্য এব 'ভয়াৎ সর্ব্বং জগৎ' ভোগায় ভোগার্থং 'কল্পতে' সমর্থো ভবতি॥ ৪

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়, শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে॥ ৪

যখন সকলে দণ্ডভয়ে নয়, কিন্তু সমবেত হইয়া হৃদয়ের প্রেমে, সাধু-ভাবে, ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বর-উদ্দেশে সংসারের তাবৎ কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি পরাকাষ্ঠা ধারণ করিবে। সে দিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব, এখনো সাধু লোক অপেক্ষা অসাধু লোকই অধিক; সাধু ব্যবহার অপেক্ষা অসাধু ব্যবহারই বিস্তর, প্রজারা রাজদণ্ডেরই শাসনে অদ্যাপি এই পৃথিবীতে কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম অর্থ সুখ ভোগ করিতে পাইতেছে। অতএব অন্যায় দণ্ড করিবেক না॥ ৪

৯২

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং। অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫

যস্মাৎ 'লোকে' 'অধর্ম্মদণ্ডনং' 'যশোঘ্নং' যশোহন্তৃ 'কীর্ত্তিনাশনং' চ জীবিতস্য খ্যাতির্যশঃ মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিরিত্যনয়োঃ পুনর্নির্দ্দেশঃ। 'পরত্র অপি' পর-

লোকে'পি অমর্গ্যং স্ব' স্বর্গপ্রতিবন্ধকং 'তস্মাৎ তৎ পরি-বর্জ্জয়েৎ।৫

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহ লোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয় এবং পর লোকে স্বর্গ-হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য বিস্তার করা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য. ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথাচরণ করিবেক না ॥ ৫

৯৩

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং। ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৬

'লোকে' ভুবনে 'ক্ষমা' 'বশীকৃতিঃ' বশীকরণম্ অবশ্যং বশ্যং করোত্যনয়া। 'ক্ষমা হি পরমং ধনম্'। 'ক্ষমা' 'হি' 'অশক্তানাং' 'গুণঃ' 'শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা'। ৬

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ॥ ৬

সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ থাকিবে: বৈরনির্যাতনের সংকল্প একবারে পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যপকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য। আমার অপকার হয় হউক, কিন্তু যেন আমা দ্বারা অন্যের অপকার না হয়, এইরূপ কামনা স্বর্গীয় ক্ষমাগুণ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬

৯৪

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥ ৭

'শুভং ইচ্ছতা' জনেন 'যথা এব আত্মা' 'পরঃ' 'তদ্বৎ' [illegible] 'দ্রষ্টব্যঃ'। যস্মাৎ আত্মনঃ পরস্য চ 'সুখদুঃখানি' [illegible] 'তুল্যানি' 'যথাত্মনি তথা পরে'। ৭

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন; কারণ আত্মপর সকলেরই সুখ দুঃখ সমান ॥ ৭

আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যে রূপ, অন্যের পক্ষেও সুখ দুঃখ সেই রূপ; অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্যের নিকট হইতে অপহরণ করিও না এবং যাহা আপনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্যের উপর নিক্ষেপ করিও না। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেই রূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর। তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেই রূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এই রূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে; কেন না সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ অন্যেতেও সেই রূপ। এই রূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায় ॥ ৭

৯৫

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৮

'পরদারান্' পরকলত্রাণি 'মাতৃবৎ' মাতেব 'পরদ্রব্যাণি' 'চ' 'লোষ্টবৎ' মৃৎপিণ্ডসমানি। 'আত্মবৎ' স্বোপমানি 'সর্ব্বভূতানি' সর্ব্বপ্রাণিনঃ 'যঃ পশ্যতি' 'সঃ' এব 'পশ্যতি' যাথাতথ্যেনেতি যাবৎ। ৮

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন; তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৮

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেই রূপ পরদ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেই রূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮

নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম বক্তৃতা।

১ বৈশাখ। ১৭৯২ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

অদ্য নূতন বর্ষের আগমন হইল। অদ্য কি আনন্দের দিন। যাঁহার অসীম করুণাবলে আমরা গত সম্বৎসর কাল কত প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়াছি, সকলে মিলিয়া অদ্য সেই জীবন দাতা মঙ্গলময় পিতা সেই বিপদবিনাশন বিশ্ব-পাতাকে মনের সহিত ধন্যবাদ

প্রদান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ! এক বার আলোচনা করিয়া দেখ তাঁহার করুণারসে আমারদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ কেমন সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। গত সম্বৎসর কাল মধ্যে আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত করুণারাশি বর্ষিত হইয়াছে তাহা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব এবং কি উপায় দ্বারাই বা মনেতে ধারণ করিব। এক নিমেষের মধ্যে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যে সকল অনুপম দয়া আমরা অনুভব করিয়াছি তাহাই নির্দ্দেশ এবং নিরূপণ করিতে পারি না তখন সম্পূর্ণ এক বৎসর কালের করুণার বিষয় কি প্রকারে ব্যক্ত করিব। তাঁহার দয়ার যেমন সীমা নাই সেই রূপ তাহার তুলনা দিবার আর স্থানও নাই। আমাদিগের শরীর অসংখ্য প্রকার ঘটনাতে অচিরাৎ কালকবলে কবলিত হইতে পারিত কিন্তু তাঁহারই প্রসাদাৎ তাহা কত শত প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, রজনীর গাঢ় অন্ধকারে যখন আমরা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত থাকিতাম তখন তাঁহারই প্রসাদাৎ আমরা সুরক্ষিত হইয়াছি। তাঁহারই প্রসাদাৎ যথাবিধানে আহার পান প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দে সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ নানাবিধ নির্দ্দোষ সুখ লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়াছি, তাঁহারই প্রসাদাৎ কত কত সাধুরচিত হৃদয়গ্রাহী সুললিত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারই দিকে মনকে উন্নীত করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি। তাঁহারই প্রসাদাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারী সুধর্ম্ম পালন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি আমাদিগের আত্মাকে কত প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অমৃতপথে কেমন অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন। যখন আমরা মোহবশতঃ তাঁহাকে ভুলিয়া অনিত্য সুখ লালসার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছি তখনই তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে "তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ নাই শান্তি নাই কেবলই বিষাদের ঘন অন্ধকার।" তাঁহার করুণা আমরা বিপদ্ সময়েও অনুভব করিয়াছি। তিনি যদিও আমাদিগকে কখন কখন বিপৎসাগরে পতিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা এই নিমিত্ত যে আমরা তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার শীতল আশ্রয় লাভ করি; তিনি বিপৎ-তরঙ্গে আপনি কর্ণধার হইয়া অভয়কূলে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। কত সময় আমরা ঘোর মোহে ঘূর্ণমান হওয়াতে চিরোপার্জ্জিত ও নিত্যসঞ্চিত অমূল্য ধর্ম্মরত্ন হারাইয়া পাপপঙ্কে পতনোন্মুখ হইয়াছি কিন্তু তাঁহারই প্রসাদে পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহা হইতে আমাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রাণ সকলই রক্ষা পাইয়াছে। তিনি আমাদিগের করুণাময় পিতা, পরম স্নেহময়ী জননী, পরম ভক্তিভাজন গুরু, পরম দয়াময় বন্ধু, তিনি আমাদিগের পরা গতি, তিনি আমাদিগের চির কালের সম্বল। হা! আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব!

এখন আর আমরা অজ্ঞান নই, এখন আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি, এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া অহরহ তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা সেই বিশ্বপিতার অপার করুণা অনুভব করিয়াও যদি তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে প্রীতি না করি তবে কি আমরা তাঁহার অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া গণ্য হইব না? আমরা গত বর্ষে কত সময়ে তাঁহার গভীর প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া আমাদিগের মলিন পঙ্কিল ভাব সকল ধৌত

করিয়া অতি বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতে পা-
রিতাম; আমরা কত সময়ে নিজ নিজ সাধ্যা-
নুসারে দুঃখার্ত্ত জনগণের কত শত প্রকার
হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে পারিতাম
কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা আমাদিগের
ক্ষমতা ও সময়ের অবিহিত ব্যবহার করি-
য়াছি। আমরা বিষয়মদ পানে এমনি
উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে আমাদের সর্ব্বমঙ্গ-
লাকর পরম পূজনীয় ঈশ্বরের সেবা না
করিয়া তাঁহার আসনে অতি জঘন্য বিষয়
সকল স্থাপিত করিয়া নতমস্তকে তাহার
সেবায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি। কোথায়
আমরা ঈশ্বরের জন্য ও তাঁহার আদিষ্ট
ধর্ম্ম পালনের জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত
দিতে স্বীকার করিব, কিন্তু হায়! আমরা
তাহা না করিয়া কিসে ধনরাশি অর্জ্জিত
হইবে কিসে লোকের নিকট মর্য্যাদা প্রাপ্ত
হইব ইহারই জন্য দীপ্তশিরা হইয়া বেড়া-
ইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হই নাই। আমরা
আত্মাভিমানের ও স্বস্ব বৃত্তি বিশেষের এ
রূপ বশীভূত হইয়াছি যে ঈশ্বরোপাসক
বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হই-
তেছে। বন্ধুগণ! গত বর্ষে আমরা যে সকল
অপরাধ করিয়াছি, আইস সকল সুহৃদে
মিলিয়া ক্ষমাদয় পরম পিতার নিকট এ-
কান্ত মনে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা
করি ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রতিজ্ঞা
পূর্ব্বক প্রার্থনা করি যেন আগামী বৎসরে
অথবা কোন সময়ে তাদৃশ অপরাধে আর
দোষী না হই। এস, সকলে ব্যাকুল অ-
ন্তরে ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে
নিপতিত হই, তিনি সকল সময়ে তাঁহার অনু-
তাপিত পুত্রগণকে আপন সুশীতল আশ্রয়
দান করিবার জন্য নিজ ক্রোড় প্রসারিত
করিয়া রাখিয়াছেন। এই বর্ষে যেন তিনি
আমাদিগের মনে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থাকেন,
যেন [illegible] তাঁ-
হার প্রতি প্রেম [illegible] ও কৃতজ্ঞতা [illegible]
উদিত হইয়া থাকে, তাঁহার [illegible] তাঁ-
হার গুণ কীর্ত্তন যাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন
আমরা জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া বোধ করি,
সেই সকল কার্য্যে রত থাকিয়া আমরা জী-
বনের পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে এস,
সকলে মিলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অনাদি
দেবের সেই আদি নাথের নিকট প্রার্থনা
করি যিনি আমাদের শুভ ইচ্ছা সকল শুভ
ফলে পরিণত করিবেন।

হে জীবিতেশ্বর! এই নব বর্ষের প্রারম্ভে
আমরা তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা
করিব, এই মাত্র প্রার্থনা যে "তোমার করুণা-
সূর্য্য যেন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে সততই
বিকশিত করে ও তাহা তোমার প্রতি প্রীতি-
রূপ গন্ধ যেন নিয়তই প্রদান করে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পর লোকের সহিত ইহ লোকের সম্বন্ধ।

মনুষ্যের আত্মা ইহ লোকে যে জীবন লাভ
করিয়াছে, ইহা কোন কালেই ধ্বংস প্রাপ্ত
হইবে না। মৃত্যু আত্মাকে শরীর হইতে
পৃথক্ করিয়া দেয়, কিন্তু সেই অমর জীব-
নের ত্রিসীমায় গমন করিতে পারে না।
সুতরাং এই বর্ত্তমান জীবনই পারলৌকিক
হইয়া অনন্ত কালের সহিত [illegible]
থাকিবে। যেমন [illegible]
করিয়া শিশু যৌবন ও [illegible] বা-
র্দ্ধক্য [illegible]
মনুষ্যের ঐহিক জীবন [illegible]
[illegible] ধারণ করিবে। [illegible]
হইতে [illegible]
[illegible]

স্বাভাবিক কার্য্যের একটি জন্ম ও আর এ মৃত্যু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জন্ম যেমন গর্ভস্থ শিশুর জীবন বিনাশ করিয়া নূতন জীবন দেয় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা সেই জীবনই পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ মৃত্যু পৃথিবীস্থ আত্মার জীবন বিনাশ করিয়া নূতন জীবন উৎপন্ন করে না, তদ্দ্বারা এই জীবনেরই প্রবাহ লোকান্তরে প্রবাহিত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্য কালের সুখ স্বস্তি ও আরাম যৌবন কালের আচরণের উপর যে প্রকার নির্ভর করে, পারত্রিক জীবনের সুখ ও শান্তি সেই রূপ ঐহিক জীবনের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া আছে। যিনি শুভ কর্ম্ম করিবেন, তিনি শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন, যিনি অশুভ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে।

এখানে মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করিতেছেন, লোকান্তরে অথবা কালান্তরে ঈশ্বর তাহার বিচার করিতে বসিবেন এবং সেই বিচার দ্বারা কাহাকেও স্বর্গে বা কাহাকেও নরকে প্রেরণ করিবেন, এরূপ নহে। অন্ন পান গ্রহণ করিবার সঙ্গে যেমন শরীরে তাহার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়, সেই রূপ সদসৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে তাহার কোন না কোন প্রকার ফল সঞ্চিত হইতে থাকে। সহজ করিয়া বুঝাইতে হইলে এই রূপ বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য যে রূপ কর্ম্ম করেন, তদনুসারে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মার চরিত্র নির্ম্মিত হইতে থাকে। এমন একটি কর্ম্ম নাই যে, তাহা অনুষ্ঠান করিলে আত্মাতে কিছু না কিছু ফল উৎপন্ন না হয়—আত্মার চরিত্র নির্ম্মাণে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন উপস্থিত না হয়। সেই রূপ প্রতি কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার চরিত্র [illegible] হইতে থাকে। শব্দে [illegible] এই চরিত্রের দোষ ভাগ দুরদৃষ্ট অথবা পাপ এবং গুণ ভাগ শুভাদৃষ্ট অথবা পুণ্য বলিয়া এবং এই রূপ চরিত্র নির্ম্মাণ সদসৎ কর্ম্মের পরিপাক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন সৎকর্ম্ম করেন, তখন তাঁহার শুভাদৃষ্ট ও যখন দুষ্কর্ম্ম করেন তখন দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। এবং এই পৃথিবী লোকেই কখন পুণ্যের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পূর্ব্বোৎপন্ন পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কখন পাপের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন পূর্ব্ব-সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই রূপ করিতে করিতে আত্মার চরিত্র যে রূপ হয়, মৃত্যুর পর আত্মা তাহা লইয়া পর লোকে উপস্থিত হয় এবং তাহারই গুণ দোষ অনুসারে প্রসাদ বা গ্লানি ভোগ করিয়া থাকে। নতুবা আত্মা লোকান্তরে গিয়া পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত এক একটি কর্ম্ম স্মরণ করিবে, অমনি তদনুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিতে থাকিবে অথবা ঈশ্বর এক একটি কর্ম্মের গণনা করিবেন, আর তাহার নাম করিয়া এক একটি দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করিতে থাকিবেন, এরূপ নহে।

এখানে যেমন কোন অবস্থাই অপরিবর্ত্তনীয় নহে, সেই রূপ লোকান্তরেও আত্মার কোন প্রকার চরিত্রই একবারে শেষাবস্থা নহে, ক্রমেই আত্মার চরিত্র পবিত্রতা হইতে অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিয়া পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের সন্নিহিত হইতে থাকিবে। মনুষ্য অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বহুল পরিমাণে আপনার অদৃষ্টকে অপকৃষ্ট করিতে পারে। কিন্তু পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বর এমন কৌশলে আত্মা সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন যে, চিরকাল তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কেহই গমন করিতে পারিবে না। দেবপ্রকৃতি আত্মা নরকপথের কুৎসিত ভাবে অসহিষ্ণু হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে স্বর্গাভিমুখে ধাব-

মান হইবে। যিনি যে পরিমাণে আপনার চরিত্র অপবিত্র করিয়া—যে পরিমাণে আপনার দুরদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া রুগ্ন হইয়া যাইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

যাহাতে আত্মার সেই চরিত্র নির্দ্দোষ রূপে নির্ম্মিত হইতে থাকে, দিন দিন সেই শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাই আমাদিগের অনুষ্ঠেয়। তাহারই জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর এখানে যে রূপ ব্যবস্থার মধ্যে মনুষ্যকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই মনুষ্যের আত্মা পর-লোক-বাসের উপযোগী হইয়া প্রস্তুত হইবে। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু, অগ্নি জল মৃত্তিকা, তরু লতা গুল্ম, শরীর ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ও জ্ঞান প্রেম ধর্ম্ম এই সমুদায়ই মিলিত হইয়া মনুষ্যের আত্মাকে উন্নততর অবস্থার উপযোগী করিবার নিমিত্ত পোষণ করিতেছে। তিনি এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহাকে যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছেন, মনুষ্য তাহা হইতে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইবেন; পর লোকে উপযুক্ত হইবার জন্য ইহ লোকে ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনুষ্যকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিতে হইবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে, বিষয়সুখ ভোগ করিতে হইবে এবং শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সমুদায় কর্ম্ম যতই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হউক, কিন্তু এই সমস্ত দ্বারা একই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইবে—আত্মা পরিপুষ্ট হইয়া উন্নততর অবস্থার উপযুক্ত হইতে থাকিবে। আত্মা পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু যাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সংসাধনের জন্যই ঈশ্বর ইহাকে পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং আত্মাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কয়, [illegible] শরীরের [illegible] রক্তবহ [illegible] প্রভৃতি করিয়া রাখিয়াছে, আত্মাকে সেই ব্যবস্থার বশীভূত করাই পর লোকের জন্য প্রস্তুত হইবার উপায়। [illegible] তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা, যিনি যে পরিমাণে তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার উন্নতি সেই পরিমাণে ক্রটিত হইয়া থাকিবে। শরীরের রক্তপ্রবাহের ন্যায় অনেক ব্যাপার আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়া আত্মাকে লোকান্তরের উপযুক্ত করিতেছে; ইহার জন্য করুণাময় ঈশ্বরকে সহস্র বার ধন্যবাদ দাও, কেননা তৎসমুদায় আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক করিতে হইলে আমাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। তিনি যদি আমাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণা না দিতেন, আমাদিগকে কেবল বিবেচনা করিয়া অন্ন পান গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে কি আমরা শরীর রক্ষায় সমর্থ হইতাম? আধ্যাত্মিক বিষয়েও এই রূপ গণনাতীত অযাচিত সাহায্য প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের ইচ্ছাকে অপেক্ষা করিয়া আছে; তন্নিমিত্ত আমরাই তাঁহার নিকটে দায়ী। যদি তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাহা সম্পাদন করিতে না পারি, তন্নিমিত্ত অবশ্যই [illegible] ভোগ করিতে হইবে।

করুণাময় পরমেশ্বর [illegible] মত্ত অলোকসামান্য [illegible] রাছেন, এই পৃথিবী [illegible] সমুদায়ের উৎকর্ষ সাধন [illegible] বর্দ্ধিত করিতে পারি [illegible] ব্যবস্থাপিত করিয়া [illegible] ও পৃথিবীর সহিত [illegible] নহে ইহা যথার্থ কিন্তু [illegible]

এ। গামী আত্মাকে পোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতেছে। আত্মা এই অচিরস্থায়ী ইন্দ্রিয় দ্বারা বহিঃস্থিত বিষয় সকল ভোগ ও অধ্যয়ন করিয়া বলবান্ হইতেছে ও কত চিরস্থায়ী সম্বল আহরণ করিতেছে। এই হস্ত পদাদি দ্বারা বিবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল যে সাংসারিক অভাব পূর্ণ ও পৃথিবীর মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে তাহা নহে, তদ্দ্বারা আত্মারও শক্তি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যে সকল ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক, তাহাতে তো আত্মার ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত ও পরলোকের সম্বল সমাহৃত হইবেই, এমন কি, শারীরিক পরিশ্রমে কেবল শরীরই যে বলিষ্ঠ হয় এরূপ নহে, তদ্দ্বারা আত্মাও উপকার লাভ করিয়া থাকে; অলসেরা কেবল যে শারীরিক কষ্ট ভোগ করে, এরূপ নহে, তদ্দ্বারা তাহাদের আত্মাতেও অশুভ ফল উৎপন্ন হয় এবং তাহার ভোগ ইহ লোকে পরিসমাপ্ত না হইলে লোকান্তর পর্য্যন্ত সহগামী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ এখানকার সকল ব্যাপারই আত্মার পুষ্টি সাধনে আনুকূল্য করিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্ যে প্রতি রাত্রিতে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিয়া গ্রহাদির আবিষ্কার ও তৎ সমুদায়ের গতি প্রকৃতির নিরূপণ করিতেছেন, রাসায়নিক পণ্ডিত যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া বস্তু সকলের গুণাদি পরীক্ষা করিতেছেন, ঐতিহাসিক যে নানা দেশ পর্য্যটন ও নানা গ্রন্থের সমালোচন করিয়া মনুষ্য জাতির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছেন, অধিক কি, কৃষক ও বণিক্ যে প্রাণপণে বৎসরে বৎসরে জাতির জন্য অন্ন আহরণ ও পরিবর্দ্ধন করিতেছে, তৎসমুদয় দ্বারা কেবল যে বিদ্যা, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও অচিরস্থায়ী পার্থিব সুখের পরি-

পূরণ হইতেছে,—ইহা দ্বারা সেই সমস্ত ব্যক্তির আত্মাতে কোন প্রকার স্থায়ী ফল উৎপন্ন হইতেছে না এবং তৎসমুদায় কার্য্যের ফলাফলের সহিত লোকান্তরের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা কোন রূপে বিশ্বাস করা যায় না। কোন্ বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা কোন্ আত্মা কি রূপ উপকৃত হইতেছে, তাহা যদিও খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝাইতে না পারা যায়, তথাপি ইহা সপ্রমাণ করিতে কিছুই আয়াস বোধ হইবে না যে, এই সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম দ্বারা আত্মা প্রচুর রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা আত্মা লোকান্তরেরই উপযুক্ত হইতেছে।

কিন্তু যে শরীর, যে ইন্দ্রিয় যে, সংসার ও যে সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠান লোকান্তরগামী আত্মার পুণ্য সঞ্চয়ের হেতুভূত বলিয়া উল্লিখিত হইল, ধর্ম্মনীতির অনুসরণ না করিলে তৎসমুদায়ই আবার বিপরীত ফল উৎপন্ন করে। কি শরীর কি শারীরিক কর্ম্ম উভয় দ্বারা কেবল এই পৃথিবীতে আত্মার চরিত্র নির্ম্মাণে আনুকূল্য হয়; কিন্তু ধর্ম্মনীতি আত্মার সহগামী চরিত্রের একটি মহত্তর উপাদান; তাহার পুষ্টি সাধনের জন্যই ঐ সমুদায় বাহ্য অনুষ্ঠান আবশ্যক। সেই ধর্ম্মনীতি উল্লঙ্ঘন করিলে মনুষ্য যে কি রূপ দুর্গতি ভোগ করে, তাহার বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই অধোলোক পৃথিবীও নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির ভার বহনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। যিনি ঈদৃশ ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিবেন, তিনি মনুষ্যসমাজের ন্যায় দেবসমাজেও যে অমান্য হইয়া থাকিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি অতি কুৎসিৎ বেশে লোকান্তরে উপনীত হইবেন। কেবল ধর্ম্মনীতির বহির্ভূত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, ধর্ম্মনীতির বিধি

সকলও প্রতিপালন করিতে হইবে। অন্যায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করা, আর হৃদয়ের প্রেমে আর্দ্রীভূত হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে পদ নিক্ষেপ করা এক পদার্থ নহে। এক ব্যক্তি কখন কাহারও কিছু মাত্র অপকার করেন না, কিন্তু উপকারও করেন না; ইহাঁকে অধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আর এক ব্যক্তি যেমন ন্যায়পথে অবস্থান করেন—সেই রূপ প্রীতির সহিত অন্যের উপকার সাধনেও অগ্রসর হইয়া থাকেন; সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণই সাক্ষ্য দান করিবে যে ইহার মধ্যে [illegible] শ্রেষ্ঠ। সমুদায় মনুষ্য যেমন তাদৃশ ব্যক্তিকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে, দেবতারাও সেই রূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক জন মিথ্যা কহিবার ভয়ে মৌনী হইয়া রহিলেন, আর এক জন মুক্তকণ্ঠে সত্য কহিতে লাগিলেন, এ উভয়ের ধর্ম্ম সাধনে অনেক তারতম্য আছে। বস্তুতঃ এ রূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, [illegible] ধর্ম্মবিষয়ক নিষেধ সকল প্রতিপালন করিলে আমাকে পর লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয় না। এক দিকে যেমন অবিহিত কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে হইবে, অন্য দিকে সেই রূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান [illegible]

ঈশ্বরকে লাভ করা [illegible] উদ্দেশ্য। যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ [illegible] যায়, তবে যাহা কিছু উল্লিখিত হইল, তাহার কোন অর্থই নাই। হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া পাথেয় সঞ্চয় করিলাম, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এত আয়োজন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হইল না। কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ পূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিয়া মালা প্রস্তুত করিলাম, কিন্তু যাঁহার গলদেশে প্রদান করিতে হইবে, তাঁহার সমীপে গমন করিলাম না। অপ্রেমিক কঠোরমতি লোকে মনে করিতে পারে যে, সেই পুষ্প আপনি ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করিব; এই জন্য উল্লিখিত হইতেছে যে, যাঁহারা এখানে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন [illegible] করিতেছেন, তাঁহারা যদি অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন, যদি বিদ্যাতে বুদ্ধিতে [illegible] উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েন, যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলিত হইয়া রহিল—উত্তাপহীন রক্তের ন্যায় সারহীন হইয়া পড়িল। যদি তাঁহাদের শরীররূপ স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া সেই হীনতা প্রদর্শন করিতে না [illegible], যদিও ইহ লোকে যাবজ্জীবন তাঁহারা [illegible] সচ্ছন্দতা সহকারে কালাতিপাত করিতে [illegible] রেন, তথাপি নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, যে, তাঁহারা সারহীন হইয়া লোকান্তরে প্রবেশ করিবেন এবং সেই হীনতা পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে [illegible] হইতে হইবে, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করা [illegible] প্রশস্ত করা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হওয়া এবং আত্মার আত্মাকে [illegible] রিতে অভ্যাস করা. [illegible] পর লোকের [illegible] হইবে। [illegible] শরীর রক্ষা আবশ্যক, ইহারই জন্য আবশ্যক, ইহারই জন্য [illegible] ইহারই জন্য সাধু [illegible] আবশ্যক, [illegible] ইহারই জন্য ঈশ্বরের [illegible] আবশ্যক।

শিক্ষিতগণ ও ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য।

এক্ষণে বিদ্যালয় সমূহে যে প্রকার শিক্ষা কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে এদেশ অত্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত ও পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতাও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শিক্ষিতদিগের প্রতি যতই গুরুতর কার্য্য সকলের ভার বিন্যস্ত হইতেছে, তাঁহারা সকলেতেই নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া অনেকে সময়ই আক্ষেপ করিতে হয়। সমুদায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, এরূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা দেখিতেছি যে, বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকল আসিয়া ধর্ম্ম সংস্কারে সাধ্যানুসারে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু যত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে কৃতবিদ্য হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, সকলেই কি আপনার ও দেশের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মের প্রতি গৌরববুদ্ধি সহকৃত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন লোক সংসারের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবে, এই জন্য সকলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, ইহা কিছুমাত্র অযথার্থ নহে; কিন্তু তন্নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রতি যে ঔদাস্য অবলম্বন করিতে হয়, তাহার কোন অর্থ নাই।

শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকে যে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আছেন, তাহা [illegible] কারণে নহে। কেহ কেহ বলিয়া [illegible] কোন ধর্ম্মই তাঁহা- দের [illegible] নহে। অনেকে

ধর্ম্মের ন[illegible]ম অত্যন্ত বিবাদাস্পদ দেখিয়া সমা- জের প[illegible]ক্ষিতক ভয়ে ঔদাসীন্য অব- করেন। কেহ কেহ ধর্ম্মের অস্তিত্ব [illegible] লম্বন কার ক[illegible]য়া থাকেন। এই সকল [illegible] ও অস্বী- নেকের নিকট এদেশের ধর্ম্ম [illegible] কারণে অ- আশানুর[illegible]প সাহায্য প্রা[illegible] সংস্কার বিষয়ে না। প্র[illegible]ভূত, অ[illegible]প্ত হওয়া যাইতেছে অযোগ্যা[illegible]রূপ বি[illegible] নেকে আবার এক্ষিণয়ে সে যাহা[illegible]হউ[illegible]ণও উপস্থিত করিয়া দেন। রূপ, অদ[illegible]ক, ইহাঁদিগের সিদ্ধান্ত যে কি যাইতেছে। এক বার তাহার আলোচনা করা

যাঁহারা কোন্ ধর্ম্ম আপনাদের উন্নত মনের উপযোগী বলিয়া বোধ করেন না, তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা ঔদাসীন্যের পরিবর্ত্তে যথার্থ ধর্ম্মের আবিষ্কার ও প্রচার করিতে যত্নবান্ হয়েন। তাঁহাদের অন্তরে যদি কোন উন্নত ভাব উপজাত হইয়া থাকে, তাহা প্রাপ্ত হইলে জনসমাজ অত্যন্ত উপকৃত ও তাঁহাদের জীবন ধারণও সার্থক হইবে; অতএব সেই উন্নত ভাব সর্ব্বত্র প্রচার ও তদনুযায়ী আচরণই তাঁহাদের উচিত; অন্ততঃ যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া আছেন, জগতের মঙ্গলের জন্য উপদেশ ও পরামর্শ প্র[illegible]ত দ্বারা তাঁহাদের সহকারিতা করেন। যদি ইহার কিছুই দৃষ্ট না হয়, তাহা হ[illegible]ন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা রোগবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যিনি বিশ্বাস করেন যে, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবাস্পদ পদার্থ অথচ অদ্যাপি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কোন ধর্ম্ম দেখিতে পান না, তিনি কখনই ঔদাস্য সহকারে কাল ক্ষেপ করিতে পারেন না। ধর্ম্মের কথা কি, গালিলিয় যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যা- বিষয়ক এবটি সত্য—পৃথিবীর গতি উপলব্ধি করিলেন, খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবআচারী অ[illegible]ানক অত্যাচারের মধ্যে অব-

স্থান করিয়াও তাহা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত
[illegible] কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তথাপি
হইয়া [illegible]কিতে পারিলেন না। ক[illegible] এক মাস
কাল্ত থ[illegible] বিচারকর্ত্তাদিগের স[illegible] মুখে আ-
পরে যখন [illegible] এবং তাড়না ভ[illegible]য় মনের
নীত হইলেন [illegible]ত না পারিয়া, বিচার-
ধৈর্য্য রক্ষা করিতে [illegible]নুসারে জানু পাতিয়া
কর্ত্তাদিগের আদেশ অ[illegible] স্বীকার করিলেন,
এক বার পৃথিবীর গতি অ[illegible]নি আসিয়া
তখন তাঁহার মনে দুর্ব্বিষহ ম[illegible]র শীতল
উপস্থিত হইল, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে[illegible]ন ঘৃণা ও
শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায়
রোষের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া, [illegible]বার উপর
বিপদে পড়িবেন জানিয়াও, পৃথি[illegible]লেন "ইহা
পদাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহি[illegible] জ্যোতি-
এখনও চলিতেছে।" দেখ, একটি [illegible] ভাবান্বিত
র্বিদ্যাবিষয়ক সত্য মনকে কি রূপ [illegible]র্শ যাঁহার
করিয়াছিল। ধর্ম্মের উন্নত আদ[illegible] ঔদাসীন্য
অন্তরে সমুদিত হইবে, তিনি কি [illegible] পারেন?
অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে [illegible] মনোনীত
এই জন্য বলিতেছি, কোন ধর্ম্ম [illegible]সা জন্মে,
[illegible] প্রতি যে শ্রদ্ধা [illegible] কি বল,
তাহা রোগবিশেষ ব্যক্তি আর [illegible]
পাইতে পারে?

যাঁহারা সমাজের শান্তি ভঙ্গ [illegible] ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া আছেন, তাঁ[illegible] বিষয় ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। তাঁহা[illegible] যেখানে শান্তি আছে বলিয়া ভাবিতেছেন[illegible] বাস্তবিক সেখানে শান্তি নাই। বাস্তবিকই ভারত বর্ষে ধর্ম্ম বিষয়ে বিষম অশান্তি উপস্থি[illegible]ত হইয়াছে। উদাহরণ স্থলে আমাদের হিন্দু সমাজকেই উপস্থিত করিলাম—ধর্ম্ম বিষয়ে কি শান্তি আছে, তাহা প্রদর্শন কর। আমরা শিক্ষিত দলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, [illegible]হারা নিজে বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচার ব্যবহারের মধ্যে কি রূপ শান্তি ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের ঘৃণাপূর্ণ অন্তঃকরণের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া পৌত্তলিক সমাজ কি রূপ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন? শিক্ষিত স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি স্ত্রীর অর্থশূন্য অনুষ্ঠান-প্রণালীতে কি রূপ শান্তি পাইতেছেন? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে বিভিন্নমত স্বামীকে লইয়া কি রূপ শান্তি ভোগ করিতেছেন? পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি স্বকীয় ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত পুত্রের আন্তরিক অশ্রদ্ধা অনুভব করিয়া কি রূপ শান্তি ভোগ করেন? পুত্রকেও জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বা তখন কি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন? পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বিশ্বাসশূন্য যজমানের কর্ম্মানুষ্ঠান কালে কি রূপ শান্তি ভোগ করিয়া থাকেন? এবং যজমানকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি পুরোহিতের সারশূন্য আদেশ সকল প্রতিপালনের সময় কি রূপ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? শান্তির চিহ্ন কি? বৃদ্ধের সহিত যুবার মিল নাই, স্ত্রীর সহিত স্বামীর মিল নাই, পিতার সহিত পুত্রের মিল নাই। ইহা কি শান্তির চিহ্ন? পিতা পুত্র ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতেছেন; পুত্র পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিপন্ন হইতেছে। যাহাতে শ্রদ্ধা নাই, তাহাতেও আপনাকে শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া ভান ও কষ্ট সৃষ্টে মনের ভাব সম্বরণ করিতে হইবে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা অকর্ত্তব্যের ন্যায় ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা কি শান্তির চিহ্ন? যে সকল সংবাদ পত্র হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তাহাকে কি হিন্দুসমাজের শান্তির প্রমাণ [illegible] সম্প্রতি [illegible] ধর্ম্মাবলম্বন লইয়া যে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া গেল, তাহা কি হিন্দুসমাজের শান্তির পরিচয় দিতেছে? শিক্ষিতদলকে কত স্থানে কত প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়, তাহা

কি শান্তির চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে? বস্তুতঃ অশান্তি ঘুণকীটের ন্যায় হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার অন্তঃসার চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; ঘুণধৃত কাষ্ঠ খণ্ড বাহিরে অখণ্ড আছে দেখিয়া যিনি প্রতারিত হইবেন, কালে সেই কাষ্ঠ চূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে বিলাপ করিতে হইবে। যিনি যতই যুক্তিপ্রযুক্তি সহকারে ধর্ম্মসংস্কারের অনাবশ্যকতা সপ্রমাণ করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকুন, সে সিদ্ধান্ত কেবল তাঁহার চিন্তাগত বিষয়; কার্য্যতঃ সে সিদ্ধান্তের বিপরীত ফল ফলিতেছে; কালে তাহার বিষময় পরিণাম উপস্থিত হইবে। রোগী ব্যক্তির বিরাগ ভয়ে তাহাকে ঔষধ প্রদানে বিরত হইলে যে ফল উৎপন্ন হয়, শান্তি ভঙ্গ ভয়ে ধর্ম্মোন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হইলে সেই রূপ শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইবে। যখন ধর্ম্মের হীন দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই হীনতা যখন অধিকাংশ লোকেই অনুভব করিতেছেন,তখনই শান্তি ভঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার প্রতিকারের জন্য ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনই একমাত্র উপায়। যাঁহারা সমাজের শান্তি ভঙ্গ ভয়ে সেই ধর্ম্মের প্রতি ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া আছেন; তাঁহারা তবে কি রূপ যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, বলিতে পারা যায় না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেহ কেহ ধর্ম্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন অর্থাৎ ঈশ্বর পরলোক ও ঈশ্বরের নিকট আপনার দায়িত্ব এই তিনটির প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস নাই; কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অত্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন; এমন কি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের পবিত্র আচরণের [illegible]

তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা ও হিতৈষণা জগতের বহুতর মঙ্গল সাধন করিতেছে। যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা সরল ভাবেই সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ অধার্ম্মিক বলা যায় না, প্রত্যুতঃ অনেক ধর্ম্মবাদী অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া অসংকোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তথাপি এস্থলে একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। তাঁহারা যদি ধর্ম্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তবে কোন্ ভাবের বশম্বদ হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সমাদর করিতেছেন? উন্নত শিক্ষা প্রভাবে আপনার প্রতি তাঁহাদের যে সম্মানবোধ জন্মিয়াছে, হয় তাহারই, নয় অন্যপ্রকার দূরদর্শিনী স্বার্থবুদ্ধির অনুরোধে তাঁহারা সৎকর্ম্ম সাধনে অগ্রসর ও অসৎ কর্ম্ম করিতে লজ্জিত হইয়া থাকেন। ইহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধুতা অত্যন্ত ক্ষীণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আছে। অবস্থা বিশেষে যদি এরূপ ঘটে যে, ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘন না করিলে সম্মান ও স্বার্থ রক্ষা পায় না, তখন কি তাঁহারা সাধুতা রক্ষণে স্থির থাকিতে পারিবেন? বস্তুতঃ এরূপ অবস্থায় অনেকেরই পতনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, যখন ইহাঁদিগের মনে সংশয় বা অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে এবং সরলতার অনুরোধে তাহা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, তখন তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তনে যত্ন করা ব্যতীত আর কিছু করা যাইতে পারে না।

শিক্ষিতদিগের মধ্যে আর এক প্রকার লোক আছেন, যদিও তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প, তথাপি এস্থলে তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত

উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। তাঁহারা ভাবেন, ধর্ম্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি ও এতদ্রূপ অন্যান্য হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে দেশের যত উপকার হইবে, ধর্ম্মসংস্কারে সে রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাঁদিগের সিদ্ধান্ত অতীব অকিঞ্চিৎকর। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে জনসমাজের উন্নতি সাধন করিতে যাওয়া আর কর্ণ ব্যতিরেকে সমুদ্রে পোত চালন করা উভয়ই তুল্য ফলের প্রসূতি। ধর্ম্মই সমাজের পত্তন ভূমি, ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন এবং ধর্ম্মই সমাজের জীবন; ধর্ম্মের উন্নতির উপরেই আর সকল উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কোথায় বা নীতি, কোথায় বা সদাচার, কোথায় বা পিতৃমাতৃভক্তি, কোথায় বা দাম্পত্য ধর্ম্ম, কোথায় বা দেশানুরাগ থাকে। ঈশ্বর পর লোক ও ঈশ্বরের নিকট আপনার দায়িত্ব এই তিনটির প্রতি বিশ্বাসই ধর্ম্মের আত্মা। আমরা কোন যুক্তিতেই বুঝিতে পারি না যে, সেই বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণ ব্যতিরেকে জনসমাজ কোন্ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিরুপদ্রবে সমুদায় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবে। ইহা অপেক্ষা কৌতুকাবহ প্রশ্ন আর কি আছে যে, নিয়ন্তার প্রতি শ্রদ্ধা আবশ্যক নাই, অথচ নিয়ম পালিতে হইবে, শাসন কর্ত্তাকে সম্মান করিবার উপদেশ দিতে হইবে না, অথচ শাসন সকল মান্য করাইতে হইবে, ঈশ্বরের নিকট কি রূপ দায়ী, তাহা আলোচনা করিতে হইবে না, অথচ দায়িত্বজ্ঞানোচিত কার্য্য সকল করাইতে হইবে।—পুস্তকের পত্র সকল উড়িয়া না যায়, এই জন্য একত্র গাঁথিয়া রাখিতে হইবে, কিন্তু সূত্র দেওয়া হইবে না। কোন ইতিহাসেই এ রূপ জনসমাজের বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় না যে, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যুত ধর্ম্মের দুরবস্থা নিবন্ধনই আর সমুদায় বিষয়ে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এই রূপ ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তই যথাতথা দৃষ্টিগোচর হয়।

আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে শিক্ষিত দলের মধ্যে গণ্য করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। তাঁহাদের মত ও উদ্দেশ্যের কোন স্থিরতা নাই, তাঁহারা অহোরাত্র পবিত্র ধর্ম্ম-নীতিকে পদতলে দলিত করিতেছেন। ইহাঁরা আপনার ও জনসমাজের যে রূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, এমন আর কেহই নহে। লোক ভয় ও রাজদণ্ড এই দুইটি মাত্র তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবন্ধক; কিন্তু এ দেশের সকল জাতীয় সমাজই এ রূপ দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, সমাজস্থ লোকদিগের স্বেচ্ছাচার নিবারণ করিবার সামর্থ্য আর কিছুই নাই। বলিতে কি, অনেকের মুখে এই রূপ কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যাহা ইচ্ছা কর, কেবল মুখে সামাজিক ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে। বস্তুতঃ এই রূপে লৌকিকতা রক্ষা করাই আমাদের হিন্দু সমাজের যেখানে সেখানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সমাজের ত এই রূপ অবস্থা। রাজনিয়মের অধিকার স্বভাবতঃ অতি সংকীর্ণ; কতকগুলি সাধারণ নিয়ম রক্ষা করিলেই আর সমুদায় স্বেচ্ছাচার অবাধে সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ করিয়া স্বেচ্ছাচার করিতে চান, তাঁহাদের পথ অতীব প্রশস্ত হইয়া আছে। সচরাচর এই রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, প্রথমেই তাঁহাদের বাক্য ও চিন্তার সহিত চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া যায়; তৎপরে, তাঁহারা যে সকল পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের চরিত্রেও সেই পাপাচার [illegible]

সংক্রামিত হয়, এবং তাঁহাদের কুৎসিত দৃষ্টান্ত নানা স্থানে অনুকৃত হইতে থাকে। ইহা কেবল ধর্ম্মসংস্কারের অন্তরায় নহে; ইহা দ্বারা বিদ্যা শিক্ষার প্রতিও লোকের ঘৃণা উৎপন্ন হইতেছে। অশিক্ষিত ইতর লোকদিগের মধ্যে ঐ সকল দোষ ভুরি পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত ইহার অনেক প্রভেদ আছে—এক জন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন যে, পঙ্কের মলিনতা লইয়া কেহই আন্দোলন করে না; কিন্তু চন্দ্রের অত্যল্প কলঙ্ক লইয়া কতই কোলাহল সমুত্থিত হয়। ইহাঁদিগকে প্রবোধিত করিবার কোন বাক্যই নাই; যাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে, তাঁহারা তাদৃশ উপদেশ রাশি রাশি পাঠ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে সচরাচর ধর্ম্মবুদ্ধি অথবা স্বার্থবুদ্ধির বশম্বদ হইয়া চলিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাদের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও স্বার্থ উভয়েই জলাঞ্জলি দিয়া এক দিকে স্বেচ্ছাচার ও অন্যদিকে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করিতেছেন।

ধর্ম্মের প্রতি উক্ত রূপ ঔদাস্য দর্শন করিয়া যেমন বিস্মিত তেমনি দুঃখিত হইতে হয়। কিন্তু সেই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ প্রায়ই অরণ্যে রোদন হইয়া উঠে। শিক্ষিতগণই শ্রীভ্রষ্ট ভারততরুকের পুষ্পস্বরূপ; আমাদের আশা এই যে, সেই পুষ্প হইতে যে সকল ফল উৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারাই আমাদের দারিদ্র্য-দুঃখের অপনোদন হইতে থাকিবে; কিন্তু ধর্ম্মোদাস্যরূপ কীট তাহার সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে, ইহা স্মরণ করিতেও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। ধর্ম্ম ও বিদ্যা পরস্পর [illegible] করে; পরস্পর বিচ্ছিন্ন [illegible] এবং সেই [illegible] পর [illegible] [illegible] উঠে। [illegible]

ব্রাহ্মগণের প্রতিও একটি বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে;—ব্রাহ্মগণের সমাজ যাহাতে সুশিক্ষিতগণের প্রবেশযোগ্য হয়, তাহাতে তাঁহারা যেন অনবধানতা বা ঔদাস্য না করেন; যদি তাঁহাদের দোষে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুশিক্ষিতগণের অরুচি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আরও দুঃখের বিষয় হইবে।

মান্দাড়া ব্রাহ্মসমাজ।

নিম্নে যে মান্দাড়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক বিবরণের কিয়দংশ এবং কোন নবোৎসাহপূর্ণ উপাসকের পঠিত কএকটি পদ্য প্রকটিত হইতেছে, তাহাতেই সকলে উক্ত সমাজের বৃত্তান্ত ও উৎসাহ অবগত হইতে পারিবেন। আমাদিগকে আর কিছু বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

"১৭৯১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে এই মান্দাড়া গ্রামে, কলিকাতার সন্নিহিত চাকুন্নিয়া গ্রামের ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রযত্নে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকোল নিবাসী পরম ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দেব মহোদয়ের, এবং ইলছাটী নিবাসী পুণ্যাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু গোসাঞীদাস সিংহ রায় মহাত্মার উৎসাহে এই ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যেক মাসের ত্রয়োদশ দিবসে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উপাসনা কার্য্য হইয়া আসিতেছে। পরে চৈত্র মাসের ত্রয়োদশ দিবসে সিংহুর নিবাসী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ আচার্য্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সমাজের যে কিপর্য্যন্ত শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। পরে ১৭৯২ শকের বিগত ১৩ ই বৈশাখে ধনটিকরি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মানগোবিন্দ আচার্য্য ও আমি উভয়ে এই বিমল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। অদ্য সমাজের জন্ম দিবস উপলক্ষে আমরা সকল ভ্রাতায় সমবেত হইয়া মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

"কি আর দেখাও ভয় আমারে সকলে,
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়;
[illegible] আমি [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

বলুক আমারে এতে যা ইচ্ছা যাহার,
বাতুল মাতাল কিম্বা বোধহীন শিশু।
হায় রে কে আছে লোক ধরায় এমন!
দমিতে পারয়ে মোরে দেখাইয়া ভয়,
করাল কালের ভয় না করি কখন,
অচল অটল মোর নির্ভয় হৃদয়।
অবনী নিবাসী নরে মন্ত্রণা করিয়া,
আমার বিপক্ষে সবে করুক উত্থান।
কি ভয় আমার তাহে, ভ্রমিব বলিয়া
'একমেব অদ্বিতীয়ং' সুমধুর গান।
যদ্যপি ভূপতি এতে হয়ে রুদ্ধ মতি,
করেন স্বদেশ হতে মোরে নির্ব্বাসন।
করিব সন্তুষ্ট চিত্তে বিদেশেতে গতি;
বিভু গুণ গান করি যাপিব জীবন।
স্বগ্রাম নিবাসী কিম্বা যত আত্মচয়,
যদি হন মোর প্রতি রোষপরবশ;
তাহাতে কি হয় মোর সভয় হৃদয়?
অখিল সনেতে আমি যাপিব দিবস।
সহোদর সহোদরা জনক জননী,
কোপ ভরে যদি মোরে বিধর্ম্মী বলিয়া
করেন বর্জ্জন, তাহে বিপদ না গণি,
ভ্রমিব বিভুর গুণ সঙ্গীত করিয়া।
প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধু যেই জন,
যদি হয় তাঁর মনে ক্রোধ সমুদিত;
তবু নাহি হবে মোর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন;
হই হব এতে বন্ধু-প্রণয়ে বঞ্চিত।
এ দেহ শতধা যদি কর গো অসিতে,
তবু নাহি হব আমি তিলেক কাতর।
নারিব ও কথা কভু মুখেতে আনিতে,
বিশ্বাসের বিপরীত না দিব উত্তর।
অভ্রভেদী হিমাচল অতি উচ্চতর,
তাতে গলে যদি মোর করিয়া বন্ধন,
তথা হতে ফেলি দেও ভূমির উপর,
তথাপি না হবে মোর বিচলিত মন।
সুমস্তপ্ত লৌহখণ্ড যদ্যপি আনিয়া,
সকল শরীরে মোর কর সংলগন।
রহিব অখিল সনে সকল সহিয়া,
প্রাণ ভয়ে ধর্ম্ম-ছাড়া হব না কখন।
কুণ্ড মধ্যে প্রজ্বলিত করি হুতাশন,
ভস্মীভূত কর যদি এ দেহ আমার;
তথাপি না হবে মোর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,
না করিব কভু আমি অসত্য স্বীকার।
অগাধ সলিল যুক্ত যেই পারাবার।
যদ্যপি আমারে কর তাহাতে নিক্ষেপ,
অটল অচল প্রায় হৃদয় আমার;
তবু না করিব তাহে তিলেক আক্ষেপ।
অথবা দংশন দ্বারা কর উৎপাটন,
যদ্যপি আমার এই নয়নযুগল;
সন্তোষ আরোহে তাহা করিব সহন,
তিলেক না হবে তাহে হৃদয় বিকল।
দৈত্যকুলচূড়ামণি [illegible] কুমার,
পরম ধার্ম্মিকবর প্রহ্লাদ যেমন
সহিল অশেষ কষ্ট যাতনা অপার।
হায় রে কেবল এক ধর্ম্মের কারণ।
সেই রূপ জেন আমি ধর্ম্মের কারণ,
সহিতে প্রস্তুত আছি যাতনা প্রচুর।
না হবে কিছুতে মোর ব্যাকুলিত মন,
করিবেন বিভু মোর সব দুঃখ দূর।
সারহীন জানি এই নিখিল সংসার,
করিয়াছি প্রাণ মন ব্রহ্মেতে অর্পণ।
নরেতে কি পারে বল করিতে তাহার,
যে লয়েছে মন-প্রাণে বিভুর স্মরণ।"

অনুষ্ঠান।

২৬ বৈশাখ মেদিনীপুর প্রদেশের চমকা গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র নাগ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় পুত্রের জাত কর্ম্ম ও তদুপলক্ষে দরিদ্রদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ আষাঢ় রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবে।

আগামী ৯ আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৮ ঘটার সময়ে ভবানীপুর অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। [illegible] ১২২৭। [illegible]

যথা হি 'অন্যস্য' 'পরিবাদং' পরদোষকথনং শ্রুত্বা 'সাধুঃ' 'পরিতপ্যতে' দুঃখমনুভবতি। তথা পরি-বাদং অন্যস্য কৃত্বা তুষ্টিং ব্রজতি দুর্জ্জনঃ।১

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন; দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।১

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না; কেন না মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করেন; এই জন্য তিনি কাহারও সদ্‌গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন; তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি আহ্লাদের সহিত কাহারও দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন, এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান; সেই রূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে; তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে।১

৯৭

বিপত্তিষব্যথোদক্ষোনিত্যমুত্থানবান্নরঃ।
অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি।২

যঃ 'বিপত্তিষু' 'অব্যথঃ' ব্যথারহিতঃ 'দক্ষঃ' কুশলঃ 'নিত্যং' সদা 'উত্থানবান্' উদ্যোগী 'নরঃ'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদরহিতঃ 'বিনীতাত্মা' বিনীতস্বভাবঃ সঃ 'নিত্যং' 'ভদ্রাণি' কুশলানি 'পশ্যতি'।২

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ-রহিত ও বিনীতস্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।২

[illegible] সেই ব্যক্তি [illegible] বিপৎকালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে। অতএব যোদ্ধারা যেমন সংকটসংকুল যুদ্ধক্ষেত্রে অব্যাকুল চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি শিক্ষা করে, সেই রূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে থাকিবে। তাহা হইলে যতই বিপদ উপস্থিত হউক, একবারে হতবুদ্ধি হইতে পারিবে না। ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়াছেন, দিন দিন তাহার বৃদ্ধি করিয়া অধিকাধিক দক্ষতা উপার্জ্জন করিতে থাকিবে। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিয়ত উদ্যমশীল থাকিবে। মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তুমি একটী পদও নিক্ষেপ করিতে পার না; শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব তাঁহাকে সকলের মূল জানিয়া অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে।২

৯৮

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টারাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।৩

'বহবঃ' 'রাজানঃ' 'অবিনয়াৎ' অবিনয়দোষাৎ 'সপরিচ্ছদাঃ' অশ্বরথাদিপরিচ্ছদযুক্তা অপি 'নষ্টাঃ' প্রাণেভ্যোবিযুক্তাঃ। কিন্তু 'বনস্থাঃ অপি' [illegible] 'বিনয়াৎ' 'রাজ্যানি' রাজ্যানি 'প্রতিপেদিরে' প্রাপ্তবন্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ বিনয়িনা ভাব্যম্ [illegible]।৩

অবিনয়-দোষে অশ্ব রথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয়-গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন।৩

বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়, যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্‌গুণ প্রদান করিবেন, এবং বাহিরে

নাই, তিনি এক বারেই উপাসনাতে পরাঙ্মুখ হন। তিনি ভাবিতে পারেন যে, ঈশ্বর সমুদায়ই অবশ্যম্ভাবী কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি আর নূতন সাহায্য করেন না; প্রত্যুত: নূতন সাহায্য ও পূর্ণতা পরস্পর বিরোধী। অতএব ঈশ্বর-পরায়ণ যাবতীয় সাধু কোথা হইতে ঈশ্বরের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিলেন; আজি এক বার তাহারই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

এক বার ঈশ্বরের মুক্ত স্বভাব আলোচনা কর। মানিলাম, তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর স্বয়ংও কি সেই শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছেন? যে আদি কারণ হইতে কার্য্যকারণপ্রবাহ আবহমান হইতেছে, তিনি ইহার ঊর্দ্ধ ভাগে অবস্থান করিতেছেন। এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খল তাঁহার এক হস্তে বিধৃত হইয়া লম্বমান রহিয়াছে, আর তাঁহার সহস্র হস্ত প্রতিনিয়ত নব নব লীলা প্রকটিত করিতেছে। তিনি পূর্ণ পুরুষ, ইহাতে কে সন্দেহ করিবে? কিন্তু সেই পূর্ণতা বদ্ধ ভাব নহে, সম্পূর্ণ মুক্ত ভাব; বন্ধন পূর্ণতার বিপরীত ভাব। তিনি এখনও কর্ম্ম করিতেছেন—নূতন নূতন কর্ম্ম করিতেছেন; তাঁহার এই কর্ম্মশীলতা অপূর্ণতার লক্ষণ নহে; তিনি জীবিত ঈশ্বর, ইহা তাহারই লক্ষণ। সেই পূর্ণ পুরুষের কোন অভাবই নাই, কিন্তু আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া আছেন। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিত্য নিয়মে সমুদায় চলিতেছে, ইহা ভাবিয়া যেন আমাদের মোহ উৎপন্ন না হয়; নিয়ম শব্দের অর্থ যদি কেবল জড় জগতের বদ্ধ নিয়ম না হয়, তাহা হইলে অসংকোচে বলিতেছি যে, ঈশ্বরের নূতন নূতন সাহায্য দান নিয়মের বহির্ভূত নহে। জড় জগতে বদ্ধ ভাব, জড় জগতের নিয়মও বদ্ধ নিয়ম; আত্মা স্বাধীন, তাহাকে প্রতিপালন করিবার নিয়মও স্বতন্ত্র।

অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব অবধারণ করিতে গিয়া বুদ্ধি অভিভূত হয়, "প্রখর বুদ্ধি ... এক বার না পেয়ে আসে ফিরে।" অতএব ... হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর। ঈশ্বর সকল বিষয় আমাদের বিবেচনার অপেক্ষী করিয়া রাখেন নাই। কোন্ সময়ে শরীরে রক্তের অভাব হয়, যদি তাহা বিবেচনা করিয়া প্রতিদিন অন্ন পান গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর ক্ষুধা ও তৃষ্ণারূপ স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। এই রূপ আমাদের হৃদয়েও কতকগুলি সংস্কার নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; বুদ্ধিবৃত্তি কর্ত্তব্য নিরূপণে সংকুচিত হইলেও শত সহস্র বার কেবল সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশম্বদ হইয়া আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। অনেক সময়ে বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ চাতুরী সহকারে আত্মার স্বাভাবিক ভাবও স্পন্দহীন করিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু জীবনের মধ্যে এমন এক একটি অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তখন আর আর সমুদায় কৃত্রিম সিদ্ধান্ত তিরোহিত হইয়া যায় ও আত্মার স্বাভাবিক ভাব স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এক ব্যক্তি বহুরূপী সাজিয়া নানা দেশের ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিত; সে বাস্তবিক কোন্ দেশের লোক, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিত না; সময়ক্রমে এক ব্যক্তি তাহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সহসা তাহাকে তীব্ররূপ চপেটাঘাত করিবামাত্র সে ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও হতচাতুরি হইয়া এক বারেই মাতৃভাষায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল। আত্মাও এই রূপ অনেক সময় কৃত্রিম ভাবে আপনাকে আবৃত করিয়া

ভ্রমণ করে এবং যখন সহসা সাংঘাতিক আঘাতে ধৈর্য্যচ্যুত হয়, তখন বিনা চেষ্টায় আপনা হইতে আপনার মাতৃভাষায় ক্রন্দন করিতে থাকে। মনুষ্য যখন সকল দিকেই নিরুপায় দেখে, তখন হৃদয়[illegible]র স্বাভাবিক সংস্কারের [illegible] হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই পিতৃহীন যুবাকে জিজ্ঞাসা কর, যখন ইহাঁর পিতা অসময়ে ইহাঁর বাল্যকোমল মস্তকে দুর্ব্বহ সংসারভার নিক্ষেপ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন, তখন ইনি গল-দশ্রুলোচনে ঊর্দ্ধ মুখে কাহার সাহায্য চাহিতেছিলেন। ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, ইনি নিরন্ন, নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া কাহার সাহায্য অনুসন্ধান করিতেছেন। ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি পৃথিবী হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া কাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া লোকান্তরে চলিলেন। বাহিরের দৃষ্টান্ত আবশ্যক কি, আপনারা আপন আপন জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখুন এবং সরল ভাবে বলুন, তাঁহার নিকট সাহায্য না চাহিয়া আপনারা কত ক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন?

হৃদয়ের এই শিক্ষানিরপেক্ষ সংস্কার কেবল আমাতেই নয়, কেবল তোমাতেও নয়; মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে এই সংস্কার বিদ্যমান আছে। বর্ব্বর অবধি সভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকলেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সেই চিরন্তন [illegible] চিরন্তন মাতার সাহায্য ভিক্ষা [illegible] নিকটে এই স্বাভাবিক সংস্কার সামান্য প্রমাণ নহে, কেন [illegible] একটি স্বাভাবিক প্রত্যয় ও [illegible] তাঁহার প্রকাণ্ড বিজ্ঞান শাস্ত্রের পত্তন ভূমি এবং ইহা বিজ্ঞানচাতুরীপরিশূন্য কৃষকের নিকটেও সামান্য কার্য্যকারী নহে, কেন না উহাই তাহার ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান নেতা। যিনি [illegible] তাহার বিষয় দিয়াছেন, যি[illegible] ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়া তাহার [illegible] দিয়াছেন, যিনি নানাবিধ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহার বিষয় দিয়াছেন, তিনি হৃদয়ের স্বভাব-জাত কামনা কখনই নির্ব্বিষয় করেন নাই। হা! তিনি কি এই দুর্ব্বল আত্মাকে ঘটনা-স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিয়া উদাসীন হইয়া আছেন? আমার এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করিতে আমার কিছুই সামর্থ্য নাই, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কি আর উপায় নাই? আমি অবস্থাবৈগুণ্যে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি, হে দয়ালু মনুষ্য! তোমার নিকট সাহায্য চাহিতেছি, তুমি কি এই বলিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিবে যে, তুমি যেমন কর্ম্ম করিবে, সেই রূপ ফল পাইবে, আর তোমাকে সাহায্য দেওয়া যাইতে পারিবে না? হে মনুষ্য তুমি যদি ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে না পার, তুমি যদি এক বিন্দু দয়া পাইয়া সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রস্তুত আছ, যদি তোমার চক্ষু দীন হীন মনুষ্যকে উপেক্ষা করিতে পারে না, তবে তোমার পিতা—তোমার চিরন্তন মাতা—পূর্ণমঙ্গল সর্ব্বদর্শীর চক্ষুর সমক্ষে, হে দুর্ব্বল মনুষ্য তুমি কি উপেক্ষিত হইয়া বাস করিতেছ? তোমার ক্ষীণ শক্তি ব্যতিরেকে এই মর্ত্ত্য লোকে তোমার কি আর কোন উপায় নাই? কখন নিরাশ হইও না, ঈশ্বর মুক্ত হস্তে নব নব সাহায্য বিতরণ করিতেছেন, তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন, যদি সরল ভাবে তাহা নিঃশেষিত কর, যদি [illegible] কিছুই গোপন করিয়া না রাখ, [illegible] আবার তোমাকে অবশ্যই নূতন শক্তি প্রদান করিবেন।

এই [illegible] আজি আমরা তাঁহার উপাসনা করিতেছি। বর্ত্তমান বর্ষ আমাদের নিকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর ব্যতিরেকে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারিব না। এই উপাসনার আর একটি মহৎ অর্থ আছে—এই উপাসনা নব বর্ষে অবগাহন করিবার মঙ্গলাচরণ। যাঁহারা এক খানি পত্র লিখিবার সময়েও ঈশ্বরের নাম বিস্মৃত হইতে পারেন না, যাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যের প্রথমেই ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারাই এই উপাসনার গৌরব ইঙ্গিত মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন।

হে জীবন-সহায়! আমরা যেন আত্ম-দোষে তোমার করুণা ভোগে বঞ্চিত না হই। আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। তোমার প্রসাদে স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, আমাদিগকে ধর্ম্মাচরণে বল দাও; আমরা দুর্ব্বল, আমাদিগকে সাহায্য কর। সম্পদের সময়ে তুমি আমাদিগের নেতা হও, বিপদের সময়ে আমাদিগকে সান্ত্বনা দাও। দুর্ঘটনা হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখ। এই নববর্ষীয় জীবনের সমুদায় অংশ যেন তোমার সহিত সংযুক্ত হয়। তোমার উদার প্রেম আমাদের হৃদয়ের নিকট প্রকাশিত রাখ, আমাদের সংকীর্ণ হৃদয় সংশোধিত হউক। এই নব বর্ষ তোমার মহিমা মহীয়ান্ করুক। জড় রাজ্যে তোমার ইচ্ছা যেমন অবাধে সম্পন্ন হইতেছে, মনুষ্যের মধ্যেও তোমার সংকল্প সেই রূপ অবাধে সিদ্ধ হউক। আমাদিগকে তোমার অনুগত কর। আমরা [illegible] তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমাদিগকে আশীর্বাদ কর।

[illegible]

আত্মদর্শন।

উপক্রমণিকা।

সমুদায় জড় রাজ্য সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম—স্বর্ণ রৌপ্য অক্‌সিজন প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ কেবল একই প্রকার পরমাণুর সমষ্টি—জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন নহে; তৎসমুদায় আদিম অথবা সূক্ষ্ম ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। এ দেশের দার্শনিকগণ অদৃশ্য ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মাত্র আদিম ভূত বলিয়া জানিতেন এবং দৃশ্যমান এই জল বায়ু প্রভৃতির প্রত্যেককে পঞ্চীকৃত ও স্থূল ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অধুনাতন পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে এ পর্য্যন্ত ছয়-টিটি পদার্থ আদিম ভূত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যেমন ক খ গ প্রভৃতি কএকটি বর্ণ সমুদায় শব্দের মূল, যেমন এক অবধি নয় পর্য্যন্ত কএকটি সংখ্যা শত সহস্র প্রভৃতি সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার মূল, সেই রূপ ঐ আদিম ভূতগণই এই প্রকাণ্ড জড় জগতের উপাদান। দ্বিতীয়—ঐ সমস্ত আদিম ভূত ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই পরম শিল্পীর আশ্চর্য্য কৌশলে দুই, তিন অথবা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় সংযুক্ত হইয়া জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই সমস্ত পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে কত প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকটিত করিতেছে। তৃতীয়—উক্ত উভয় প্রকার ভূতের মধ্যে যে সকল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বারা তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ রাজ্য নির্মিত হইয়াছে; কিন্তু উদ্ভিদ পদার্থে এমন একটি অতিরিক্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা কি জড় কি

যৌগিক পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার পদার্থেই দৃষ্টিগোচর হয় না; সেই ভাবটি প্রাণ শব্দে উল্লিখিত হয়। চতুর্থ—পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব রাজ্য। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সৃষ্টির যাবতীয় গুণই এই জীব রাজ্যে একত্রেত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন এমন একটি অতিরিক্ত ভাবও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা রূঢ় পদার্থেও নাই, যৌগিক পদার্থেও নাই এবং উদ্ভিদ্ পদার্থেও নাই; এই ভাবটি মন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক। এই সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত, প্রাণময় উদ্ভিদ্ রাজ্য ও মনোময় জীব রাজ্য অলঙ্ঘনীয় কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমেশ্বরের প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। এই সমুদায় সৃষ্টির যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, উক্ত প্রকার বদ্ধ ভাবই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। আদিম সূক্ষ্ম ভূত সকল যে পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল ভূতে পরিণত হইতেছে, স্থূল ভূত সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভাবে যে অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে, উদ্ভিদ্‌গণ প্রাণহীন ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াও যে প্রাণনক্রিয়া এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম জীব রাজ্য দর্শন শ্রবণ ভয় লোভ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছে, তাহার কুত্রাপি স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্বশক্তি উপলব্ধ হয় না। এই সমুদায় সৃষ্টি যন্ত্র, ঈশ্বর ইহার যন্ত্রী, ঈশ্বরের গূঢ়-মঙ্গল-ভাব-পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় শাসনে এই যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। মনুষ্যের শরীরে উক্ত চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির যাবতীয় গুণই লক্ষিত হইয়া থাকে। জল বায়ু প্রভৃতির মধ্যে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, মনুষ্যের শরীর তদ্দ্বারা নির্ম্মিত; উদ্ভিদের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণনক্রিয়া সকল তাহাকে পোষণ করিতেছে; এবং পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার যন্ত্র সকল তাহাতে সংযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই অংশে মনুষ্য যন্ত্র ও ঈশ্বর তাহার যন্ত্রী।

মনুষ্যের আর এক অংশ আত্মা, তাহা অন্যবিধ পদার্থ, সুতরাং ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধও অন্যবিধ। চন্দ্র সূর্য্য, তরু লতা ও পশু পক্ষী যে রূপ নিয়মে কার্য্য করিতেছে, আত্মা সে রূপ বদ্ধ নিয়মের পরতন্ত্র নহে। আত্মা যে উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জড় পদার্থ নহে; সুতরাং জড়ীয় গুণ ও নিয়মের বিন্দুবিসর্গও তাহাতে নাই। ঈশ্বরের সহিত সমুদায় জড় পদার্থের সম্বন্ধ যে রূপ, আত্মার সম্বন্ধ সে রূপ নহে। এই আত্মাই প্রত্যেকের শরীরে থাকিয়া আমি বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমাদের জড়-রাজ্য-বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র পরিবৃদ্ধ হইতেছে, অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান আমরা অল্পই শিক্ষা করিয়াছি। এই জড় রাজ্যের প্রকৃতি, কৌশল, সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতা অবলোকন করিয়া মোহিত হইতে হয়, কিন্তু অধ্যাত্ম রাজ্যে যে কি আশ্চর্য্য দৃশ্য সকল সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি অতি অল্পই প্রসৃত হইতে পারিয়াছে। তথাপি ঈশ্বরপ্রসাদে যাহা কিছু শিক্ষা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন থাকিতে হয়। এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা অধ্যাত্ম বিদ্যার কত দূর উন্নতি করিতে পারি, সেই অদ্ভুত রাজ্যের সৌন্দর্য্য কত দূর ভোগ করিতে পারি, তাহাতে বিচরণ করিয়া কত দূর শিক্ষা পাইতে পারি, কেহই তাহার সীমা করিতে পারেন নাই। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই বিষয়ে সকল জাতি অপেক্ষা সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং সমধিক কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে উঁহাদিগের অপেক্ষা আরও উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করা দূরে

থাকুক, আমরা তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতেও পারি নাই। অধিকাংশ লোকই এই জড় রাজ্যে সমুদায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তদ্বিষয়িনী বিদ্যাই সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিয়া আর এক দিকে অন্ধ হইয়া পড়িতেছেন। অধ্যাত্ম রাজ্যেই পরমাত্মা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়েন। জড় রাজ্যও অভ্রান্তরূপে তাঁহার আবির্ভাব প্রকাশ করিতেছে বটে কিন্তু আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমধিক সাবধানতা না থাকাতে উহার আলোচনাতেই নাস্তিকতা উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু যিনি অধ্যাত্ম রাজ্যে যত মনোনিবেশ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরকে ততই অধিকরূপে দর্শন করিয়াছেন। এবং সংশয় ও অবিশ্বাস তাঁহা হইতে ততই তিরোহিত হইয়াছে। জীবনের কার্য্যের সহিত অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের এখনও যোগ করিতে পারা যায় নাই; এই জন্য অনেকে উহা নিরর্থকবৎ গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম প্রথম গণিত বিদ্যারও অনেক তত্ত্ব অকার্য্যকর বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু পরিশেষে উহাই আবার অদ্ভুত শিল্প রাজ্যের প্রসূতিস্বরূপ হইয়াছে, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

THE ADI BRAHMA SAMAJ.

The Adi Samaj maintains that there is One God, one only without a second, the Almighty Father and the Loving Mother of the universe, a Being of infinite power, wisdom and goodness, formless, omnipresent and eternal. It maintains that worship of Him is the sole cause of our good in this world and the next and that love of Him and doing the works he loves constitute His worship. It maintains that a belief in the above doctrines indipendently of an external revelation is what is called Brahmaism.

The Adi Samaj maintains that Brahmaism is universal religion; that it is confined to no particular age, nation, sect or individual; that it is not the exclusive property of the ancients or moderns, the Hindu or the Mahomedan, of Vyasa or Christ, Zoroaster or Confucius but that its truths are to be found in the Scriptures of all nations and the writings of the pious men of all ages and countries and that all nations have a claim to a participation of the spiritual benefits which as the air of heaven it imparts to all mankind without distinction.

The members of the Adi Samaj, aiming to diffuse the truths of Theism among their own nation, the Hindus, has naturally adopted a Hindu mode of propagation just as an Arab Theist would adopt an Arabian mode of propagation and a Chinese Theist a Chinese one. Such differences in the aspect of Theism in different countries must naturally arise from the usual course of things but they are adventitious, not essential — national, not sectarian. Although Brahuaism is universal religion, it is unpossible to communicate a universal form to it. It must wear a particular form in a particular country. A socalled universal form would make it appear grotesque and ridiculous to the nation or religious denomination among whom it is intended to be propagated and would not command their veneration. In conformity with such views, the Adi Samaj has adopted a Hindu form to propagate Theism among Hindus. It has therefore retained many innocent Hindu usages and customs and has adopted a form of divine service containing passages extracted from the Hindu Shastras only, a book of Theistic

texts containing selections from the sacred books only, and a ritual containing as much of the ancient form as could be kept consistently with the dictates of conscience. There is a certain favorable circumstance the members of the Samaj have also availed of as highly aiding their efforts to propagate Theism in a Hindu form among their countrymen. It is that Theism can be proved to be true Hinduism according to a right interpretation of the Hindu Shastras and that the orthodox Hindus, the opponents of the Brahmas, themselves, admit Brahma Dharma to be the *Sat Dharma* or the purest form of their own religion although they think it to be too high for their acceptance.

Although their own Shastras are [illegible] to satisfy all the requirements of the Members of the Samaj, they are of opinion that, as there are various ways of illustrating religious and moral truth, those adopted by other nations in their religious writings are deserving of careful study and the beauties of those writings of [illegible] into their own sermons, discourses, and hymns after casting them in national moulds of thought and dressing them in national imagery and national modes of expression so as not to interfere with the Hindu aspect of the Samaj.

After giving an account of the present [illegible] and the propagandistic policy of the Adi Samaj [illegible] proceed to notice the charges brought against it and shew the recommendatory features in its doctrine and practice.

The first charge brought against the Samaj is that its doctrines are those of dry Rationalism. We highly regret that those who bring this charge would advance it in spite of the thousand eloquent passages in the *Buktretas* and the *Bakkyans* of the Samaj glowing with love and *Bhakti* with which those men cannot but be familiar. The Samaj does not say that faith, the most essential element of religion, should be excluded from it. It only maintains that faith should be regulated by reason—that reason and faith should both harmonize in Brahmaism.

The Samaj is charged with an illiberal and uncatholic spirit for confining its Missionary operations to Hindus. Have not its advocates set forth in their publications on the subject that, though the regular task of the Samaj is the conversion of Hindus, it has no objection to its members prevailing upon Mahomedans [illegible] Christians [illegible] conversation and united worship with them of the common Father of all nations in the Hall of the Samaj to embrace Theism and introduce it in a national shape into their own community? In its opinion, the Theists in each religious denomination should try to propagate Theism among their countrymen in a national form and not mix it with the national forms adopted by the Theistic preachers of other nations although encouraging and expressing sympathy with, the latter in their efforts to disseminate its truths among their own nations in their respective national forms. It is its opinion that, after the different nations had been converted to Theism by different thoroughly national preachers, the time would then arrive for promoting, if possible, a common bond of union among them all by means of international Theistic prayer-meetings and books of Theistic texts compiled from the scriptures of different nations.

The Samaj is charged with a want of wisdom for pertinaciously clinging to a Hindu form of propagation when it cannot reasonably expect, as is

imagined, to reconcile the feelings of the orthodox Hindus thereby, inculcating as it does the renunciation of idolatrous practices which renunciation must be highly repugnant to those feelings. We admit that, if we adopt a Hindu form of propagation, we still will meet with persecution from our countrymen but we can reasonably expect that a national form of propagation will gradually reconcile the nation to Brahmaism; there being a natural predilection on the part of men for what is national

The next charge brought against the Samaj is that it is averse to social reformation. This charge is without foundation. The Samaj includes in its ranks men who have taken a prominent part in social reformation as well as those who have not. It leaves matters of social reformation to the judgments and tastes of its individual members. It reckons those who have taken a part in social reformation as well as those who have not to be all Brahmas if they profess themselves to be so. It only lays greater stress upon renunciation of idolatry and purity of conduct than upon social reformation. To the wisdom of this principle, those who bring the above charge against the Samaj cannot but accede.

The next charge brought against the Samaj is that it upholds the system of caste. This charge is also baseless. The Samaj is not so illiberal as to maintain that, when a Brahma [illegible] matches for [illegible] does not get his own [illegible] his offspring among men of [illegible] caste, he should keep them in a state of perpetual celibacy or that, by relapsing into idolatry, he should marry them with idolatrous rites to orthodox matches of his own caste. Brahmaism is the dearest of all things and when caste comes into collision with religion, the former must give way to the latter. When there is no such collision, a man cannot certainly be blamed for not widening the breach between himself and his countrymen for the sake of a mere social distinction. If it be asked why should such social distinctions be observed at all, the reply is that the world is not yet prepared for the practical adoption of the doctrines of levellers and socialists.

After refuting the charges brought against the Samaj, we now proceed to shew the merits and excellencies of its doctrines and practice.

The great first recommendation of the doctrines of the Adi Samaj is their extreme liberality and catholic character. Ram Mohan Roy, in the trust deed of the Samaj says.

"The said messuage or building, land, tenements hereditaments and premises with their appurtenances to be used, occupied, enjoyed, applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober religious and devout manner for the worship and adoration of the One Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image, statue or sculpture, carving, printing, pictures, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage, building, land, tenements, hereditaments, and premises and that no sacrifice, offering or obalation of any kind or thing shall ever be permitd therein and that no animal or living creature, shall within or on the said messuage, building, land, tenements and hereditaments

and premises be deprived of life either for religious purposes or for food and no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life) feasting or rioting be permitted therein or thereon and that in conducting the said worship and adoration no object animate or inanimate that has been or is or shall hereafter [illegible] or be recognized as an object of [illegible] by any man or set of men shall [illegible] or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either [illegible] [illegible] worship that [illegible] said [illegible] [illegible] hymns be [illegible] in such worship [illegible] a tendency to the promotion of the contemplation worship and adoration of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence and virtue and strengthening the [illegible] men [illegible] [illegible] that such worship [illegible] [illegible] least [illegible] [illegible] and [illegible] [illegible] [illegible] worship and [illegible] Eternal [illegible] and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe."

In the above sentences, the illustrious founder of the Samaj lays down the fundamental principles of Brahmaism. It therein inculcates the spiritual worship of the One Infinite and Incomprehensible Being, the Author of the Universe, enjoins the renunciation of every form of idolatry, shuts the door at once against Avatarism, preaches love to God and love to man, and as one of the great means of promoting the latter kind of love, recommends that the lectures and the sermons delivered at the Samaj should have a tendency to promote union among all nations by setting forth the religious unity of man. The present venerable Pradhan Acharya of the Brahma Samaj gave a definite shape to the sublime doctrines mentioned above and embodied them in the *Brahma Dharma Vijam* of which an English translation is given below.

First. "The one Supreme before this was: nothing else whatever was. He it is that has created all this.

Second. He is eternal, intelligent, infinite, all good, all free, formless, one only without a second, all-pervading, all governing, all-sheltering, all-knowing, all powerful, absolute, perfect and without a parallel

Third. Worship of Him is the sole cause of our good in this world and the next.

Fourth. Love towards Him and performing the works He loves, constitute His worship."

Any one who believes in these articles of faith is reckoned a Brahma by the Adi Samaj. The Samaj gives the widest latitude to its members in [illegible] religious opinions consistently [illegible] the above fundamental principles [illegible]. It only recommends that [illegible] nation should work out its religious and social reformation in its own [illegible] national way as the great law of such reformation is, as has been shown by [illegible] of the Samaj, that it should [illegible] national shape to ensure its success.*

The next great characteristic of the doctrines of the Samaj is their extreme purity.

The Samaj has jealously guarded its sacred charge, the truths of Brahmaism from the contaminating influence

* See Brahmic Questions of the Day answered by an Old Brahma." Page 16.

of error, of every description. It renounced a belief in the revelation of the Vedas when it perceived their true character. It deprecated in the columns of its organ, the "Tattwabodhini Pattrica," certain practices which lately prevailed among some of the Brahmas, strongly smelling of Avatarism and hero worship.

The Hindu origin of the Theism of the Samaj, has, besides the good sense its members, contributed in no small degree to save its doctrines from deterioration by admission into its creed of such erroneous tenets as that of Avatarism. It was the glorious characteristic of the ancient Rishees who composed the Upanishads to have held communion with God, the soul of the soul, face to face without the intervention of a Savior or Mediator. The Theism of the Adi Samaj being the legitimate result of the higher teachings of the Vedas as contained in the Upanishads inculcates such communion and recognizes God himself as the direct Savior of mankind.

The next great characteristic of the doctrines and practices of the Adi Samaj is their harmonious nature and freedom from extravagance. It does not allow any kind of religious extravagance and considers true religion to consist in a harmonious operation of all our faculties and the harmonious discharge of all our duties. Its views on this subject are expressed in the following observations of one of its advocates.

"Brahmaism is a religion of harmony. It is neither a religion of frenzy on the one hand, nor a religion of dull quietism on the other. It is neither a religion of faith at the expense of works on the one hand, nor a religion of works at the expense of faith on the other. It is neither a religion of hard penance and bodily mortification on the one hand, nor a religion of voluptuous ease on the other. It is neither a religion of pure knowledge or reason on the one hand, nor a religion of blind unregulated faith on the other. It is neither a religion of forms and ceremonies on the one hand, nor a religion of unfettered licence without any forms at all on the other. It is neither a religion teaching men to depend only upon divine grace for salvation on the one hand, nor a religion instructing them to rely upon self-exertion only for the attainment of eternal bliss on the other. It is neither a religion inculcating undue reverence to religious teachers on the one hand nor a religion teaching total want of the same on the other. It considers religious blessedness to consist in a harmonious operation of all our faculties and the harmonious discharge of all our duties. It does not consider any quality, faculty, feeling, passion or appetite given by God to us, as unnecessary, but maintains that it requires only proper regulation to subserve the temporal and eternal interests of man. From divine communion down to the practice of common prudence and the enjoyment of innocent recreation, it considers the exercise of every human faculty under proper regulation, and a harmonious discharge of all our duties, duly sub-ordinated for the sake of harmony itself, to be true religion.

This law of harmony is the test by which we should examine whether any religious doctrine really agrees with Brahmaism. Any doctrine or practice that cannot stand this test, should be rejected as un-Bra[hmic."]*

We offer the above defence of the Adi Samaj for the consideration of all Indian Theists and earnestly invite

* See Brahmic Advice, Caution and Help, Page 9.

those among them who have not yet joined it to become its members. If they seek for the venerable air communicated to an institution by time, the Adi Samaj is the first Theistic church established in the world. It is the acknowledged parent of all the Samajes in the country. If they seek for [illegible] liberality and catholicity of sentiment, let them look to its Trust deed and to its Brahmo Dharma Vijam. If [illegible] the [illegible] examples, [illegible] the first to [illegible] of idolatry. Its [illegible] was the first among [illegible] set an example of Brahma [illegible] in his family and to renounce the sacred thread. The Adi Samaj has always zealously guarded the purity of Theistic truth from the contaminating influence of error. Its doctrines and practices are free from extravagance of every description. The maintenance of Brahmic harmony both in theory and action is its grand end and aim. Its lectures and sermons are considered by all classes of Brahmos to contain the best food for the hungry soul—the best precepts as to how we should draw nigh to God and free ourselves from the thraldom of [illegible]. Its mode of propagation is the best that can be adopted for weaning our countrymen from prejudice and superstition. The Adi Samaj is the best church that can be followed for promoting our own and our countrymen's salvation both in this world and the next.

সামবেদি-কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

বিবাহ—চতুর্থী হোম।

১। বিবাহ দিবস হইতে চতুর্থ দিবসে চতুর্থী হোম করিবেক। প্রথমে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখী নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ [illegible] সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক, পরে বধূকে দক্ষিণে বসাইয়া এবং তাহার দক্ষিণে কুম্ভ সহিত জলপাত্র রাখিয়া বিংশতি মন্ত্র দ্বারা বিংশতি আহুতি প্রদান করিবেক এবং প্রত্যেক আহুতিশেষ উদকপাত্রে অর্পণ করিবেক।

প্রজাপতিঋষি রগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে 'অগ্নে' 'প্রায়শ্চিত্তে' দেবানাং নিকৃষ্টঃ 'ত্বং' প্রায়শ্চিত্তিঃ 'প্রায়শ্চিত্তিঃ' নিষ্কৃতিঃ [illegible] 'অসি' [illegible] 'উপধাবামি' উপ- [illegible] 'নাথকামঃ' [illegible] 'অস্যাঃ' [illegible] 'পাপী' [illegible] 'লক্ষ্মী' [illegible] 'অপজহি' বিনাশয়। [illegible] ব্যাখ্যাতানি।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার সমুদায় অলক্ষণ দূর কর।

প্রজাপতিঋষি র্ব্বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বায়ু! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার সমুদায় অলক্ষণ দূর কর।

প্রজাপতিঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থী- [illegible] বিনিয়োগঃ।

[illegible] ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মী স্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চন্দ্র! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার সমুদায় অলক্ষণ দূর কর।

প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সূর্য্য! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে

তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার সমুদায় অলক্ষণ দূর কর।

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্যা দেবতা চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণোবো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মী স্তামস্যা অপহত স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য! তোমরা দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার সমুদায় অলক্ষণ দূর কর।

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

'পতিঘ্নী' স্বামিঘাতিনী তনু এবং লিঙ্গেষু চতুর্থ।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পতিঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি র্বায়ুর্দেবতা চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনু স্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বায়ু! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পতিঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চন্দ্র! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পতিঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সূর্য্য! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পতিঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি রগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাদেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়োযূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণোবো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যা অপহত স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য! তোমরা দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পতিঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি রগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

অপুত্রিয়া বন্ধ্যা যা জননী ন ভবতি সা 'অপুত্রা' এবং চতুর্থী লিঙ্গেষু।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার বন্ধ্যা তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি র্বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বায়ু! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার বন্ধ্যা তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি শ্চন্দ্রোদেবতা চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চন্দ্র! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে

তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার বন্ধ্যা তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সূর্য্য! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার বন্ধ্যা তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি রগ্নিবায়ু চন্দ্র সূর্য্যাদেবতা শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়োযূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণোবো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য! তোমরা দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার বন্ধ্যা তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি রগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

* পুংনিমিত্তং পশব্যা 'অপশব্যা' পশুঘাতিনী [illegible] নিন্দিতা মি চ [illegible]।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পশুঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বায়ু! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পশুঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি শ্চন্দ্রোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চন্দ্র! তুমি [illegible] প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পশুঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সূর্য্য! তুমি দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পশুঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

প্রজাপতির্ঋষি রগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা দেবতা শ্চতুর্থী হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণোবো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা।

হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য! তোমরা দেবগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আমি ব্রাহ্মণ প্রার্থনাভিলাষে তোমাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, এই কন্যার পশুঘাতিনী তনু বিনাশ কর।

২। অনন্তর বধূকে উত্থিত করিয়া সেই হুতশিষ্ট জলে স্নান করাইবেক। পরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক। পরে সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গান পর্য্যন্ত উদীচ্য কর্ম্ম করিয়া [illegible] ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক।

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২ শ্রাবণ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮[illegible] ঘটিকার সময়ে কলিকাতা সাঁকারিটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৯ নং বাটীতে বেবুজলা নবম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ [illegible]
[illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [illegible]
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। [illegible]
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। [illegible]
সম্বৎ ১২৯৬। [illegible]

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক
৩২১ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতা।

১১৯৮

১। যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি তমা নিষীদ স্বানো নার্ব্বা। বিমুচ্যা বয়োঽবসায়াশ্বান্ দোষা বস্তোর্বহীয়সঃ প্রপিত্বে।

১। হে 'ইন্দ্র' 'যোনিঃ' বেদ্যাখ্যং স্থানং 'তে' তব 'নিষদে' নিষদনায়োপবেশনায় 'অকারি' কৃতমস্মাভিঃ [illegible] 'তং' যোনিং 'আনিষীদ' শীঘ্রমাগত্য [illegible] 'স্বানো নার্ব্বা' [illegible] 'দোষা' [illegible] 'বস্তোঃ' [illegible] 'বহীয়সঃ' [illegible]।

১। হে ইন্দ্র! তোমার উপবেশনার্থ [illegible] নির্ম্মাণ করিয়াছি; তেমন [illegible] শব্দ করত আগমন কর. তুমি সেই রূপ রথ হইতে অশ্ববন্ধন রশ্মি সকলকে ও যাগকালে দিবারাত্র সমাদরে বহনশীল অশ্বগণকে মোচন করত এই বেদিতে আসিয়া উপবেশন কর।

১১৯৯

২। ওতো নর ইন্দ্রমূতয়ে গুর্নূ চিত্তান্ সদ্যো অধ্বনো জগম্যাৎ। দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্চম্নন্ তে ন আবক্ষন্ সুবিতায় বর্ণং।

২। 'ওতো' তে 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারো যজমানাঃ 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'ইন্দ্রং' 'ও' আ উ ইত্যেতন্নিপাতদ্বয়সমুদায়ঃ আকারার্থঃ। 'আগুঃ' আগচ্ছন্তি, স চেন্দ্রঃ আগতান্ 'তান্' 'নূচিৎ' ক্ষিপ্রং 'সদ্যঃ' তদানীমেব 'অধ্বনঃ' অনুষ্ঠানমার্গান্ 'জগম্যাৎ' গময়তু প্রাপয়তু, 'দেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'দাসস্য' উপক্ষপয়িতুরসুরস্য 'মন্যুং' ক্রোধং 'শ্চম্নন্' [illegible] হিংসন্তু ইত্যর্থঃ, অপিচ 'তে' দেবাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সুবিতায়' সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় যজ্ঞায় 'বর্ণং' অনিবারকং ইন্দ্রং 'আবক্ষন্' আবহন্তু প্রাপয়ন্তু।

২। যজমানেরা রক্ষার নিমিত্তে ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্র আগত যজমানদিগকে শীঘ্র অনুষ্ঠান মার্গে প্রেরণ করুন, দেবতারা অসুরদিগের ক্রোধ নষ্ট করুন, এবং তাঁহারা আমারদিগের

যজ্ঞের নিমিত্তে অনিষ্ট নিবারক ইন্দ্রকে আনয়ন করুন।

১২০০

৩। অব ত্মনা ভরতে কেতবেদা অব ত্মনা ভরতে ফেনমুদন্। ক্ষীরেণ স্নাতঃ কুযবস্য যোষে হতে তে স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ।

৩। 'কেতবেদাঃ' কেতং জ্ঞাতং বেদঃ পরেষাং ধনং যেন স তাদৃশঃ কুযবনামাসুরঃ 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব 'অব-ভরতে' জ্ঞাতং পরেষাং ধনং অপহরতি, অপিচ সোঽসুরঃ 'উদন্' উদকে বর্ত্তমানঃ সন্ 'ফেনং' ফেনযুক্তমুদকং 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব 'অব-ভরতে' অপহরতি, 'ক্ষীরেণ' ক্ষরণশীলেন তেনাপহৃতেনোদকেন 'স্নাতঃ' স্নাতে 'কুযবস্য' অসুরস্য 'যোষে' ভার্য্যে 'হতে' হতে স্যাতাম্ 'তে' তাদৃশ্যৌ স্ত্রিয়ৌ 'শিফায়াঃ' শিফানাম্নী নদী তস্যাঃ 'প্রবণে' নিম্ন [illegible] বেদাঃ। তে উভে [illegible] পরেষাং ধনমপহৃত্যাত্মনৈবাসুরুণ্যাদ্যে [illegible] উদকস্য মধ্যে বর্ত্তমানং কুযবং সকুটুম্বমবধীরিত্যর্থঃ।

৩। ধনাপ্ত কুযব অসুর স্বয়ং পরধন হরণ করে, এবং উদকে বর্ত্তমান হইয়া স্বয়ং ফেনযুক্ত জল অপহরণ করে, ক্ষরণশীল সেই জলে কুযবাসুরের দুই স্ত্রী স্নান করিয়া থাকে, তাদৃশ স্ত্রীদ্বয় নদীর নিম্ন প্রদেশে বিনষ্ট হউক।

১২০১

৪। যুযোপ নাভিরুপরস্যায়োঃ প্র পূর্ব্বাভিস্তিরতে রাষ্টি শূরঃ। অঞ্জসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা উদভির্ভরন্তে।

৪। 'উপরস্য' উদকমধ্যে উপগম্যাবস্থিতস্য 'আয়োঃ' পরেষাং গৃহাণ্যভিগন্তুঃ কুযবস্যাসুরস্য 'নাভিঃ' [illegible] 'যুযোপ' গুপ্তাসীৎ যথা [illegible] গোপ্তরক্ষণাকরোদিত্যর্থঃ, অপিচ 'পূর্ব্বাভিঃ' পুরাধি-ষ্ঠিতাভিরপাংগতাভিরদ্ভিঃ 'প্রতিরতে' লোকেষ্বয়ং প্রবর্দ্ধতে স চ 'শূরঃ' শৌর্য্যোপেতঃ 'রাষ্টি' রাজতে চ, আত্মীয়েন শৌর্য্যেণ লোকে প্রখ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ। তথাবিধমসুরং 'অঞ্জসী' অঞ্জস্যোপেতা 'কুলিশী' কুলং শাতয়ন্তী 'বীর-পত্নী' বীরস্য পালয়িত্রী এতৎসংজ্ঞিকা তিস্রো নদ্যঃ 'পয়ঃ' পয়সা তৎসম্বন্ধিনা সারভূতেনোদকেন 'হিন্বানাঃ' প্রীণ-য়ন্ত্যঃ 'উদভিঃ' আত্মীয়ৈরুদকৈঃ 'ভরন্তে' ধারয়ন্তি।

৪। জল মধ্যে বর্ত্তমান ইতস্তত গমনশীল কুযবাসুরের নাভি আবৃত হইয়াছিল, এবং সেই অসুর স্বীয় অপহৃত জলে বর্দ্ধমান ও শূরত্বে বিরাজিত হইয়াছিল, এবং অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নামক নদীত্রয় জল দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করত জলে ধারণ করিতেছিল।

১২০২

৫। প্রতি যৎস্যা নীথাদর্শি দস্যোরোকো নাচ্ছা সদনং জানতী গাৎ। অধ স্মা নো মঘবঞ্চর্কৃতাদিন্মা নো মঘেব নিষ্ষপী পরাদাঃ।১।৭।১৮।

৫। 'যৎ' যদা 'নীথা' নয়নকেতুভূতা 'স্যা' সা পদবী 'প্রত্যদর্শি' অস্মাভির্দৃষ্টাভূৎ সা চ পদবী 'দস্যোঃ' উপক্ষ-পয়িতুঃ কুযবস্যাসুরস্য 'সদনং' গৃহং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'গাৎ' গতা প্রাপ্তা, তত্র দৃষ্টান্তঃ 'জানতী' স্বকীয়ং বৎস-মভিজানতী গৌঃ 'ওকোন' নিবাসস্থানং স্বকীয়ং গোষ্ঠং যথা ঋজু প্রাপ্নোতি তদ্বন্মার্গোঽস্মদ্রক্ষণং প্রাপ্তে-ত্যর্থঃ। 'অধস্ম' অথানন্তরমেব হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'চর্কৃতাৎ' পুনঃ পুনস্তেনাসুরেণ কৃতাৎ উপদ্রবাৎ 'নঃ' অস্মান্ রক্ষেতি শেষঃ 'ইৎ' অবধারণে, অস্মানেব, 'নঃ' অস্মান্ 'মাপরাদাঃ' মা পরিত্যাক্ষীঃ, অস্মাভিস্ত্যক্তেন মা-র্গেণ [illegible] অর্থাৎ তাৎপর্য্যার্থঃ। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তোঽভিধীয়তে 'মঘেব' 'নিষ্ষপী' বিনি-র্গতসপো বিনির্গতশেপো বহুস্ত্রীকামী দুর্জনঃ [illegible] যথা ধনান্যত্যাগেনৈব পরিত্যজতি তদ্বদস্মান্ মা পরিত্যাক্ষীরি-ত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং নিষ্ষপী স্ত্রীকামো ভবতি বিনির্গত-সপাঃ। সপঃ সপতেঃ স্পৃশতি কর্ম্মণঃ মা নো মঘেব নি-ষ্ষপী পরাদাঃ স যথা ধনানি বিনাশয়তি মা নস্ত্বং তথা পরাদা ইতি।১।৭।১৮।

৫। যেমন স্বীয় বৎসজ্ঞ ধেনু গোষ্ঠে গমন করে, সেই রূপ যে পথ [illegible]

সদনাভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই পথ যখন আমরা দেখিয়াছি, অনন্তর, হে মঘবন্! পুনঃ পুনঃ অসুরকৃত উপদ্রব হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিও, যেমন যথেষ্টাচারী দাসীপতি অ-যথাস্থানে ধন পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমার দিগকে পরিত্যাগ করিও না। ১। ৭। ১৮।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

দশম অধ্যায়।

৮১

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ। ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাঙ্গতিম্। ১

'প্রজ্ঞয়া' বুদ্ধ্যা 'মানসং' মনোজং 'দুঃখং হন্যাৎ' তথা 'শারীরম্ ঔষধৈঃ'। 'কৃতপ্রজ্ঞাঃ' কৃতবুদ্ধয়ঃ 'পরমাং গতিং' 'পশ্যন্তঃ' অনুভবন্তঃ সন্তঃ 'ন শোচন্তি'। ১

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃত-বুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না। ১

যেমন শারীরিক রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হয়, সেই রূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পরম গতি স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেক। সর্ব্বদা বিবেক সহকারে বস্তু বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবেক। এই পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে সুখ ও শান্তির আশা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না। পৃথিবী আমাদিগের শিক্ষা স্থান, নিত্য সুখ ভোগ করিবার আয়তন নহে। একমাত্র পরমেশ্বর নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তির আলয়; তিনি আমাদিগের পরম লোক, তিনিই আমাদিগের পরম গতি। তিনি আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগের সমুদায় অবস্থা দেখিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গল হউক, ইহাই তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছা; কি উপায়ে আমাদিগের সদ্গতি হইবে, তিনি তাহা জানিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই নাই; পুত্রগণকে দুঃখভারে আক্রান্ত দেখিয়া পিতা কি উদাসীন আছেন? এই বর্ত্তমান অবস্থা কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপরে নিপতিত হইয়াছে? তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলকামনা কি স্তব্ধ হইয়া আছে? তাহা কখনই নহে। কেবল মোহাক্রান্ত হইয়াই আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই। অতএব বর্ত্তমান অবস্থাতেই সমুদায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না, সেই পরম গতি পর্য্যালোচনা করিয়া মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবেক। ১

৮২

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি। কামং হিত্বাঽর্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ। ২

'মানম্' অভিমানং 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'প্রিয়ঃ' সর্ব্বেষাং 'ভবতি'। 'ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি'। 'কামং' বাসনাং 'হিত্বা অর্থবান্ ভবতি।' 'লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ'। ২

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক। ২

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক; ঈশ্বরের অনুগ্রহই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব, তদ্ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছুই নাই। কি ধন মান সৌন্দর্য্য, কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্ব্বিত হইতে দিবেক না। গর্ব্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেক। মঙ্গলময় ঈশ্বর গর্ব্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন এবং মনুষ্যেরাও তাহার প্রতি ঘৃণা করিতে থাকে।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে, পরে অনুশোচনাতে দগ্ধ হইতে হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক।

বাসনা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়। যিনি অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার

মিত্র-দ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব, নাস্তিক, কুটিল, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী; তাহাকে জ্ঞানীরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন। ৬

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হওয়া, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরায় তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করা মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়; মিত্রদ্রোহ-রূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাশূন্য হইবেক না; তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আত্মার নেতা হইয়াছেন; তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক এবং বিনীত হইয়া গুরু ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্ব্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধু গুণ সরলতার নিত্য সহচর, সরলতা সুরক্ষিত হইলেই তৎসমুদায় সুরক্ষিত হয় এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ়রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সমুদায় সদ্গুণ উৎপন্ন হইয়াছে; সদ্গুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাঁহারা সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া জগতের উপকার করিতেছেন; তাঁহাদিগের প্রতি সমাদর করিবে এবং মনুষ্য নির্গুণ হইলেও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিবেক না। ৬

৮৭

অনর্থমর্থতঃ পশ্যত্যর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ

ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখম্। ৭

'অনর্থম্' অকার্য্যম্ 'অর্থতঃ পশ্যতি' 'অর্থং চ এব অপি অনর্থতঃ'। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ' 'বালঃ' অল্পপ্রজ্ঞঃ 'সুদুঃখং মন্যতে সুখম্'। ৭

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে। ৭

যেমন বালকেরা উজ্জ্বলিত কাল সর্পকেও ধরিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, সেই রূপ অজিতেন্দ্রিয় অল্পপ্রজ্ঞ লোকে বিপদকে সম্পদ্ বলিয়া বোধ করে। তাহারা পরিণাম দর্শন করে না; যাহা আপাততঃ তাহাদের প্রবৃত্তি সকলের তৃপ্তিকর, তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও কৃতপ্রজ্ঞ হইয়া পরিণাম দর্শন করিবেক। আমাদিগের জীবনের শেষ নাই: অনন্ত কাল আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত যোগ। এই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেক। ৭

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল চৌতাল।

আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি। হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।

দেখ রে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়, এক দৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত; আছেন প্রেম-ভাবে তাকায়ে, পূর্ণ শূন্য আজি

রাগিণী আলেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

এ হরি দীন দয়াল কৃপাল কৃপাকর তোমা বিনা কেহ না আমারো।

তুমি কারণ তুমি জীবন তুমি জীবন বিস্তারো।

তুমি তীর্থস্থান তুমিই সাধন তুমি অন্তরে বিহারো।

তুমি রস-সাগর তুমি প্রেম-আকর তুমি জগত উদ্ধারো।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

৩১ শে চৈত্র মঙ্গলবার। ১৭৯১ শক।

এই যে রজনী-মুখে আমরা এই পবিত্র উপাসনা-মণ্ডপে সব সুহৃদে মিলে অনন্ত দেবের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আজকার রাত্রিই বর্ত্তমান বর্ষের শেষ রাত্রি। বর্ষ কাল যে দিবা রাত্রে, সপ্তাহ পক্ষে, মাস ঋতুতে বিভক্ত, একে একে সে সকলই আমারদিগের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কেবল বর্ষাবশিষ্ট এই নিশাই এখন আমারদিগের সম্মুখে বর্ত্তমান। ব্যবসায়ী আজ্ বার্ষিক আয় ব্যয় সন্দর্শন করিতেছেন, বিষয়ী আজ্ বিষয়ের ক্ষতি লাভের গণনা করিতেছেন, রাজা রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা কি আজ্ এখানে উদাসীনের মত উপস্থিত হইয়া স্বল্প-কাল পরেই চলিয়া যাইব? আমারদিগের কি কিছুই হিতাহিত, লাভ ক্ষতির পর্য্যালোচনা করিতে হইবে না? এই উপস্থিত বর্ষের উন্নতি দুর্গতি, ইষ্টানিষ্ট অবধারণ করিয়া, কল্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি নব বর্ষে প্রবেশ করিতে হইবে না? আজ্ কি কেবল ধন ধান্যের, বিষয় বিত্তের ক্ষতি লাভের আলোচনাতেই বিষয়-ক্ষেত্র আন্দোলিত হইতে থাকিবে? চিত্ত-ক্ষেত্রের উন্নতি দুর্গতির, পুণ্য পাপের, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয়ে আজ্ কোন কথাই কি উপস্থিত হইবে না? যে পার্থিব সুখ সম্পদ্ আত্মার প্রকৃত তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, যে বিষয়-বিভব আত্মার প্রাণগত অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়াই কি এই দুর্লভ সময় অতিবাহিত হইবে? বিষয়ী আপনিই আপনার বিষয় কার্য্যের দ্রষ্টা, রাজা আপনিই আপনার রাজ-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু আমারদিগের ধর্ম্ম-ভূমি ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দ্রষ্টা, শ্রোতা, প্রেরয়িতা, বিধাতা, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" পরমেশ্বর স্বয়ংই। বিষয়ের ক্ষতি নিবন্ধন বিষয়ীই কেবল সাংসারিক কষ্ট সম্ভোগ করে, বিত্ত-লাভ দ্বারা তাহার বিষয়-গত অপ্রতুলতাই অন্তরিত হয়, কিন্তু আমরা যে ধর্ম্ম-ধনের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এই অমৃত-ধনই মনুষ্যের একমাত্র উপজীবিকা। এই অক্ষয়-সম্পদই মনুষ্যের অনন্ত-কালের সম্বল। ঐশ্বর্য্যের অভাবে মনুষ্যের অধিক দুর্গতি ও দুর্নাম এই যে, হয় তো লোকে তাহাকে দুঃখী দরিদ্রই বলিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম-ধনের অসদ্ভাবে মনুষ্য, নরাকৃতি লাভ করিয়াও পশুগণের মধ্যে পরিগণিত হয়। যে ধর্ম্ম-ধন দ্বারা আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, যাহার উপরে চিরোন্নতি, চির-স্বাধীনতা নির্ভর করে, সেই অমৃত ধন কত উপার্জ্জিত হইল, সেই অক্ষয় সম্বল কত দূর লব্ধ হইল, তাহারই আলোচনা করিতে আজ্ সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। ত্রিলোকপতি পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার যে আদেশ প্রতিপালন করিতে, তাঁহার যে শুভ-সঙ্কল্প সংসাধন করিতে এই মর্ত্ত্য-ধামে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা কত দূর সেই আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াছি, সম্বৎসর কাল কি পরিমাণে আমরা আমারদিগের কর্ত্তব্যভার বহন করিয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিয়াছি, সকলে স্থির-চিত্তে এই বর্ষ-শেষ-সমাজে একবার তাহার গণনা কর। ভৃত্য তাহার একদেশদর্শী প্রভুকে ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ বাক্যে প্রতারিত করিতে পারে, চতুর-বুদ্ধি মন্ত্রী বাক্-চাতুর্য্যে রাজা প্রজা উভয়কেই প্রতারণা করিতে সমর্থ হয় কিন্তু যে বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-পাতা সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর

হস্তে এই মানব-শরীর, মানব-আত্মা সংরচন করিয়াছেন ; যিনি নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে পালন করিতেছেন ; দূরে নিকটে, আলোক অন্ধকারে, অন্তর বাহিরে যাঁহার চক্ষু সমান ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে ; যিনি দিন-যামিনী আমাদের চিত্তের সকল চিন্তা, সকল কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ করিতেছেন, কপটতা তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বাচালতা কোন রূপেই তাঁহাকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয় না। আমরা কুকর্ম্ম করি বা সৎকার্য্য করি, সকলই তাঁহার সম্মুখে জ্বলদক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, বা বিস্মৃত হই, নিদ্রিত থাকি বা জাগ্রৎ হই তাহা তিনি সর্ব্বদাই স্পষ্ট সন্দর্শন করিতেছেন। আমরা সম্বৎসর কাল যথা শক্তি তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে যত্নশীল হইয়াছি, না তৎপ্রতি উপেক্ষা ও ঔদাস্য করিয়াছি, আমরা পুণ্য জ্যোতিতে অন্তরাকাশ জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছি, না মোহ-তিমিরে আমাদের আত্মা অন্ধীভূত হইয়াছে, আমরা [illegible] আকর্ষণ, পাপ-প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া অনন্ত স্বরূপের সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হইয়াছি, না স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সংসার-পাতালে অবতরণ করিয়াছি, তাহা তো স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদর্শী, পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের অবিদিত নাই। এস এখনই আমরা আপনাপন আত্মাকে জাগ্রৎ করি, এখনই তাঁর আলোকে আমরা আমাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিব, ক্ষুদ্র-বুদ্ধির আলোকেই আমাদিগের ভ্রম-প্রমাদ সকলই প্রকাশ পাইবে। এখন আপনাদিগকে যে নিষ্পাপ কৃতকর্ম্মা বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া পশ্চাদ্দৃষ্টি দ্বারা দেখ দেখি, জীবন-পথে সকলেরই অনবদ্য কীর্ত্তি-কলাপ কেমন বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্মরণ-সূত্রে প্রতিদিনেরই ঘটনা সকল কেমন গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের জীবনের পূর্ণ একবৎসর কাল মধ্যে কত সময় কেমন [illegible] অতিবাহিত হইয়াছে, কত গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পন্ন রহিয়াছে, কত [illegible] কার্য্য উপেক্ষিত হইয়াছে। [illegible] করিয়া অন্তর্দৃষ্টি [illegible] সন্দর্শন করিয়া কে না আপনি আপনার নিকটে লজ্জিত হইতেছেন, কাহার চিত্ত না চকিত হইতেছে, কাহার না আপনাকে অসার ও অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা হইতেছে ; আপনাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ দেখিয়া কাহার চিত্ত না আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে ? এখনই যদি ঈশ্বরের আহ্বানে লোকান্তরে গমন করিতে হয়, অদ্যকার রাত্রিই যদি শেষ-রাত্রি হয়, তাহা হইলে কি সম্বল লইয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইব, এই চিন্তাতে কি হৃদয় আকুল হয় না ? শোক সন্তাপে কি চিত্ত অধীর হইয়া এই রূপ আত্ম-নাদ করিতে থাকে না, যে হা জগদীশ ! তোমার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া, তোমার সস্নেহ আহ্বান তুচ্ছ করিয়া সম্বৎসর-কাল মধ্যে কত অধিক সময়ই নিষ্ফলে অতিবাহিত করিয়াছি। তুমি শিক্ষার জন্য, শোধনের জন্য কত অবসর প্রদান করিয়াছ, কত ঘটনাকেই তুমি আমাদের উন্নতির অনুকূল করিয়া দিয়াছ কিন্তু যৌবন-মদে, ধন-মদে, মোহ-মদে উন্মত্ত হইয়া তোমার [illegible] প্রসাদে অবহেলা করিয়াছি। চেষ্টা করিলে কত উন্নত হইতাম, প্রার্থনা করিলে তোমাকে আরো কত অধিকতররূপেই লাভ করিতাম, কেবল মোহের কুমন্ত্রণায় তোমা হইতে দূরে পতিত হইয়াছি। কেবল সংসারের আপাতরম্য সুখ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তোমার সংসর্গ পরিত্যাগ করত এই দুর্ব্বিষহ

নরক-যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতেছি। এখন কি করি, কোথায় যাই? হে পতিতপাবন অকিঞ্চন-গুরু। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তুমি রক্ষা কর। তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি, তুমি আশ্রয় দাও।

ঈশ্বর দুঃখ বিপদে, শোক তাপেও আমারদিগকে শিক্ষা দেন, তিনি বিষাদ আত্ম-গ্লানিতেও আমারদিগকে উন্নত করেন। যখন বিপথে পদার্পণ করি, তিনি দুঃখের কশাঘাতে সৎপথে আনয়ন করেন; যখন মোহে অভিভূত হই, তিনি শোক বিষাদের তীব্র বাণে আমাকে বিদ্ধ করিয়া জাগ্রৎ করেন; যখন কর্ত্তব্যবিমুখ হই, পাপে আসক্ত হই, তিনি আত্ম-গ্লানির জ্বলন্ত অনলে আমাকে দগ্ধ করিয়া প্রকৃতিস্থ করেন। এখনই দেখ—সকলে প্রত্যক্ষ দেখ তিনি আমারদিগকে স্বাধীন-ভাবে স্বীয় স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত করিয়া আমারদের ভ্রম-প্রমাদ বুঝাইয়া দিয়া আমারদিগকে কেমন সহজেই তাঁহার শরণাপন্ন করিতেছেন; আমারদের মলিনতা অন্ধতা চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া দিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য কেমন অভাবনীয় কৌশলে আজ তাঁহার দ্বারস্থ করিয়াছেন। শোধন ও সংস্কারের জন্য তাঁহার সাহায্য তাঁহার প্রসন্নতা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় চাতকের ন্যায় আমারদিগের চিত্তকে কেমন পিপাসিত করিয়া তুলিতেছেন।

ঈশ্বরের রাজ্যে কোন ঘটনাই আমারদিগকে উন্নতি-মুখে নিক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যায় না। কোন বিপদই আমারদিগকে শিক্ষা না দিয়া অন্তরিত হয় না। অরণ্য-কুসুমের ন্যায় যথার্থই কি আমারদিগের জীবনের এক বৎসর কাল বিফলে চলিয়া গেল, আমরা কি তাহা হইতে কোন শিক্ষা—কোন উপদেশ লাভ করিতে পারিলাম না? আমারদের জীবন-পথে ঈশ্বরের করুণা-কীর্ত্তি কি কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না? ঈশ্বরের রাজ্যের এমন প্রণালীই নয়, আমারদের আত্মার এমন প্রকৃতিই নয় যে, সে নিরবচ্ছিন্ন কেবল পাপেতেই লিপ্ত থাকিতে পারে। মরুভূমির মধ্যগত সরোবরের ন্যায়, সাগর-অভ্যন্তরস্থ দ্বীপের ন্যায়, অন্ধকার রজনীর শুক্র তারকের ন্যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার প্রসাদ-রাশি কেমন জাজ্বল্যমান দৃষ্ট হইতেছে! তাহাতেই আত্মার প্রাণ রক্ষা হইতেছে; তাহাতেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-উৎস প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। আমারদের যত্ন থাকিলে সমস্ত জীবন-পথে কতই তাঁহার করুণা-কুসুম বিকশিত দেখিতে পাইতাম, কেবলই আলোক—কেবলই আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইতাম।

বন্ধুগণ! অতীত-কালের কৃতাপরাধ জন্য, দুঃখ দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিয়া এস আমরা বর্ত্তমানে সতর্ক হই। বিগত বর্ষে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমারদের অধোগতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করি। যে সকল ইন্দ্রিয়-স্খলন দ্বারা আমারদের সংসার বাসনা—পাপাসক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা হইতে সতর্ক হই। যে পথ পরিভ্রমণ করিয়া বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পরিহার পূর্ব্বক সৎপথ অবলম্বন করি। আমারদের ক্ষুদ্র বল-বুদ্ধির উপরে নির্ভর-জনিত যাহা কিছু অমঙ্গল, অনিষ্টপাত হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত হইয়া আইস সেই অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি, পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের সন্নিধানে ধর্ম্মবল ও আত্ম-শুদ্ধি প্রার্থনা করি। ভবিষ্যতের বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইস সকলে সেই বিপদ্-বারণ, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষেরই হস্তে আত্ম-সমর্পণ করি। তাঁহার স্নেহের অন্ত নাই, তাঁহার করুণার পার নাই। আমরা

দোষী হইলেও তিনি প্রীতি করিয়াছেন, অবাধ্য হইলেও তিনি স্নেহ দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেও তিনি একাদিক্রমে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও তিনি মুক্তধারে অন্ন পান, সুখ শান্তি, জ্ঞান-ধর্ম্ম বিধান করিয়া আমারদিগকে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, অতএব আইস সকলে কৃতজ্ঞ চিত্তে আজ তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। আমরা পাপ মলিনতা, দুঃখ দুর্ব্বলতা তাঁহাকে অবগত করি, তিনি আমারদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবেন। আমরা তাঁহারই পুত্র, তাঁহারই প্রজা, তাঁহারই সেবক, তাঁহারই উপাসক। আমারদের কল্যাণই তাঁহার লক্ষ্য, আমারদের উন্নতিই তাঁহার কামনা। এস আমারদের অনুষ্ঠিত পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে বলি "বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।" হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর—আমারদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব" যাহা ভদ্র—যাহা কল্যাণ তাহা আমারদের মধ্যে প্রেরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরলোক।

যখন মৃত্যুর আলিঙ্গনে মনুষ্যের শরীর [illegible] হয়, তখন তাহার আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না এই বিশ্বাস সকল জাতির হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই আত্মা শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া কি অবস্থায় [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায় না। [illegible] [illegible] [illegible] সা হইয়া পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের ভাব ও তাঁহার হস্ত নির্ম্মিত মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এমন কএকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, তদ্দ্বারা জ্ঞান ও হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে এবং আমাদের ধর্ম্মপথে প্রচুর আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থাতে পরলোক বিষয়ে কি কি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

আত্মা যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি সকল আর তাহার অনুগামী হয় না; কিন্তু চৈতন্য চিন্তা বিবেক, বুদ্ধি স্মৃতি কল্পনা ও ভক্তি প্রেম স্নেহ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল কোন কালেই আত্মা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। যাঁহারা অমরত্ব স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের স্থায়িত্ব বিষয়ে এক নিমেষের নিমিত্তও সন্দেহ করিতে পারেন না। জড় বস্তু যে অবস্থায় থাকুক, তাহার আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণ সকল যেমন চির কালই তাহাতে সমবেত হইয়া থাকিবে, এ বিশ্বাস যেমন ইচ্ছা করিলেও চিত্ত হইতে পৃথক্ করা যায় না, সেই রূপ আত্মা যেখানে গমন করুক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সমবেত বৃত্তি সকল যে অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কোন সংশয়ই প্রবেশ করিতে পারে না। পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া ভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অপহরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। এই পৃথিবীর যে সকল পদার্থ এক্ষণে ভোগ করিতেছি—এই উদ্যান, এই অট্টালিকা, এই বস্ত্র, এই অলঙ্কার, এই গৃহ, এই শরীর, এই হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ হৃদয় ও

থিবী তাহার অধিপতির আদেশে আমাদিগকে দান করিয়াছে, প্রস্থান করিবার সময় সে সমুদায়ই কাড়িয়া লইবে. এই সমুদায় বস্তুর এক বিন্দুও আমাদের সঙ্গে যাইবে না। যে বীজ পরিণামে ফলের আকার ধারণ করিবে, প্রথমে তাহা পোষণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর বীজকোষ পুষ্পদল প্রভৃতি নানা আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন; যখন ফল উৎপন্ন হইয়া আতপ বায়ু প্রভৃতি সহ্য করিতে সমর্থ হয় এবং স্বয়ং রস আকর্ষণ করিতে শিক্ষা করে, তখন সেই সমুদায় আবরণ শুষ্ক ও বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই রূপ পৃথিবীতে পোষণ করিবার নিমিত্ত যে সকল পার্থিব বস্তুর সহিত ঈশ্বর আত্মাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, আত্মা উপযুক্ত হইলে সে সকল এই পৃথিবীতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে, কিন্তু যাহা আত্মসম্পত্তি, তাহার এক বিন্দুও এ পৃথিবী অপহরণ করিতে পারিবে না।

এই অশেষগুণালঙ্কৃত আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি অবস্থা পরিগ্রহ করে; এই বিষয়ে পূর্ব্বতন তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি মাত্রেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন রূপেই আস্থাযোগ্য হয় না। তাহার কএকটি সিদ্ধান্ত এই স্থলে উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে। ভারতবর্ষীয়দিগের মতে আত্মা এই পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে। অবস্থা বিশেষে আত্মার পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হইবে বলিয়া আশ্বাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে নহে। যে ভূমির উপর এই পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যে রূপ মুক্তি দ্বারা ইহার শোধন করা হয়, উভয়েরই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাঁরা বলেন, জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ নহে। কোন কোন মতে জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ, কোন মতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি। যাঁহারা বলেন, আত্মা পরমাত্মার অংশ, তাঁহারা এমন একটি সময় স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সেই সময়ে পরমাত্মা অংশতঃ জীবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহাই জীবাত্মার সৃষ্টিকাল; তদবধি আত্মা এই পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আর যাঁহারা আত্মাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আত্মার জন্মও নাই ধ্বংসও নাই; আত্মা অনাদি কাল অবধি আপন আপন কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। প্রথম মতে, জীবাত্মার পুনরায় ব্রহ্মত্ব লাভ করা ও দ্বিতীয় মতে জন্ম মৃত্যু শোক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া একটি অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হওয়ার নাম মুক্তি। উভয় মতেই আত্মা যাবৎ মুক্তি লাভ না করিবে, তাবৎ কাল স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কখন স্বর্গে কখন নরকে, কখন চন্দ্র লোকে কখন বা অন্য লোকে অবস্থান করিয়া পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে. বহু কাল অবধি এ দেশে পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক এই মত চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহার প্রামাণিক ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পুরাতন পারসীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তাতে এই রূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তি সমাধি হইতে পুনরুত্থান করে। ইহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মতটি কিছু বিস্তৃত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; তাহাদিগের মতে মৃত ব্যক্তিগণ কোন নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরের সহিত উত্থিত হইবে। ইহা ইহুদি ধর্ম্মেরই রূপান্তরমাত্র, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মেও যে তাহা অঙ্গীকৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই মতের অনুকূল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, পদার্থ-

বিদ্যাতে অতি সামান্য দৃষ্টি থাকিলেই ইহা এক বারে অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাঁহারা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাহারাও "শাস্ত্রে আছে" ইহা ব্যতীত আর কোন প্রমাণই প্রদর্শন করিতে পারেন না। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন, ইহুদিরা পারস্য দেশের সন্নিহিত বাবিলন রাজ্যে অবস্থান কালে পারসীকদিগের নিকট পুনরুত্থান বিষয়ক মত শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচারিত করেন, তাঁহারা ইহার এই কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, বাবিলনে আসিবার পূর্ব্বে ইহুদিদিগের যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুনরুত্থান বিষয়ক মত দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু বাবিলন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এরূপ অনুমান অসম্ভাবিত নহে।

মৃত্যুর পর আত্মা আপনার দিব্য প্রকৃতি সহকারে লোকান্তরে উপনীত হইবে, ইহাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কোন্ লোক সেই লোকান্তর, তাহা পৃথিবীর ন্যায় ভৌতিক বা অন্য প্রকার এবং আত্মা শরীরের ন্যায় কোন প্রকার আবরণ প্রাপ্ত হইবে কি না এ সকল সংবাদ বোধ হয় মর্ত্ত্য লোকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।

আত্মা যে লোকে থাকুক, তাহার আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের অধিকাংশই জনসমাজে অবস্থান না করিলে চরিতার্থ হয় না। এবং অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোটি কোটি আত্মা প্রত্যেকে অনন্ত কাল একাকী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করিবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। ইহাতে সহজেই এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় যে, আত্মা যে লোকে অবস্থান করুক, এখানকার ন্যায় অনেকে একত্র হইয়াই অবস্থান করিবে। এক আত্মা অন্যান্য আত্মার সহিত অবশ্যই সমাগত হইবে, অবশ্যই সমবেত হইয়া পারলৌকিক জীবনের সমস্ত ভোগ্য উপভোগ করিতে থাকিবে এবং অবশ্যই দৃষ্ট হইবে যে, "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

যেখানে সমবেত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে, সেখানে কি এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না যে, লোকান্তরস্থ সমাজের মধ্যে এখানকার অবসৃত বন্ধুসকলও অবস্থান করিবেন? যে খানে অনেক আত্মা একত্রিত হইবেন, সে খানে কি পৃথিবী হইতে সমাগত এক জন বৈ থাকিবেন না? এখানে যাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা কি লোকান্তরে চির কালের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করিবেন? যে পিতামাতার স্নেহবন্ধন এখানে কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে না, তাঁহাদিগকে কি আর দেখিতে পাইব না? যে সন্তান জনক জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া লোকান্তরে পলায়ন করিয়াছে, জনক জননী কি আর তাহার দর্শন পাইবেন না? পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ যে জায়াপতী, রাত্রিসমাগমে চক্রবাকমিথুনের ন্যায়, মৃত্যুর আঘাতে পরস্পর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনন্ত কালের মধ্যে তাঁহাদের পুনর্ম্মেলনের দিন কি আর কখনই উপস্থিত হইবে না? বস্তুতঃ লোকান্তরে পুনর্ম্মেলনের প্রতিকূলে কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত মনুষ্যের প্রকৃতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে পুনর্ম্মেলনের প্রতিকূল ভাব তিরোহিত হইয়া যায় এবং হৃদয় পুনর্ম্মেলনের আশাতে গূঢ়রূপে নৃত্য করিতে থাকে। মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ কিছু কাল আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে, চির কালের জন্য নহে।

যে মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর এই মর্ত্ত্য লোক প্রতিপালন করিতেছেন, তিনিই লোকান্তরের পালয়িতা। এখানে মনুষ্যগণ যাঁহার প্রসাদ

অনবরত উপভোগ করিতেছেন, যিনি এ-খানকার উপযোগী বিবিধ সজ্জা আহরণ করিয়া এই মর্ত্ত্য লোকের অধিবাসীদিগের উপর করুণাবারি বর্ষণ করিতেছেন, গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ উপভোগের জন্য যিনি ইহ লোকে বিচিত্র সুখসামগ্রী সঞ্চয় করিয়া দিতেছেন, তিনি লোকান্তরে অবশ্যই এমন সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রেমাস্পদ পুত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে করিতে তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে সঞ্চরণ করিবে। এখানে যে রূপে অবস্থান করিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, আমাদের আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই পৃথিবীকে সেইরূপ করিয়া রাখিয়াছেন ; এই রূপ লোকান্তরকেও যে তিনি আত্মার উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি ? তিনি মনুষ্যের মঙ্গলেরই জন্য তাহাকে লোকান্তরের সমুদায় ব্যবস্থা জানিতে দেন নাই ; এবং যাহা না জানিতে পারিলে আমাদের হানি হইবে, তাহাও গোপন করেন নাই। পরলোককে কি রূপ সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় না ; কিন্তু এখানে যেমন অবিশ্রামে প্রেম ধারা বর্ষণ করিতেছেন, সেখানেও তাহাকে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই, ইহা নিঃসংশয় সত্য। "কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন দাতা সদে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"

কিন্তু এই পৃথিবীতে দুই প্রকার ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে ;—যে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে জন্মিত হইয়াছে, যত্ন পূর্ব্বক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, যথাযোগ্য রূপে মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচালনা করিতেছে, এই মর্ত্ত্য লোক তাহাকে কতই সুখ ও সন্তোষ প্রদান করে। কিন্তু যিনি ইহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহাকে কতই কষ্ট ও বিরক্তি ভোগ করিতে হয়। যে পৃথিবীতে বাস করিয়া সুস্থ ব্যক্তি দিন দিন পুষ্টি লাভ করিতেছে, সেই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াই রুগ্ন ব্যক্তি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। লোকান্তরেও পুণ্যবান্ ও পাপী এই রূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যিনি আত্মাকে সুস্থ রাখিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করিবেন, তিনি অশেষ অধিকারী হইবেন, [illegible] অবশ্যই [illegible] যন্ত্রণা [illegible] হইবে। এই বিভিন্ন অবস্থাই স্বর্গ ও নরক।

পরলোকের কোন অবস্থাই আত্মার চরম গতি নহে। স্বর্গের উদ্দেশ্য—আত্মাকে স্বর্গান্তরের জন্য প্রস্তুত করা ; নরকের উদ্দেশ্য—আত্মাকে সংশোধন করিয়া স্বর্গ ভোগের উপযুক্ত করা। করুণাময় ঈশ্বরের করুণাবারি কেবল স্বর্গেতেই বদ্ধ হইয়া নাই, কিন্তু নরকের মধ্যেও তাহা সহস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে। অমৃত-ভোজী আত্মা পাপ-রূপ হলাহল পান করিয়া কখনই পরিপাক করিতে পারে না ; ইহ লোকেই হউক, আর পর লোকেই হউক, এক সময়ে অবশ্যই তাহাকে তাহার জ্বালা ভোগ করিতে হইবে ; কিন্তু যিনি ক্ষণ-স্থায়ী শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিতান্ত প্রেমাস্পদ আত্মাকে সুস্থ রাখিবার জন্য যথেষ্ট উপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পুণ্যবান [illegible] উপর আনন্দ পাইয়া উৎসাহ সহকারে যে পথে গমন করিবেন, পাপী ব্যক্তিকে ক্লেশের পর ক্লেশ পাইয়া পরিশেষে সেই পথে উপস্থিত হইতে হইবে।

ঈশ্বরের [illegible] করিয়া পর লোকে [illegible]

হওয়া যাইতেছে, ইহ লোকে থাকিয়া প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান। যখন জানিলাম, আমাদের জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি আত্মসম্পদ্ সকল চিরস্থায়ী, তখন যত্নপূর্ব্বক সেই সমুদায়ের পরিবর্দ্ধন করিব। যখন জানিলাম, লোকান্তরও একেবারে থাকিবার স্থান নহে, তখন এখানকার বন্ধু বিয়োগ জনিত সমুদায় শোকে আপনার অধিক শঙ্কিত হইয়া থাকিব। যখন জানিলাম, যে স্নেহময় পিতা এখানে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি সেখানেও প্রতিপালন করিবেন, তখন তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া কেন না নিশ্চিন্ত হইব।

ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের উন্নতি।

আমাদের ভারতবর্ষে মণিমাণিক্য ও রজত কাঞ্চনের অভাব নাই, নিকৃষ্ট বস্তু এদেশে অতি বিরল। ঈশ্বরের আদেশে প্রকৃতি দেবী বৎসলা জননীর ন্যায়, বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূষণে আমাদের জন্মভূমিকে ভূষিত করিয়াছেন; কিন্তু অনেক সময়ে যেমন স্নেহান্ধ জননীর স্নেহ, সন্তানের হিতের না হইয়া, অহিতের কারণ হয়, সেই রূপ প্রকৃতির অজস্র দানই আমাদের দেশের অনেক দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় শিল্পনৈপুণ্যে অতি উৎকৃষ্ট সুখসেব্য নানাবিধ বিলাস-সামগ্রী উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণের অল্পতা হেতুই হউক বা অন্য কারণেই হউক, যে সকল সামগ্রী মনুষ্য জীবনের আপাততঃ অবশ্যম্ভাবী অভাব বিমোচনের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার নির্ম্মাণে আমাদের শিল্পবিদ্যা সে রূপ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই জন্য আমরা জীবনের নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি ও সভ্যতার পথও কিয়দংশে রুদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল অভাব কি রূপে অতিক্রম করা যায়, আলোচনা করিতে গেলে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনই হঠাৎ মনোমধ্যে সমুদিত হয়। কি রূপে এই লক্ষ্য সর্ব্বতোভাবে সংসাধিত হইতে পারে, কি রূপে আমাদের পণ্য দ্রব্যের সহিত এবম্বিধ বৈদেশিক পণ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় যে, তদ্দ্বারা এ দেশের সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং কি রূপেই বা আমাদের বাণিজ্য-দ্রব্যের বৃদ্ধি হয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করা যেমন কঠিন, তেমনি আবার নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে ঈশ্বর মুক্ত হস্তে দান করিতেছেন, কিন্তু কি রূপ করিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না বলিয়া অনেক সময় অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতেছি।

এই একটি সাধারণ মূল নিয়ম স্পষ্টতঃ বলা যাইতে পারে যে, আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক এই উভয়বিধ বাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতিই কোন কালে স্পৃহনীয় সভ্যতার উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বর যে এই পৃথিবীতে নানা জাতি বিকীর্ণ করিয়া তাঁহার নানাবিধ দান অসমান রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিতরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই অভিপ্রায়ে যে, দূরবর্ত্তী জাতিদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর যাতায়াতের আবশ্যকতা হয় ও তদ্দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইয়া মনুষ্য জাতিকে এক পরিবারের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে সমদুঃখসুখতা উৎপন্ন করে। পরস্পরের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের নিকট গমনাগমন করিলে সামাজিক ভাব দৃঢ়ীভূত হয়, এবং জ্ঞান ও সভ্যতায় যে সকল জাতি নিকৃষ্ট, তাহারা

উচ্চতর সভ্যতার মাহাত্ম্য স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনে সমুত্তেজিত হয়। এ রূপ হইলে শিল্পীগণ কেবল স্বদেশের সঙ্কীর্ণ অভাব মোচন করিয়াই নিরস্ত থাকিতে পারে না. পরন্তু যে সকল সামগ্রী স্বদেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা বিদেশে যোগাইবার ও তাহার বিনিময়ে বিদেশীয় সামগ্রী স্বদেশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, তাহাদের পরিশ্রম ও উদ্যম সতত্তই জাগ্রৎ রাখিতে হয়। এই রূপে মনুষ্যগণ এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতি অতি দূর দেশে অবস্থিতি থাকিলেও পরস্পরকে এক পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিয়া, পরস্পরের অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কোন জাতির মধ্যে, বিজ্ঞান বিষয়ে যাহা কিছু আবিষ্কার বা শিল্প সম্বন্ধে যাহা কিছু উন্নতি হয়, তাহা বাণিজ্য দ্বারা সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ করে ও তৎসমুদায় হইতে যাহা কিছু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই, বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত স্থানের প্রতি সর্ব্ব কালে, সকল জাতীয় বণিক্‌দিগের চক্ষু নিপতিত হয়। সেই প্রাচীন কালে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য অপেক্ষা, ভারতবর্ষের বাণিজ্য কিসে এত উৎকৃষ্ট ছিল, অনুসন্ধান করিতে গেলে তাহার দুইটী কারণ উপলব্ধ হয়। প্রথমতঃ তৎকালীন হিন্দুরা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতায় অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক দ্রব্যজাত বিষয়ে ভারত বর্ষ যেমন এখন, তেমনি পুরাকালেও অদ্বিতীয় ছিল। এই ভারত বর্ষে চির কালই "ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শতখনি রত্নের নিধান।"

প্রাচীন কালের প্রায় সমস্ত সময়, আরবেরাই, ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য একাধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, ও সেই একাধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাহারা যে রূপ প্রয়াস পাইত ও যে সকল উপায় অবলম্বন করিত, তাহা আলোচনা করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, তৎকালে ভারতবর্ষে উৎপন্ন সামগ্রীর কি রূপ আদর ছিল। মিসর দেশীয়েরা যেমন সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে যাতায়াত আরম্ভ করে, তেমনি আলেক্জাণ্ডরের রাজ্যবিভাগের পর, সর্ব্ব প্রথমে তাহারাই ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের শুভ ফল সম্ভোগ করিয়াছিল। মিসর দেশ যে এক কালে শ্রীসৌভাগ্যে বিভূষিত ও সভ্যতা-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল; ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যই তাহার প্রধান কারণ। সিরিয়া নিবাসীগণ অনায়াসে মিসর দেশীয়দিগের তুল্যকক্ষ ও প্রতিযোগী হইতে পারিত, কিন্তু তাহারা টলেমি রাজবংশের প্রবল রণতরীর ভয়ে ও এক প্রকার কুসংস্কার বশতঃ আরব সমুদ্রের পথ ত্যাগ করিয়া, অক্সস নদী ও কাস্পীয় সমুদ্রের পথ দিয়া, ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, সুতরাং তাহারা এই বাণিজ্যে মিসর দেশীয়দিগের অনেক পশ্চাৎ পড়িয়া গেল। এমন কি রোমীয়েরা অন্যান্য যে সকল অভিসন্ধিতে মিসর দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে এই একটি প্রধান অভিসন্ধি ছিল যে, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যটি তাহাদের হস্তগত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিদেশীয়েরা সর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে এত সমাদর করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা স্বয়ং ইহার প্রতি সমুচিত মনোযোগ প্রদান করি নাই। "দেশান্তর-জনগণ, লুটে ভারতের ধন, এ দেশের ধন হায়, বিদেশীয় তরে। আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ

যাক্‌; মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় ধরে।”

এই প্রকার, বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগী হওয়াতেই, এ দেশের সভ্যতাস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে ও [illegible] সুপ্রসিদ্ধ অনুপম শ্রীসমৃদ্ধি কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এমন কি, যে আভ্যন্তরিক বাণিজ্য সকল জাতির, অধিক কি, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কিছু না কিছু দেখা যায়, তাহা সুসভ্য ভারতবর্ষে এখনও তত দূর উন্নতি লাভ করে নাই। আমরা বাণিজ্য বিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা এত পশ্চাদ্বর্ত্তী কেন; অনুসন্ধান করিলে সামান্যতই তাহার তিনটি কারণ উপলব্ধ হয়;—প্রথম, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি দেবী তাঁহার দান এত অজস্র রূপে আমাদের দেশে বর্ষণ করিয়াছেন যে, বিনা আয়াসে আমাদের জীবনের সামান্য অভাব সকল বিমোচিত হইতেছে; সুতরাং সেই সকল অভাব পুরণ করিবার নিমিত্ত দেশান্তরে যাইবার বিশেষ উত্তেজনা হয় না। দ্বিতীয়, আমাদের দেশের জলবায়ু এরূপ জঘন্য যে, একটু পরিশ্রমেই শরীর শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও আমাদের অভাব এত অল্প, যে যৎসামান্য হইলেই আমাদের উপজীবিকা এক রূপ চলিয়া যায়। তৃতীয়, আমাদের দেশাচার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূল;—সমুদ্র যাত্রা করিলেই জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। এই নিমিত্তই এই বাণিজ্যে, আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরুৎসাহ দেখা যাইতেছে। সুতরাং অর্থাগমের যে একটী বৃহৎ দ্বার, তাহা আমাদের নিকট একপ্রকার রুদ্ধ রহিয়াছে। এ দেশের জলবায়ু যদি শরীরকে শীঘ্র ক্লান্ত করিয়া না ফেলিত, অথবা ভূমি ফলবতী করিবার নিমিত্ত যদি অত্যন্ত অধিক আয়াস পাইতে হইত, তাহা হইলে দেশাচার প্রভৃতি কোন বাধাই বাণিজ্যের পথ রোধ করিয়া রাখিতে পারিত না; কঠোর অভাবের নিকট কোন বাধাই তিষ্ঠিতে পারে না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই, যে সাহস ও উদ্যম প্রভাবে ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য অতিমাত্র প্রসৃত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সাহস ও উদ্যম আমাদের মধ্যেও এত দিন বিরাজ করিত সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আলোচনা করা যাউক, ব্রিটিস শাসনে, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের কি রূপ উন্নতি হইতেছে। বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশের বাণিজ্যের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। রেলওএ, ইষ্টিমার, খাল, প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি দ্বারা গতিবিধির অনেক সুবিধা ও ব্রিটিস রাজপুরুষদিগের অপেক্ষাকৃত সুশাসনে দস্যু প্রভৃতির ভয় নিবারণ হওয়াতে, আভ্যন্তরিক বাণিজ্য এক্ষণে নিরাপদে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যও প্রায় প্রতিবৎসর স্থিররূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরাজি ১৮৬৫ সাল হইতে ৬৬ পর্য্যন্ত, তুলার মূল্য সাতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে, বৈদেশিক বাণিজ্যের চূড়ান্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল—প্রায় এক শত চব্বিশ কোটিতে উঠিয়াছিল। যদিও ৬৬ ও ৬৭ সালের বিভীষিকায়, এই বাণিজ্য হ্রাস হইয়া ৯৫ কোটিতে অবতীর্ণ হয়, তথাপি ইহাও ৬২ ও ৬৩ সাল অপেক্ষা অনেক অধিক বলিতে হইবে। ৬৬ ও ৬৭ সালে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নূতন বল সঞ্চারিত হইল—এই সময় হইতেই তুলা প্রভৃতি অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের উন্নতি, কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন, দূরস্থ গ্রাম ও নগরে রেলওয়ে প্রভৃতির বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৬৭ও৬৮ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায়

এক শত কোটিতে উত্থিত হয়, ও ৬৮ হইতে ৬৯ পর্য্যন্ত এই এক বৎসরে একবারে আট কোটি বৃদ্ধি পায়। এ বৎসর বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেক হ্রাস লক্ষিত হইতেছে বটে কিন্তু বোধ হয় উহা চিরস্থায়ী নহে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যে নিয়ত উন্নতির দিকে যাইতেছে তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ৬৮ ও ৬৯ এই দুই বৎসরের বাণিজ্যে বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ব্রহ্ম, সিন্ধু এই পাঁচটি প্রধান বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে কাহাতে কি রূপ হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলে, বোম্বাইকে উচ্চ আসন দিতে হয়। পণ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি বিবেচনা করিতে গেলে, বাঙ্গলা বোম্বাইকে অতিক্রম করে কিন্তু নগদ টাকার আমদানিতে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের বাণিজ্য যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি, এখনও উহার উন্নতি বাঙ্গলা ও বোম্বাই বাণিজ্যের চতুর্থাংশ। করাচি যদিও পঞ্জাব, মধ্য আসিয়া ও সিন্ধু এই তিন প্রদেশের বন্দর, তথাপি উহা অপেক্ষা ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য প্রায় তিন গুণ অধিক হইয়াছে। ইংরাজি ১৮৫০-৫১, ৫৯-৬০, ৬৭-৬৮, ৬৮-৬৯ এই কয়েক বৎসরের সাধারণ পণ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভয়ই সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৫০ সালে ম্যান্চেষ্টর হইতে সাড়ে তিন কোটি টাকার কাপড় আমদানি হয়, তাহা ৬৯ সালে ১৬ কোটি টাকাতে উত্থিত হইয়াছিল ১৮ বৎসরে প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দেশের সাংঘাতিক বিষস্বরূপ মদ্যের আমদানি ভয়ানক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। রপ্তানির মধ্যে চা ও কাফির বিলক্ষণ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। গত বৎসরে কাফি ১ কোটি ও চা এক কোটি টাকার অধিক রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৫০ সালে আর সাড়ে তিন কোটি টাকার তুলা রপ্তানি হয়। ৬৮ সালে ৬ কোটী ও ৬৯ সালে একবারে তাহা ২০ কোটি টাকায় উঠে। চর্ম্ম, তিসি, পশম প্রভৃতির রপ্তানি ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে পাটের ব্যবসায় যখন ৫০ সালে প্রথম কার্য্যতঃ আরম্ভ হয়, তখন প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয়, সেই পাট ৬৯ সালে ২ কোটিতে উঠে ও অন্য কোন বাধা না পাইলে বোধ হয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে। গত বৎসরে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৮ কোটি ও উপকূল বাণিজ্য ধরিলে ১৩০ কোটিতে উঠিয়া ছিল। ইহা বড় সামান্য অঙ্ক নহে। বৃটিসদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান; ইহা তত্রত্য বাণিজ্যের চতুর্থাংশ।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই বাণিজ্য বঙ্গবাসীদিগের হস্ত প্রায় কিছুই নাই। এক্ষণে আমাদের দেশে আর সকল বিষয়ে উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। আমাদের যুবকেরা আর সকল বিষয়েই যশোলাভ করিতেছেন; কি রাজনীতি কি বিদ্যা শিক্ষা, কি ওকালতি, কি চিকিৎসা, সকল বিষয়েই জয় লাভ করিতেছেন; কেবল এই এক বিষয়ে—বাণিজ্য ব্যবসায়ে এখনও তাঁহারা নিরুদ্যম রহিয়াছেন। এ বিষয়ে বোম্বাইএর ভ্রাতৃগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, সম্প্রতি দুই জন বোম্বাই-প্রদেশস্থ হিন্দু, মারকিন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত, ও তত্রত্য কারখানা প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত, তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। বঙ্গীয় যুবকেরা তাঁহাদের এই প্রশংসিত দৃষ্টান্ত কেন না অনুসরণ করেন? যদি তাঁহারা স্বদেশের

উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, যদি তাঁহারা মাতৃভূমিকে অন্যান্য উন্নততর সভ্যতাসম্পন্ন জাতিদিগের সমকক্ষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগী হউন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই পুরাতন বাক্যটি বারম্বার আবৃত্তি করা বাহুল্য কিন্তু এস্থলে এই বাক্যটি উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে, যে হেতু এতৎ সম্বন্ধে যে একটি সংস্কার আছে, তাহা দুরীকরণ বিধেয়। বাণিজ্যে ব্যক্তি বিশেষের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ধন বৃদ্ধি দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি হওয়াই যে বাণিজ্যের একমাত্র ফল তাহা নহে। বাণিজ্য দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি তত হয় না, যত সর্ব্ব সাধারণের অভাব অল্প মূল্যে বিমোচিত হইলে স্বদেশের শ্রীসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। বাণিজ্য দ্বারা পণ্য দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়া যায়; এই রূপ অল্প মূল্যে সাধারণের অভাব পূর্ণ হইলে, যে অর্থ বাঁচে, তাহা স্বদেশের সাধরণ লভ্য; ও এই রূপে প্রকারান্তরে দেশের মূল ধন সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হয়।

আমাদের মধ্যে একণে যে রূপ আত্মনির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে বাণিজ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া, আমরা স্বয়ং সকল বিষয়েই আমাদের দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু সে ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে, তাহা আমরা কার্য্যেতে সম্পূর্ণ রূপে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একণে এতদ্দেশে যাহা কি [illegible] কার্য্যের সূচনা হয়, তাহা কতি[illegible] ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ দ্বারাই পোষিত হয়। যৎকালে এই সকল কার্য্য সর্ব্বসাধারণ দ্বারা পোষিত হইবে, তখনই আমাদের দেশ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিবে। অর্থবলের উপর অনেক কার্য্য নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব অর্থাগমের যে প্রধান দ্বার বাণিজ্য, তাহার প্রতি স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। যে যে উপায়ে স্বদেশের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, সেই সকল উপায় তাঁহারা অবলম্বন করুন। যে যে উপায়ে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। দেশের দুরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত খাল, রাজপথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা—বণিক্‌দিগকে আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান ও তাহাদের পণ্য দ্রব্য যাহাতে সহজে ও নিশ্চিত রূপে বিক্রয় হয় এ রূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া, তাহাদিগকে নানা উৎপাতজনক কর হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করা, এই রূপ নানা উপায়ে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে এই সকল উপায় কার্য্যে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতি, আপনা আপনই হইতেছে, ইহার জন্য বিশেষ আয়াস পাইতে হইবে না। যে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের হস্ত বলিতে গেলে প্রায় কিছুই নাই, যাহাতে এই বাণিজ্যে এদেশের মহাজনগণ প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার প্রতি দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। যে সকল বাধা এই পথে বর্ত্তমান, তাহা দুরীকরণ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, যে বাঙ্গালিদিগের সাহস নাই বলিয়া এই বাণিজ্যে তাঁহারা পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভ্রম মাত্র। এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যে রূপ উদ্যম,

যে রূপ সাহস, যে রূপ অধ্যবসায়, যে রূপ কার্য্যদক্ষতা ও যে রূপ চতুরতা লক্ষিত হয়, যদি তাঁহাদিগের বাণিজ্যপথে দেশাচারগত কতকগুলি বাধা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহারা বৃটিস কিম্বা আমেরিকার বণিকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইতেন না। এই শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যার আলোক যত প্রবেশ করিবে, যতই তাহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইবে, ততই এতদ্দেশীয় বাণিজ্য-উদ্যম পরিসর প্রাপ্ত হইবে। অধুনাতন কৃতবিদ্যগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে [illegible] পথ প্রদর্শন করুন। সুশিক্ষা প্রভাবে তাঁহাদিগের [illegible] প্রসৃত হইয়াছে [illegible] কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছে [illegible] অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে যাইতেছেন, সেইরূপ বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইবার নিমিত্ত তথায় গমন করা তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বাণিজ্যে সুশিক্ষা লাভ করিয়া, দেশ বিদেশে বা- [illegible]। এটি নূতন পথ, [illegible] নিজের যে রূপ [illegible] হইবে, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] দেশের ও উন্নতি হইবে। আমা- [illegible] বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায় কেহই সাহস [illegible] তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা বিলাতে চালান করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হই- য়াছে। এমন কি, শুনিলাম, এক জন বাঙ্গা- [illegible] এক জন ইংরাজ, উভয়ে একত্রে, একই প্রকার দ্রব্য, এক জাহাজেই চালান [illegible], কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ [illegible] ক্ষতি ও ঐ সাহেবের বিলক্ষণ লাভ হইল। আশ্চর্য্যই বা কি, পরের উপর একান্ত নির্ভর করার ফলই এই। আমাদের

দেশীয় লোক [illegible] তাঁহার উপর আমরা [illegible] পারি, যত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, তত কি এক জন [illegible] উপর করিতে পারে? তিনি আমাদের স্বার্থের প্রতি যত দৃষ্টি রাখিবেন, ততকি [illegible] বিদেশীয় রাখিবে? অতএব বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে গেলে, তথায় আমাদের দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্যালয় স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে আমাদের মধ্যে প্রায় কেহই সাহস করিবেন না। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত হয় ব্যক্তিবিশেষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া, নয় সম্ভূয়সমুত্থানের প্রণালীতে দলবদ্ধ হইয়া এই বাণিজ্যে প্র- বৃত্ত হউন। প্রতি জনে যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া এই বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার ন্যায় আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নহে; ইহাতে যে রূপ সাহস ও উদ্যমের স্ফূর্ত্তি পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু কোন একটি নূতন বাণিজ্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইতে গেলে, যেখানে অধিক সাহসের প্রয়োজন, সে স্থলে সম্ভূয়সমুত্থানপ্রণালী অতীব উপ- যোগী। ইহাতে অনেকেরই সাহস হইতে পারে, যে হেতু এই প্রণালী অনুসারে বাজার বুঝিয়া আপন আপন অংশ ক্রয় বিক্রয় করা যায় ও ক্ষতি হইলেও এক বারে উচ্ছন্ন যাইবার কিছুমাত্র ভয় থাকে না।

কি উপায়ে আমাদের দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে, সাধারণের মধ্যে বাণিজ্য- স্পৃহা কি রূপে সঞ্চারিত হইতে পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। [illegible] হইয়া যদি একটি সভা স্থাপন করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা অনেক [illegible] পারে।

এই প্রকার সভা না থাকাতে আমাদের বণিক্‌মণ্ডলীর মধ্যে একটি মহৎ অভাব রহিয়াছে। এই সভা দ্বারা যে রূপ আমাদের দেশের সাধারণ বাণিজ্যের উন্নতি, সেই রূপ প্রত্যেক মহাজনের নিজ নিজ স্বার্থ সুসিদ্ধ হইতে পারে। ঐক্যের অভাবে, এতদ্দেশীয় মহাজনদিগকে কত অসুবিধা ও কত অপমান সহ্য করিতে হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহাদের কাহারও অবিদিত নাই। দুই একটি অসুবিধা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে;—বিনা রসিদে হাউস ও বণিকদিগকে দ্রব্যাদি ছাড়িয়া দিতে হয়। মহাজনদিগের গুদাম হইতে হাউসের কর্ম্মচারীগণ দ্রব্যাদি বুঝিয়া লইয়া গেলেন কিন্তু তৎপরে হাউসে পৌঁছিলে পর যদি ঐ দ্রব্যসমূহে কিছু মাত্র হ্রাস লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার নিমিত্ত সেই কর্ম্মচারীরা দায়ী হন না, প্রত্যুত মহাজনকেই দায়ী হইতে হয়। এই রূপ নানা অসুবিধা আছে তাহা এখানে বিস্তৃত রূপে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যদি কোন তেজস্বী মহাজন, সাহস করিয়া এই সকল কুপ্রথার প্রতিবাদ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ক্ষতি ভিন্ন আর কোন ফল দর্শে না, ঐক্য থাকিলে অনায়াসেই এই সকল অসুবিধা ও কুপ্রথার নিবারণ হইতে পারে ও মহাজনগণও আপনাদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন। ঐক্য গুণের যে কি বল, তাহা সম্প্রতি সেরাজগঞ্জের পঞ্চায়েৎ উজ্জ্বল রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সকল মহাজনের পাট, রেলওয়ে কোম্পানির গুদামে দগ্ধ হইয়াছিল, সেরাজগঞ্জ ঐক্য না হইলে, তাহার মূল্য প্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা ছিল না। সকল বিষয়েই এই রূপ ঐক্য চাই, তাহা না হইলে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। মিলিলে হয় হীন সকল, মিলিলে অতি লঘু তৃণ দল, পায় লৌহ-শৃঙ্খলবল, বাঁধে গজ-রাজে।"

যে রূপ সভার কথা এইমাত্র উল্লেখ করা গেল, আহ্লাদের বিষয় এই যে, ইহার মধ্যেই তাহার কিছু কিছু সূচনা হইয়াছে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় সকল মহাজন যদি ইহাতে যোগ দেন, ও ইহার উন্নতিতে উৎসাহী হয়েন, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে যে এই বীজটি অঙ্কুরিত ও শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া প্রচুর সুবর্ণময় ফল প্রসব করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

শাস্ত্রার্থ ও সদ্ধর্ম্ম বিচার।

দয়ানন্দ সরস্বতী নামক কোন দিগম্বর সন্ন্যাসী কাশীস্থ পণ্ডিতগণের সহিত যে বিচার করিয়াছিলেন এবং প্রশ্নোত্তর রূপে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই একত্র করিয়া মুনশী হরবংশ লালের সম্মতিক্রমে গোপীনাথ পাঠক পুস্তকাকারে বনারস লাইট যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম অংশ শাস্ত্রার্থ। কাশীতে যে রূপ বিচার হইয়াছিল, এই অংশে তাহা আনুপূর্ব্বিক উল্লিখিত হইয়াছে। দয়ানন্দ সরস্বতি স্বামী বলেন যে, পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমা পূজা শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় এবং রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি মালা ও পুণ্ড্রকাদি তিলক ধারণের বিধি বেদেতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেদ বিরুদ্ধ আচরণ ও বেদে যাহার বিধি নাই তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই মহৎ পাপের কারণ। বর্ত্তমান কাশিরাজের উদ্‌যোগে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ উক্ত মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত বিচার করেন। কিন্তু বিচারবিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হইল যে, কেহই বেদ হইতে প্রতিমা পূজা প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্বামীকে প্রধান বেদজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিতে হয় কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত বিতণ্ডা প্রকাশ পাইতেছে,—বেদের সময়ে এক প্রকার পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; বেদ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে, সেই সকল পুরাণ বেদেরই অন্তর্গত হইয়া আছে। কিন্তু স্বামী কেবল যুক্তিচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহার সত্তা লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সদ্ধর্ম্ম বিচার নামক অপর অংশে প্রশ্নোত্তর রূপে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কএকটি উৎকৃষ্ট বোধ হইল। তিনি স্ত্রী লোকদিগের অষ্টম দশম বর্ষে বিবাহের বাধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কুমারী অবস্থায় ঋতুমতী হইলে পিতা মাতা দুরদৃষ্টভাগী হন বলিয়া লোকের যে সংস্কার আছে, তাহা তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বশতঃ দেবরাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রতি জঘন্য ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন; কোন শাস্ত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ ও কোন শাস্ত্র এক বারে অপ্রমাণ বলিয়া তাঁহার যে সংস্কার আছে, এই ভ্রান্তিটি তাহারই ফল।

LIFE AND CHARACTER OF PRINCE ALBERT.

"ফ্যামিলি লিটরেরি নামক সভাতে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মল্লিক রাজকুমার আলবর্টের জীবন ও আচরণাদির বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আলবর্টের জীবন চরিত প্রসঙ্গে ইহাতে নানা বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভ্রম নিরাস।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহতাবচন্দ্ বাহাদুর শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি দ্বারা নানা শাস্ত্র হইতে সার সংকলন পূর্ব্বক এই পুস্তক প্রণয়ন করাইয়াছেন। এদেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতা যে হিন্দু শাস্ত্রের সম্যক অনুগামিনী নহে, প্রত্যুত একমাত্র পরব্রহ্মের আরাধনাই হিন্দু শাস্ত্রের সার বিধি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে তাহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্গ মহিলা।

এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যক পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি অবশ্য সমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

আয় ব্যয়।

[illegible] মাসের আয় ব্যয় [illegible]

আয় ...	[illegible] ৩ ।১০
পূর্ব্বকার স্থিত	[illegible] ৩ ৩ ৶৫
সমষ্টি	[illegible] ৬ ।৶১৫
ব্যয় ...	[illegible]
স্থিত ...	[illegible] ৬৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	২৫ ।/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৭৭ ।৶০
পুস্তকালয় ...	৫১৭ ৸১৫
যন্ত্রালয়	৯৩ ।/৫
গচ্ছিত ...	১ ১৯ ।৶১০
সমষ্টি	৯২৩ ।১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫৮৭ ৸১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৬ ॥৶৫
পুস্তকালয়	৫৬ ॥/১৫
যন্ত্রালয়	২৮২ ।৶৫
গচ্ছিত	২৩ /০
সমষ্টি ...	৯৪৬ ।১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ...	৫
" কাশীশ্বর মিত্র	৪
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)	২
" কৈলাসমণি চট্টোপাধ্যায়	২
" [illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	[illegible]
" নানাস্থানে প্রাপ্ত ...	১।/০
সমষ্টি	১৫ ।/০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

A discourse on "Religion, Universal, National, and individual" will be delivered by Baboo Nobo Gopal Mitter at the Adi Brahmo Samaj Library Hall on Saturday the 21st May, 9th Jyaishtha at 8 P. M.

আগামী ৯ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে [illegible] ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ২৬ [illegible] [illegible] পর কোন[illegible] [illegible] হইবে।

সংবৎ ১৯২৭ [illegible]

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র ১৭৯২ শক

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং

কুৎস ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২১২

৬। কদ্ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণং। কদর্য্যম্নো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

৬। হে দেবাঃ 'বঃ' যুষ্মাকং সম্বন্ধিনঃ 'ঋতস্য' সত্যস্য অভিমতফলপ্রাপণস্য 'ধর্ণসি' ধারণং 'কৎ' কুত্র গতং 'বরুণস্য' অনিষ্টনিবারকস্য দেবস্য 'চক্ষণং' অনুগ্রহদৃষ্ট্যা দর্শনং 'কৎ' ক্ব গতং, 'মহঃ' মহতঃ মহানুভাবস্য 'অর্য্যম্ণঃ' অরীণাং নিয়ন্তুরেতৎসংজ্ঞকস্য দেবস্য সম্বন্ধিনা 'পথা' শোভনমার্গেণেষ্টদেশপ্রাপণং 'কৎ' ক্ব গতং, এতৎ সর্ব্বং যুষ্মাস্বেব বর্ত্ততে ন কুত্রাপি গতং, অতো বয়ং 'দূঢ্যঃ' দুর্ব্বুদ্ধীন্ পাপবুদ্ধীন্ অস্মদনিষ্টাচরণপরান্ শত্রূন্ 'অতিক্রামেম' অতিক্রমেম ইতঃ কূপাদস্মাৎ কূপপাতলক্ষণাদ্দুঃখাৎ বয়মুত্তীর্য্য জীবেম। হে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অস্য মে' মদীয়মিদং স্তোত্রং 'বিত্তং' জানীতং।
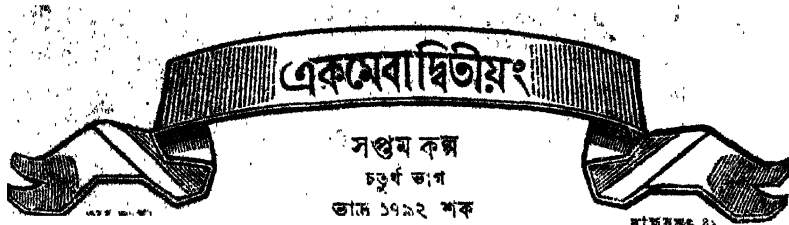
৬। হে দেবতা সকল! তোমারদিগের সত্য ধারণ এখন কোথায়? বরুণের অনুগ্রহ-দৃষ্টি এখন কোথায়? মহানুভাব অর্য্যমার শোভন পথ এখন কোথায়? আমরা দুর্ব্বুদ্ধি শত্রুদিগকে অতিক্রম করি। হে স্বর্গ পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২১৩

৭। অহং সো অস্মি যঃ পুরা সুতে বদামি কানিচিৎ। তং মা ব্যন্ত্যাধ্যো বৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং বিত্তং মে অস্য রোদসী।

৭। হে দেবাঃ 'পুরা' পূর্ব্বস্মিন্ কালে 'সুতে' যুষ্মদর্থমভিষুতে সোমেঽভিষুতে 'কানিচিৎ' কতিপয়ানি স্তোত্রাণি 'যঃ' 'অহং' 'বদামি' উক্তবান্ 'অস্মি' 'সঃ' এবাহমস্মি 'তং' তাদৃশং 'মা' মাং 'আধ্যঃ' অভিতঃ চিন্তাঃ পুত্রাদ্যভাবজনিতা মানস্যো বাধাঃ 'ব্যন্তি' ভক্ষয়ন্তি তত্র দৃষ্টান্তঃ 'তৃষ্ণজং' জাততৃষ্ণং পিপাসয়া উদকং প্রতি গচ্ছন্তং 'মৃগং' 'বৃকো ন' যথারণ্যশ্বা মধ্যে মার্গে গচ্ছন্তং ভক্ষয়তি তদ্বৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৭। হে দেবতা সকল! পূর্ব্ব কালে সোম অভিষুত হইলে যে আমি কতকগুলি স্তোত্র বলিয়াছিলাম, এইক্ষণে যেমন বন্য কুক্কুর তৃষ্ণাতুর মৃগকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ সেই আমাকে মানসিক ব্যথা সকল ভক্ষণ করিতেছে। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২১৪

যবমধ্যা মহাবৃহতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা

৮। সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ। মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারন্তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

[illegible]

৮। হে ইন্দ্র! যেমন সপত্নীগণ স্বীয় [illegible] পীড়া দেয়, [illegible] কূপের ভিত্তি [illegible] চতুর্দিক হইতে পীড়া দিতেছে। হে শতক্রতু, ইন্দ্র! তোমার স্তোতা যে আমি, যেমন মূষিকেরা আপনাদিগের সূত্র সকল ভক্ষণ করে, সেই রূপ [illegible] আমাকে ভক্ষণ করিতেছে। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২১৫

৯। অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা। ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যঃ স জামিত্বায় রেভতি বিত্তং মে অস্য রোদসী।

৯। 'অমী' দ্যুলোকে বর্তমানাঃ 'সপ্ত' [illegible] 'রশ্ময়ঃ' সূর্যস্য কিরণাঃ সন্তি 'তত্র' তেষু রশ্মিষু [illegible] 'মে' মদীয়া 'নাভিঃ' 'আততা' সংবদ্ধা [illegible] 'ত্রিতঃ' [illegible] 'আপ্ত্যঃ' অপাং পুত্রঃ ঋষিঃ 'তৎ' [illegible] 'বেদ' জানাতি [illegible] 'সঃ' [illegible] 'জামিত্বায়' [illegible] 'রেভতি' তান্ রশ্মীন্ স্তৌতি, অন্যৎ সমং ॥

৯। যে সপ্ত সংখ্যক সূর্যরশ্মি দ্যুলোকে বর্তমান, সেই রশ্মিতে আমার নাভি সম্বদ্ধ আছে। জলের পুত্র ত্রিত নামক ঋষি তাহা জানেন, সেই ঋষি কূপ হইতে নির্গমনের জন্য রশ্মিদিগকে স্তব করিতেছেন। হে স্বর্গ ও পৃথিবি! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২১৬

১০। অমী যে পঞ্চোক্ষণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ। দেবত্রানু প্রবাচ্যং সধ্রীচীনানি ববৃতুর্বিত্তং মে অস্য রোদসী। ১। ৭। ২১।

১০ 'উক্ষণঃ' [illegible] পঞ্চ, তদ্ যথা ইন্দ্র- [illegible] যম সবিতা চ [illegible] পঞ্চসংখ্যাকাঃ দেবাঃ. যদ্বা অগ্নির্বায়ুঃ সূর্য্য- [illegible] বিদ্যুদিত্যেবং পঞ্চসংখ্যকাঃ, তথাচ শাট্যায়নকং [illegible] লোকেষু দীপ্যন্তে অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুরন্তরিক্ষে চ আদিত্যো দিবি চন্দ্রমা নক্ষত্রে বিদ্যুদপ্সু [illegible] নক্ষত্রলোকে, অপ্সু মেঘদেশা- [illegible] অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুর- ন্তরিক্ষে চ সূর্য্যো দিবি চন্দ্রমা দিক্ষু নক্ষত্রাণি স্বর্লোকে ইতি। 'যে অমী পঞ্চ' পঞ্চসংখ্যাকা দেবাঃ 'মহো দিবঃ' মহতো [illegible] দ্যুলোকস্য 'মধ্যে' 'তস্থুঃ' তিষ্ঠন্তি আসতে। [illegible] প্রশংসনীয়ং দেবা- [illegible] 'সধ্রীচীনাঃ' সহাঞ্চন্তো [illegible] দেবাঃ মদীয়ং পরিচরণং স্বীকুর্বন্তি [illegible] 'নিববৃতুঃ' [illegible] নিবর্তন্তে চ, অন্যৎ সমানং। ১। ৭। ২১।

১০। কামাভিবর্ষুক ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম, ও সবিতা এই পাঁচ দেবতা মহান্ দ্যুলোকে স্থিতি করেন, তাঁহারা অন্য দেবতাদিগের সহিত আমার এই স্তোত্র ও পরিচর্যা স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হয়েন। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও। ১। ৭। ২১।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃসৃত হইয়া যায়। ৪

অপবিত্র বিষয়, অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, অথ এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন করিলেই মনুষ্যের পতন হয়; অতএব কোন ইন্দ্রিয়কেই যথেচ্ছ রূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবেক না। ৪

১০৫

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিযন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ। ৫

ইদানীমিন্দ্রিয়সংযমোপায়মাহ। 'এতানি' [illegible] 'বিষয়েষু' 'প্রজুষ্টানি' প্রসক্তানি [illegible] নিত্যঙবিষ-[illegible] [illegible] 'সংনিযন্তুং' [illegible] বা 'জ্ঞানেন'। [illegible] জ্ঞাপাবেন বিবেকিভি-রিন্দ্রিয়[illegible] সংযমঃ কর্ত্তব্য ইতি বাক্যার্থঃ। ৫

যেমন জ্ঞানের অদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না। ৫

বিষয় সুখের আস্বাদন একবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক্ করিয়া হেয় বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবেক। ৫

১০৬

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ। প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্। ৬

প্রমদবর্জ্জিত পুরুষান্ ইতি 'প্রমদাঃ' স্ত্রিয়স্তাঃ 'লোকে' 'অবিদ্বাংসং' 'পুনঃ' 'বিদ্বাংসম্ অপি বা' 'কামক্রোধবশানুগং' কামক্রোধবশানুবর্ত্তিনং পুরুষং 'উৎপথম্' উ-[illegible] 'নেতুং' প্রাপয়িতুম্ 'অলং' সমর্থাঃ। ৬

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক, বা বিদ্বানই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হয়। ৬

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বান্ই হউন, বা মূর্খই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিবেক। ৬

১০৭

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্। ৭

অতএব 'ইন্দ্রিয়গ্রামং' বহিরিন্দ্রিয়গণং 'বশে কৃত্বা' 'তথা' 'মনঃ' 'চ' 'সংযম্য' 'সর্ব্বান্' 'অর্থান্' পুরুষার্থান্ 'সং[illegible]' 'যোগতঃ' উপায়েন 'তনুং' স্বদেহঞ্চ 'অক্ষি-ণ্বন্' অপীড়য়ন্ সন্। ৭

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক। ৭

উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করা পুরুষার্থ সাধনের প্রকৃত উপায় নহে, তাহাতে মনুষ্য নিস্তেজ হইয়া যেমন পাপাচরণে নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ পুণ্যাচরণেও অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব মন ও ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে অপবিত্র বিষয়ভোগে উন্মুখ না হয় এই রূপে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায় দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোক লোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর মনুষ্যকে দুইপ্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে [illegible] সুখ আস্বাদন করিতেও [illegible] করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ বিষয় সুখের উপভোগেই নিযুক্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অবনতি প্রাপ্ত হয়। ৭

সাধুতা অভ্যাস।

আমি সর্ব্বদা সকল স্থানেই ঈশ্বরের সমক্ষে বাস করিতেছি। তিনি আমাকে সর্ব্বদা দেখিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাতে নিপতিত রহিয়াছে। আমি গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করি আর প্রান্তরে সঞ্চরণ করি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন। আমি আলোকের মধ্যে উপবিষ্ট হই, আর অন্ধকারেই প্রবেশ করি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন। আমি শয্যাতলে নিভৃত ভাবে শয়ন করি, আর কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যস্ত হইয়া থাকি; তিনি আমাকে দেখিতেছেন। যখন জনতার মধ্যে প্রবেশ করি, তিনি আমাকে দেখেন; যখন নির্জ্জনে লুক্কায়িত হই; তিনি আমাকে দেখেন। তিনি আমার কর্ম্ম দেখিতেছেন, তিনি আমার চিন্তাও দেখিতেছেন। তিনি আমার বাহিরের সমুদায় জানিতেছেন, তিনি আমার অন্তরের সমুদায় জানিতেছেন। এখানে উপবিষ্ট হইয়া যাহা করিতেছি, তিনি তাহা দেখিতেছেন, অন্যত্র গিয়া যাহা কিছু করিব, তিনি তাহাও দেখিবেন। জাগরিত হইয়া তাঁহারই দৃষ্টিপথে অবস্থান করি, নিদ্রিত হইয়া তাঁহারই দৃষ্টিতলে বিশ্রাম করিতে থাকি। তাঁহারই সম্মুখে সুখ সম্পদ্ ভোগ করিতেছি, তাঁহারই সম্মুখে দুঃখ বিপদ্ ভোগ করিতেছি তিনি আমাদের হর্ষও জানেন, তিনি আমাদের শোকও জানেন। তাঁহার সমক্ষেই সুস্থতার স্ফূর্ত্তি ভোগ করি, তাঁহার সমক্ষেই রোগের যন্ত্রণা ভোগ করি। যখন তাঁহাকে স্মরণ করি, তখন তাঁহারই সম্মুখে থাকি, এবং তাঁহারই সম্মুখে বাস করিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হই। যখন পুণ্য কর্ম্ম করি, তখনও তিনি দেখেন, যখন পাপাচরণ করিতে যাই তখনও তিনি দেখেন। তাঁহার দৃষ্টি পর্ব্বতগহ্বরে বিদ্যমান, তাঁহার দৃষ্টি সমুদ্র তলে প্রবিষ্ট। যাহা তাঁহার নিকট গুপ্ত হইয়া আছে এমন কিছুই নাই; যাহা তাঁহার নিকট গুপ্ত হইয়া থাকিবে, এমন কিছুই নাই। যাহা মনুষ্যগণ জানিতে পারে না, তাহা তিনি জানিতে পারেন; যাহা তিনি জানিতে পারেন না, এমন কিছুই নাই। যাহা মনে কল্পনা করি, তিনি তাহাও জানেন, যাহা কাহারও কর্ণে কর্ণে বলিতে যাই, তাহাও তিনি শুনেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টির অগোচরে কিছুই নাই,—কোন স্থান নাই, কোন কাল নাই, কোন ব্যক্তি নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন কর্ম্ম না

হে আত্মন্! তুমি তাঁহার এই সর্ব্বত্র-ব্যাপিনী সর্ব্বান্তর্যামিনী উজ্জ্বল দৃষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছ। তুমি যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় অবস্থান কর, কখনই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবে না। মনে করিও না, তোমার ভাব ও কর্ম্মের কিছুমাত্র তাঁহার অগোচর থাকে। মনুষ্যের ক্ষীণ দৃষ্টি তোমাকে অতি অল্পই জানিতে পারে; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর নিকটে তোমার সমুদায়ই উদ্‌ঘাটিত হইয়া আছে। তোমার যে গুণ কেহই জানে না, তাহা তিনি জানেন, তোমার যে দোষ কাহারও চক্ষুতে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা তিনি দর্শন করেন। তুমি সর্ব্বদা সেই দৃষ্টি দর্শন করিয়া সংসারে বিচরণ কর। অনাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে যেমন মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণ নিপতিত হয়, তোমার উপরে সেই জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি সেই রূপ নিপতিত হইয়া আছে। পাপ পুণ্য, রোগ সুস্থতা, শোক হর্ষ ও সম্পদ্ বিপদ্ সকল অবস্থাতে সেই দৃষ্টি সমভাবে তোমাকে দেখিতেছে। আলোকে যাও, সেখানেও সেই দৃষ্টি; অন্ধকারে যাও, সেখানেও সেই দৃষ্টি; সজন নগরেও সেই দৃষ্টি তোমাকে

পৃথক্ করিয়া দেখিতেছে, বিজন গহনেও তাহা তোমাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তুমি সেই দৃষ্টি অনুভব কর; যখন অনুভব করিতে পারিবে না, তখন স্মরণ কর।

হে সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর! কোন্ মোহ আসিয়া আমাকে অন্ধ করে, তোমার এই উজ্জ্বল দৃষ্টিও দেখিতে পাই না। তোমার সম্মুখ হইতে কোথায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইব। তোমার দৃষ্টি আলোক ও অন্ধকারে সমান, তোমার দৃষ্টি সজন ও বিজনে সমান। তোমার দৃষ্টির মধ্যে বাস করিতেছি, চিরকাল তোমার দৃষ্টির মধ্যে থাকিব। ভূলোক তোমার চক্ষুর উপরে, দ্যুলোক তোমার চক্ষুর উপরে, ইহ লোক তোমার চক্ষুর উপরে, পর লোক তোমার চক্ষুর উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৃহত্তর পর্ব্বতশ্রেণি যেমন তোমার দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইতেছে, সূক্ষ্মতম পরমাণুও তোমার দৃষ্টিপথে সেইরূপ সুব্যক্ত হইয়া আছে! তোমার দৃষ্টি আমাদের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত রূপে প্রবেশ করিয়া আছে। হে সর্ব্বদর্শী! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যে তোমার এই দৃষ্টি যেন অনুক্ষণ দেখিতে পাই।

আত্মদর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

উপনিষদে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে যে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন উভয়ে আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যথারীতি গুরু-কুলে অবস্থান করিলে পর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও সুন্দর পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইয়া জলপূর্ণ শরাবের সন্নিধানে উপস্থিত হইতে অনুমতি করিলেন; তদনুসারে তাঁহারা সেইরূপ করিলে পর তিনি শরাবে তাঁহাদিগের শরীরের প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, উহাই তোমাদের আত্মা। অসুররাজ বিরোচন প্রজাপতির এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না; তিনি শরীরকেই আত্মা ভাবিয়া স্বজাতিদিগের মধ্যে গিয়া তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দ্র যত দিন যথার্থ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেন, তত দিন গুরুকুলে অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধকাম হইলেন। এই আখ্যায়িকা পাঠ করিলে সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে যে, আত্মতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য সমাজে বহুকাল অবধি বিবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং মহর্ষিগণ আখ্যায়িকাব্যপদেশে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাবসমন্বিত না হইতে পারিলে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল মনুষ্যের নিকট পরিস্ফুরিত হয় না। পূর্ব্ব কালের ন্যায় এখনও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে নানা মত দৃষ্টিগোচর হয়; সকল মতের লোক হইতেই স্ব স্ব মতের অনুকূল যুক্তি সহকারে ভূরি ভূরি দর্শন শাস্ত্র সকল আবির্ভূত হইতেছে এবং সকলেই মনে মনে অন্যকে পরাজিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। যাহার মনে যে ভাব প্রবল হইয়া আছে, সে ব্যক্তি পরস্পরের বিচার ও তর্কপ্রণালী তুলনা ও আলোচনা করিয়া সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন দর্শন হইতে সেই ভাবের অনুকূল পথই অবলম্বন করে।

সে যাহা হউক আত্মার বিষয় নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত কত দর্শনকার কত প্রকার মত প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত নীরস তর্কাবলির উল্লেখ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে

থাকিলেই বাহ্য বিষয় সমস্ত সহজেই প্রত্যক্ষ হয়, সেই রূপ অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃতিস্থ থাকিলেই আধ্যাত্মিক বিষয় সকল সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক বিষয় সমস্ত দর্শন করিতে অভ্যাস করাই অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কৃত করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু বাহ্য বস্তু সকল স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না; চালনা করিতে করিতে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে; ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধি যদি কোন শিশুকে অন্ধকার-গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে কিয়ৎ বৎসরের পর তাহাকে বাহিরে আনিলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দর্শনশক্তি কিছুই বিকশিত হয় নাই, সে বাহ্য বিষয় সকল স্পষ্ট রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। আত্মার শক্তি সকলের বিষয়েও সেই রূপ, ইহাও পরিচালনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অধিকাধিক উন্মেষিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি যত উজ্জ্বল হইবে, ততই উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয় সকল প্রতীত হইতে থাকিবে। বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিও নানা প্রতিবন্ধকে বিকৃত হইতে পারে এবং বিকৃত হইলে তাহার সহজ বিষয় সকলও ছায়ার ন্যায় হইয়া পড়ে।

যেমন বাহ্য বিষয়ের পরীক্ষাই প্রাকৃত বিজ্ঞানের, তেমনি অধ্যাত্ম বিষয়ের পরীক্ষাই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের পত্তন ভূমি। আমরা যে সকল জড় পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, প্রথমে অতি সামান্য রূপে তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ হয়। পরে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান কি রূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে দেখ—কি জ্যোতিষ, কি ভূতত্ত্ব, কি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কি শারীরস্থান কি রসায়ণ বিদ্যা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমুদায় অঙ্গই এক্ষণে কি রূপ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ রূপ সহজ জ্ঞানই এই সমুদায়ের মূল। এবং এই সমস্ত জ্ঞান দ্বারা যে কেবল জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ হইতেছে তাহা নহে, উহা দ্বারা কি রূপ মহোপকারক ফল উৎপন্ন হইতেছে, ইহা কাহারও অগোচর নাই। সেই রূপ সহজ জ্ঞানে আরোহণ করিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে যে তদ্বিষয়ে জ্ঞানের বহু উন্নতি হইবে এবং তদ্দ্বারা যে মহৎ ফল উৎপন্ন হইতে পারিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

আপনাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সঞ্চরণ করিবার ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত জটিল পথ অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা স্বাভাবিক, স্বভাবে অবস্থান করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে। তাহা হইলে অতি সহজেই এই সকল তত্ত্ব পরিস্ফুরিত হইবে যে, যে সকল জড় পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি যেমন আমি তাহা হইতে ভিন্ন, যে গৃহে বাস করিতেছি যেমন আমি তাহা হইতে ভিন্ন, যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি, যেমন আমি তাহা হইতেও ভিন্ন, সেই রূপ যে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছি আমি তাহা হইতেও ভিন্ন। আমি জানিতেছি যে আমি চৈতন্যময় আত্মা। আমার শরীর অনেক অংশে বিভক্ত, কিন্তু আমি এক। বর্ষে বর্ষে আমার শরীরের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু আমি বাল্যাবধি সেই আছি। আমি চক্ষু নই, কিন্তু চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেছি; আমি কর্ণ নই, কিন্তু কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতেছি। আমি কোন অঙ্গের বা অঙ্গসমষ্টির গুণ নই, কিন্তু নিজেই গুণবান্ বস্তু; আমার সেই সমস্ত গুণ জড়ীয়

যে, এক জন অনক্ষর কৃষক স্বভাবসিদ্ধ সং-
স্কার বশতঃ আত্মাকে যে রূপ বলিয়া জানে
এবং অস্পষ্ট ভাবে যে রূপ ব্যাখ্যা করে,
এক জন সুনিপুণ দর্শনকার পণ্ডিত সেই
রূপই জানেন, অধিকন্তু অপেক্ষা কৃত স্পষ্ট
রূপে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান এমন সহজ যে, তাহা
অপেক্ষা আর অধিক সহজ করা যাইতে
পারে না; সহজ করিবার নিমিত্ত যতই
[illegible] পাওয়া যাইবে, ততই জটিলতা আ-
[illegible] উপ[illegible] হইবে। ইউরোপের এক জন
পণ্ডিত, "আমি [illegible]" এই সহজ সত্যটি যুক্তি
দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।
তিনি বলেন, "আমি আছি যে হেতু আমি
চিন্তা করিতেছি—আমার চিন্তা আমার
অস্তিত্বের প্রমাণ।" ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ
ও তর্কশাস্ত্রের অবমাননাকর যুক্তি আর
কিছুই নাই—"আমি আছি" এ জ্ঞান যদি
প্রমাণাপেক্ষ হয়, তবে আমি যে "চিন্তা করি-
তেছি" তাহার প্রমাণ কি? ফলতঃ যার পর
নাই সহজ বিষয় আরও সহজ করিতে
গিয়া সেই পণ্ডিতের বুদ্ধি এমন জটিল পথ
অবলম্বন করিয়াছিল যে, [illegible] অস্তিত্বই
তাঁহার চিন্তার ভূমি, তাহার চিহ্ন, তাঁহার
[illegible] ইহা তিনি একবারে
[illegible] হইয়া গেলেন। সম্মুখে এই জড়
[illegible], [illegible] দেখি-
[illegible] করিতেছি। এখানে
কোন [illegible] উৎপন্ন হইবার অবকাশ নাই;
কিন্তু ইহা [illegible] ঘোরতর আন্দোলন হইয়া
গিয়াছে, সেই আন্দোলন নহে, এই রূপ
সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে, "বস্তুতঃ এ জগৎ
নাই, আমরা যাহা দেখিতেছি, সে আমা-
দের ভ্রম।" ব্রহ্মজ্ঞানও অতি সহজে মনু-
ষ্যের মনে উদ্দীপ্ত হয়; তথাপি দেখ,
ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া কত প্রকার বিচার
চলিতেছে। অতএব সহজ বিষয় আরও
সহজ করিতে গেলেই আরও জটিল হইয়া
উঠিবে।

সহজ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছে বলিয়া
কাহাকেও তিরস্কার করা কর্ত্তব্য নহে। চি-
ন্তার প্রণালী ও হৃদয়ের অবস্থা নৈসর্গিক
পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতে সহজ বিষ-
য়েও সংশয় উৎপন্ন হয়, এই জন্য তিরস্কার
ও তর্কে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও সংশয়
অপনোদিত হয় না। তাঁহাদের চিন্তা প্র-
ণালীর পরিবর্ত্তন ও হৃদয়ের স্বাভাবিক
অবস্থা পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে কেবল সহায়তা
করা যাইতে পারে। এ রূপ সন্দিহান
লোক জগতের মধ্যে সংখ্যায় অতি অল্প।
কি বর্ব্বর কি সভ্য যে কোন জাতির মধ্যে
প্রবেশ করিয়া দেখ, সহজ জ্ঞানেরই সম্যক্
আধিপত্য দেখিবে। এক ব্যক্তি লিখি-
য়াছেন যে, যেমন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে
নিষেধ সাধারণ বিধির সত্তাই সপ্রমাণ
করে—"অমুক দিবসে এই কর্ম্ম করিবে না"
বলিলে যেমন আর সকল দিবসে তাহা
অনুষ্ঠান করিবার বিধিই প্রাপ্ত হওয়া যায়,
সেই রূপ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অবিশ্বাস
সাধারণ বিশ্বাসই সপ্রমাণ করিয়া দেয়।

"আমি আছি" "আমি নিজেই এক বস্তু,
কোন বস্তুর গুণ নই" "আমি হস্ত নই পদ
নই, চক্ষু নই কর্ণ নই, হৃদয় নই মস্তিষ্ক
নই" "আমি জড় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন,
জড়ের কোন গুণ আমাতে নাই, আমার
কোন গুণ জড়েতে নাই।" এই সমস্ত সত্য
অন্তর্দৃষ্টির অতি সহজ বিষয়। যেমন রূপ
চক্ষুর সহজ বিষয়, যেমন শব্দ কর্ণের সহজ
বিষয়, যেমন শৈত্য উষ্ণতা প্রভৃতি স্পর্শ-
গুণ সকল ত্বকের সহজ বিষয়, সেই রূপ এই
সমস্ত সত্য অন্তর্দৃষ্টির সহজ বিষয়। যেমন
চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সকল প্রকৃতির

গুণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি জড়ীয় গুণ আমাতে নাই এবং জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আমার গুণ কোন জড় পদার্থে নাই। আমি আত্মা। ইহাই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রথম তত্ত্ব, ইহা আয়ত্ত হইলেই আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ধর্ম্ম সংস্কার।

মনুষ্যের নিকটে ধর্ম্মের তুল্য গুরুতর পদার্থ আর কিছুই নাই, ধর্ম্মের তুল্য আলোচ্য বিষয় আর কিছুই নাই এবং আপামর সাধারণ সকলেরই সমান মমতা আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বস্তুও ধর্ম্মের তুল্য আর কিছুই নাই। ঐহিক ও পারত্রিক সমুদায় মঙ্গল এক মাত্র ধর্ম্মের সঙ্গেই বদ্ধ হইয়া আছে। নিজের উন্নতি, পরিবারের উন্নতি, সমাজের উন্নতি ও জাতি সাধারণ উন্নতির নিমিত্তে যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনই তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এমন কি, ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিষয়ক মত যে পরিমাণে বিশুদ্ধ হইবে, আচার ব্যবহার রীতি নীতিও সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিবে। কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভের নিমিত্ত আরও নানাবিধ উপকরণ আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয় ও সমধিক কার্য্যকর। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল লোকদিগকে যে রূপ নিয়মিত করিয়া রাখে, এমন আর কিছুই নহে। সামাজিক শাসন বা রাজনিয়ম জনসমাজের কেবল বাহ্য পাপাচার সকল আপাততঃ দমন করিতে পারে, তাহার মূল উৎপাটন করিতে পারে না, প্রত্যুত, উক্ত উভয়বিধ শাসন-প্রণালী যতই [illegible] হয়, ততই পাপাচারের নূতন নূতন পন্থা সকল উদ্ভাবিত হইতে থাকে। সংপ্রতি কোন রাজ নিয়মের দোষ-গুণ বিচার উপলক্ষে এক ব্যক্তি কহিলেন, কোন একটি নূতন রাজনিয়ম হইলেই কি রূপে তাহা লঙ্ঘন করিয়াও দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিতে পারি, আমরা অগ্রে তাহার পথ অনুসন্ধান করি। অন্তঃকরণ শিষ্ট না হইলে মনুষ্যকৃত শাসনপ্রণালীর কি রূপ দুরবস্থা হয়, এই কথা দ্বারা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আর কিছুই নহে, এক মাত্র ধর্ম্মানুশাসনই প্রত্যেকের ও সমাজের অন্তর বাহির বিশুদ্ধ করিতে পারে। যদি ধর্ম্মশাস্ত্র কোন একটি কুপ্রথার অনুমোদন করে, তাহা হইলে লোকে তাহার দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না এবং তদ্দ্বারা শত শত অনিষ্টাপাত হইলেও সাধ্যানুসারে তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এবং কি ব্যক্তিগত চরিত্র কি জাতিসাধারণ চরিত্র উভয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রচলিত ধর্ম্মের প্রকৃতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা অতি যথার্থ কথা যে, রাজনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার ও বিষয় কর্ম্মের রীতি পদ্ধতি প্রভৃতি মনুষ্য-জীবনের আবশ্যক সমুদায় বিষয়েই প্রচলিত ধর্ম্মের সুন্দর বা কুৎসিত ভাব অনেক অংশে সংক্রামিত হয়। যে সকল সদাচার ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদন থাকাতেই মুসলমান-দিগের সংস্রব প্রভৃতি নানাবিধ বিপ্লবজনক কারণেও তাহা এক বারে উন্মূলিত হয় নাই এবং যে সকল কুপ্রথা আমাদিগকে হীন ও মলিন করিয়া রাখিয়াছে, প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্রব থাকাতেই তাহা নিতান্ত দুষ্পরিশোধ্য হইয়া রহিয়াছে।

অতএব যদি কেহ হৃদয়ের সহিত লোকের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি ধর্ম্ম সংস্কারই

সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। সেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের [illegible] উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানে অনেকের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। কিন্তু এই [illegible] কএকটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

[illegible] ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে উন্নতির [illegible] তাহার নিদিষ্ট [illegible] সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা-রই ইচ্ছানুসারে মনুষ্য জাতি আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। [illegible] পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে; এক উপায়ে না হয়, অন্য উপায়ে হইবে; এক জন দ্বারা না হয়, অন্য জন দ্বারা হইবে এক পুরুষে না হয় অন্য পুরুষে হইবে; তাহার কিছু [illegible] সন্দেহ নাই [illegible] চঞ্চলতা বশতঃই হউক অথবা [illegible] কারণেই হউক, যত [illegible] পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের অগাধ-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য-সঙ্কলিত ব্যবস্থার মধ্যে সে রূপ নিয়ম নাই। এবং কোন কোন চিকিৎসক যেমন সামান্য রোগকে অতি ঘোরতর বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই রূপ আমরা অধীরতা বশতঃ অনেক সময়ে বাস্তবিক না হইলেও মনুষ্য জাতিকে ভয়ানক দুরবস্থায় উৎসন্নপ্রায় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তৎকালে ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শিনী দৃষ্টি হয়তো অন্য প্রকার দেখিতেছে। আমরা কখন কল্পনাতেও যে উপায় দেখিতে পাই নাই, ঈশ্বর সেই দুরবস্থার মধ্যে সেই উপায় সংঘটিত করিয়া দিতেছেন। আমরা আপন আপন জীবনের ঘটনা সকল আলোচনা করিলে ইহার [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারি। অনেক সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়াছি, কিন্তু পরিণামে এমন শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, সেই অবস্থা না ঘটিলে সে রূপ ফলের কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেকের জীবন-চরিত ও মনুষ্য জাতির ইতিহাস একই পদার্থ। যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক ইতিহাসের ঘটনা সকল পর্য্যালোচনা করেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ও পরবর্ত্তী কার্য্য সমস্ত পরীক্ষা করিতে পারেন, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অনবরত-কর্ম্মশীল হস্ত সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের দৃষ্টি প্রায় বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, এই জন্য আমরা উগ্রতা ও অধীরতা সহকারে প্রতিকার করিতে ধাবমান হই; কিন্তু তাহাতে অনেক বারই স্বপ্নাবস্থার দ্রুত গতির ন্যায় কেবল চিত্তের আবেগই পরিবর্দ্ধিত হয়, ফলে পূর্ব্বেও যে স্থানে ছিলাম, পরেও সেই স্থানে অবস্থান করি; কখন বা অগ্রসর হইতে না পারিয়া পশ্চাতেই নিপতিত হই। জনসমাজ এত দিন যে নিয়মে আদিম অবস্থা হইতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে, পরেও সেই নিয়মে অগ্রসর হইবে। অত-এব উগ্রতা, অধীরতা ও চঞ্চলতার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়, যেমন অনেক বিষয় প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিতেছে, সেই রূপ তিনি এ পর্য্যন্ত মনুষ্য জাতিকে এমন সকল সত্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা অনন্ত কালের জন্য উপজীবিকা হইবে। অতএব কি রক্ষা কি পরিবর্ত্তন উভয় বিষয়েই সাবধানতা আবশ্যক। এ কাল পর্য্যন্ত যে [illegible]

গিয়াছে, তাহাতে আঘাত দিতে না হয় এবং যে সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহাও ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতে না হয়। এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই লোকের মন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ দেশের প্রধান অধিবাসী হিন্দু জাতি বন্য জাতির ন্যায় অসভ্য নহে; যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, হিন্দুসমাজে বহু কাল হইতে তাহার অনেক অংশ সঞ্চিত হইয়া আছে। হিন্দু জাতির কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত বর্ব্বর জাতির মধ্যেও এমন অনেক বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, কোন কালেই তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে না। ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, মনুষ্য জাতি কোন কালেই ধর্ম্মশূন্য ছিল না, সেই ধর্ম্ম যতই ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ হউক, তাহার মধ্যে কিছুই সত্য নাই এমন কখনই হইতে পারে না; প্রত্যুত অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে আকারেই হউক, তাহাতে অনেক সত্য নিহিত হইয়া আছে। মনুষ্য নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে পারে না। পুরাতন ঈশ্বরের পুরাতন ধর্ম্মকে কেবল নানাবিধ কুসংস্কারের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন, এবং ঈশ্বরপ্রসাদে যাহা কিছু নূতন সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রদত্ত সত্য সকলের সহিত এক প্রজ্ঞাসূত্রে গ্রথিত করিতে পারেন। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল, এক্ষণে সেই ধর্ম্মই পুষ্ট হইতেছে, নূতন হইতেছে না। বিশেষতঃ ভারত বর্ষের পুরাতন শাস্ত্র ও আচার ব্যবহারের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বিষয় এমন মিশ্রিত হইয়া আছে যে, পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া এই রূপ ভয় হয়, পাছে কণ্টক সকল উৎপাটন করিতে সুকুমার কুসুমগুলিও উন্মূলিত হইয়া যায়।

এ বিষয়ে সাবধান হইতে না পারিলে আর একটি দোষ উৎপন্ন হয়। সাধারণ লোকের এই রূপ ভাব যে, তাহারা সহসাই এক এক দিকের অন্তে গিয়া উপস্থিত হয়। যদি তাহাদের মনে হয়, পরিবর্ত্তনে দোষ উৎপন্ন হইবে, তবে তাহারা পুরাতন কুসংস্কার সকল ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত এত নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিবে যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্মসংস্কারে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আর যদি তাহাদের মনে হয় পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহারা এমন ভাবে পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিবে যে, তাহাতে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। ইহার একটিও প্রার্থনীয় নহে। পুরাতন মত রক্ষা করাও উদ্দেশ্য নহে, পরিবর্ত্তন করাও উদ্দেশ্য নহে, ধর্ম্মের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাই করিতে হইবে।

মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্মেরই প্রকৃতি অত্যন্ত বিপ্লাবক। ঐ দুই ধর্ম্ম যে যে জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে, তথাকার ধর্ম্মরাজ্যের অনেক অপূর্ব্ব শোভা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এবং এমনি অন্ধ যে উজ্জ্বল হীরকের স্থানে মলিন অঙ্গার সন্নিবেশিত করিয়াছে। পুরাতন পদার্থকে দলন করাই ঐ দুই ধর্ম্মের কার্য্য। এক জন গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এসকে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পুরাতন ধর্ম্ম ও পুরাতন নীতি নির্ম্মূল করিয়া বর্জ্জন করাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অঙ্গ। ঐ উভয় ধর্ম্ম প্রচারের দৃষ্টান্ত অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ এক্ষণে রাজপুরুষগণ অন্ততঃ রাজনীতিঘটিত কৌশলের অনুরোধেও সেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করিবেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সহিতও উহা এক বারে নিঃসম্পর্ক নহে; ঐ রূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অত্যাস বিপর্য্যয় হইবারই সম্ভাবনা। এ ক্ষণে

নিষেধ নাই কিন্তু অনেক স্থলে তাহা ব্যপদেশ মাত্র হইয়া পড়ে এবং বহুগত্যা দোষও সংক্রামিত হয়। যাহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজকে তাদৃশ বিপ্লাবক অভ্যাসের বিরুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। পুরাতন পদার্থের সমাদর করা হিন্দুজাতির চিরন্তন রীতি এবং তাহা অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা; তাহার সহিত এই রূপ যে একটি অন্ধতা আছে যে, তদ্দ্বারা ভাল মন্দ বিচার করিবার ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, কেবল সেই অন্ধতার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক রুগ্ন ব্যক্তির পুরাতন প্রাণের বিপ্লাবক হইবেন না, রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকেই পোষণ করিতে থাকিবেন।

তৃতীয়, আর একটি কারণে ধর্ম্মসংস্কার বিবাদের কারণ হইয়া উঠে; সে বিষয়ে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত সহৃদয়তা অত্যন্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম বলিয়া যে কিছুর উপর লোকের বিশ্বাস ও অনুরাগ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধ কথা শ্রবণ ও তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিলে অত্যন্ত কোলাহল সমুত্থিত হয়। পুরাতন কুসংস্কার উন্মূলিত করা ধর্ম্মসংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ, যখন তাহার উপর হস্তক্ষেপ হয়, তখন যে নিস্তব্ধ ভাবে তাহা সম্পন্ন হইবে এ রূপ প্রত্যাশা অল্পই করা যাইতে পারে। যাহারা কথায় কথায় রণসজ্জা করিয়া বসে, সেই সমস্ত উষ্ণশোণিত জাতির কথা দূরে থাকুক, শান্তপ্রকৃতি হিন্দু জাতির মধ্যেও এই উপলক্ষে তুমুল কাণ্ড সকল ঘটিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মভেদ নিবন্ধন ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব বা নিদারুণ হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি আসুরিক ব্যাপারের দৃষ্টান্ত এখানে অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, কিন্তু উষ্ণতা সহকারে ভূরি ভূরি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষমূলক বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতির কোলাহলপূর্ণ বৃত্তান্ত ভারতবর্ষে অসুলভ নহে। তথাপি প্রীতি ও ন্যায়ানুগত দাক্ষিণ্য সহকারে যত দূর সেই বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার করিয়া চলিতে পারা যায়, তাহার কোন ত্রুটি না হয়। কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে যে কোন ঘটনা উপস্থিত হউক, তাহা সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিতে হইবে; কিন্তু প্রীতি ও দাক্ষিণ্যের ত্রুটি নিবন্ধন যদি তাহা সংঘটিত হয়, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। উদ্দেশ্য প্রাণের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে, যদি সমস্ত পৃথিবী তাহার বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে, তথাপি তাহা হইতে এক পদও বিচলিত হইতে না হয়; কিন্তু অকারণে একটি সামান্য লোককেও বিরক্ত করা উচিত নহে। অন্যকে প্রীতি করার ন্যায় অন্যের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করা একটি সাধারণ ধর্ম্ম, যিনি ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার পক্ষে ইহা আরও গুরুতর কর্ত্তব্য। অধর্ম্মের বিপক্ষে বীরত্বই বাস্তবিক বীরত্ব, মনুষ্যের বিপক্ষে বীরত্ব বাস্তবিক নীচতা, ইহা সর্ব্বদাই অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবে। একমাত্র ধর্ম্মোন্নতির কামনাই প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে, আর সমুদায় কামনা তাহার দাসী হইয়া যাইবে। এই রূপে বিবাদ বিসম্বাদের যত দূর পরিহার করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যখন অন্যের চিরসেবিত অন্ধের বিষয়ে কার্য্যতঃ আঘাত করা হইতেছে, তখন অন্যের নিকট হইতেও যে কিছু না কিছু প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই, অতএব তাদৃশ সময়ে অটল পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান থাকিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের একাগ্র

মাহাত্ম্য যে, প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে পারিলে সকল বিঘ্নই ক্রমে ক্রমে অবসৃত হইয়া যায়। যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার বিপক্ষে সামান্য বিবাদানল প্রজ্বলিত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মতভেদ নিবন্ধন আর তাদৃশ বিবাদ নাই; এক্ষণে কার্য্যভেদ নিবন্ধন যাহা কিছু বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে; ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব কোন রূপে নিরাশ বা নিরুৎসাহ না হইয়া দৃঢ়তা সহকারে অথচ প্রীতি-স্নিগ্ধ চিত্তে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। এক্ষণে ধর্ম্মসংস্কারের আর এক সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে. তাহাতে নির্ব্বাধে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার বিস্তৃত হইতে থাকিবে। রাজপুরুষদিগের দ্বারাই হউক আর মিশনরিদিগের দ্বারাই অথবা দেশীয় লোক দ্বারাই হউক, যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পথই পরিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে। আশা হইতেছে, উত্তর কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সমুদায় স্থান অভিষিক্ত করিবে।

চতুর্থ, কেবল পুরাতন কুসংস্কার উন্মূলন করাই ধর্ম্মসংস্কারের শেষ কার্য্য নহে। পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন রূপ প্রকৃত উপাসনাতে সকলকে সুশিক্ষিত করাই ধর্ম্মসংস্কারের উদ্দেশ্য; ইহারই জন্য আর সমুদায় আবশ্যক। সমুদায় নরনারী ঈশ্বরের ভক্ত হইবে, সৎ পিতা মাতা ও সৎ পুত্র কন্যা হইবে, সদ্ ভ্রাতা ও সদ্ ভগিনী হইবে, সৎ স্বামী ও সৎ স্ত্রী হইবে, সৎ প্রতিবাসী হইবে, সৎ রাজা ও সৎ প্রজা হইবে, সাধু বণিক হইবে ও সাধু কৃষক হইবে—সর্ব্ব [illegible] সৎ মনুষ্য হইবে এবং এই রূপে সর্ব্বপ্রকার উপযুক্ত [illegible] করিয়া আনন্দের সহিত লোকান্তরে প্রবেশ করিবে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ইহাই ধর্ম্মসংস্কারের উদ্দেশ্য, ইহাই ব্রাহ্মগণের উদ্দেশ্য, ইহাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য; ইহাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আমাদের স্রষ্টা পাতা বিধাতা পুরুষের সংকল্প।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩২০ সংখ্যক পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ জাতির হস্তে পূর্ব্বতন আর্য্যধর্ম্ম যে রূপ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের বিস্তারের সহিত যে ধর্ম্ম বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পুরাণাদি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যাহা হিন্দুসমাজে প্রবল রূপে প্রচলিত হইতেছিল, তাহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নামেই প্রচলিত আছে, কিন্তু আদিম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে ইহা যে বহু অংশে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পশ্চাৎ প্রতিপন্ন হইবে।

ব্রাহ্মণ জাতি হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, অতএব অগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এক্ষণে প্রায় সকলেরই এই রূপ বিশ্বাস যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র জাতি জন্ম গ্রহণ করে এবং কালক্রমে ইহাদিগের হইতে অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা অন্যান্য জাতিসঙ্কর উৎপন্ন হয়। এই সংস্কার আধুনিক নহে, আমাদের স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন শাস্ত্রে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বরং ও তৎসম্প্রদায়ের মধ্যে

পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে যে চারি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল এ বিষয়ে অধিকাংশ শাস্ত্রের একবাক্যতা আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির যে উৎপত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল বেদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্ত বলিয়া যে ষোলটি ঋক্ আছে, সেই ঋক্গুলিতে রূপক অলঙ্কারে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি সেই পুরুষের মুখ বাহু ঊরু ও পদ বলিয়া উল্লিখিত আছে। উহা হইতেই জাতিভেদ বিষয়ে উক্তরূপ সংস্কার প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে [1]। সেই পুরুষ-সূক্তের মধ্যে জাতিভেদের অঙ্কুর কারণ পাওয়া যাইতেছে না বটে, কিন্তু উক্ত পুরুষ-সূক্ত রচনারও বহু কাল পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণিতে যে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা বিনা সংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে।

---

১ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে।

"দেবগণ যাহা পুরুষ করিয়াছিলেন, (যজ্ঞের নিমিত্ত) তাঁহাকে কয় প্রকার কল্পনা করেন; কি তাঁহার মুখ, কি দুই বাহু, কি দুই ঊরু এবং কি দুই পদ বলিয়া উল্লিখিত হয়?

ইহা পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না যে কোন্ অঙ্গ হইতে কি কি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইতেছে। যাহা পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারই বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিষয়ে ঐ ঋক্ দ্বারা প্রশ্ন করা হইতেছে ইহাই প্রতীয়মান হয়। ইহার উত্তর স্বরূপ যে ঋক্ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এই প্রশ্নের বিষয় আরও সুস্পষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ—।

"ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় দুই বাহু হইয়াছিলেন, এবং বৈশ্য দুই ঊরু হইয়াছিলেন।"

এই তিন চরণ পাঠ করিলেও বোধ হয় না যে, পুরুষের মুখ বাহু ও ঊরু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, বস্তুতঃ ইহাই বোধ হয় যে, মনুষ্য জাতিকে পুরুষ রূপে কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাঁহার তিন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে। কিন্তু ইহার চতুর্থ চরণটি ঠিক এ প্রকার নহে। তাহা এই রূপ—

"পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"

ইহার যথাশ্রুত অর্থ এই, "দুই পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।" কিন্তু "পদ্ভ্যাং" এই শব্দটি "অপাদান" অর্থে না হইয়া "হেতু" অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তদনুসারে এই রূপ অর্থ হয় যে, "পদের জন্য শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।" পূর্ব্ব ঋকের প্রশ্ন ও পর ঋকের প্রথম তিনটি উত্তরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। সে যাহা হউক, সমুদায় প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত অংশ আলঙ্কারিক রীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ কথন নহে, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। অতএব এই স্থলে সমুদায় পুরুষসূক্তগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং। ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। ২
এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি। ৪
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ। ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ হবিঃ। ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে। ৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে। ৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত। ৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ। ১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা [illegible]। ১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত। ১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ [illegible] ১৪
[illegible] পরিধয়ঃ [illegible] সমিধঃ [illegible]।
দেবা যদ্ যজ্ঞং [illegible] পুরুষং পশুং। ১৫
[illegible]

ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলে আর তিনটি ঋক্ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শূদ্র জাতির কোন কথা নাই। ইহাতে এইরূপ অনুমান হয় যে, শূদ্র নামে একটি ভিন্ন বর্ণ প্রস্তুত হইবারও পূর্ব্বে আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া ছিলেন; পরিশেষে পরাজিত দস্যুগণ জয়শীল আর্য্য জাতির বশীভূত হইয়া শূদ্র বা দাস নামে পৃথক্ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আর্য্য-সমাজে সংযুক্ত হয়। (সেই তিনটি ঋক্ এই)

"হে অশ্বিন যুগল! ব্রহ্মকে (ব্রাহ্মণকে) প্রীতি কর, কর্ম্ম সকলকে প্রীতি কর, রাক্ষসগণকে সংহার ও ইহাদিগকে বিনাশ কর এবং উষা ও সূর্য্যের সহিত সমাগত হইয়া সোমরস পান কর[২]।"

"হে অশ্বিনযুগল! ক্ষত্রকে (ক্ষত্রিয়কে) প্রীতি কর ও যোদ্ধাগণকে প্রীতি কর," ইত্যাদি[৩]।

"হে অশ্বিনযুগল, ধেনুগণকে প্রীতি কর ও বিশ্‌গণকে (বৈশ্যগণকে) প্রীতি কর," ইত্যাদি[৪]।

এই স্থলে জাতিভেদ প্রণালীর প্রকৃত মূলের বিষয়ে বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের সহিত কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের সহিত যোদ্ধাগণ ও বৈশ্যের সহিত ধেনুগণের কথা উল্লিখিত হওয়াতে স্পষ্টই বোধ হয় যে,

---

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। ১৬।

সহস্রমস্তক সহস্রচক্ষুঃ সহস্রচরণ সেই পুরুষ পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া (আরও) দশ অঙ্গুল স্থান অতিক্রম করিয়া আছেন। ১

পুরুষই এই সমুদায়, এবং যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে (তাহাও তিনি)। তিনি অমৃতত্বের এবং যাহা অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় (তাহার) ঈশ্বর। ২

পুরুষের মহিমা এতাবৎ, পুরুষ ইহা হইতে মহত্তর। সমস্ত ভূত ইঁহার এক পাদ, অমরণশীল তিন পাদ দ্যুলোকে। ৩

এই ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্দ্ধে উদিত হইয়াছেন এবং ইঁহার এক পাদ এখানে রহিয়াছে। তৎপরে তিনি সমস্ত শরীরী ও অশরীরীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। ৪

সেই পুরুষ হইতে বিরাট্ জন্ম গ্রহণ করিলেন, সেই পুরুষ বিরাট হইতে শ্রেষ্ঠ। বিরাট্ জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ ভূমি ও পুর অতিক্রম করিলেন। ৫

যখন দেবগণ পুরুষরূপ হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বসন্ত ইঁহার ঘৃত, গ্রীষ্ম সমিৎ ও শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। ৬

পরে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই যজ্ঞরূপ পুরুষকে কুশের উপর জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিলেন। দেব, সাধ্য ও ঋষিগণ সেই পুরুষ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৭

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে সংস্কৃত আজ্য উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ সেই সমস্ত বায়ব্য এবং বন্য ও গ্রাম্য পশু উৎপন্ন করিলেন। ৮

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম যজুঃ ও ছন্দঃ উৎপন্ন হইল। ৯

সেই যজ্ঞ হইতে দুই পাঁতি দন্ত বিশিষ্ট পশু সকল এবং গাভী অজা মেষী সকল উৎপন্ন হইল। ১০

দেবতারা যাহাকে পুরুষ [illegible] [illegible] কত [illegible]? ইঁহার মুখ কি, বাহুদ্বয় কি, ঊরুদ্বয় কি এবং পাদদ্বয় কি বলিয়া [illegible] [illegible]। ১১

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কে বাহু করা হইয়াছিল, বৈশ্য ইহার দুই ঊরু এবং দুই পদ হইতে শূদ্র হইয়াছিলেন। ১২

মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩

নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, দুই পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্, এই রূপে লোক সকল উৎপন্ন করিলেন। ১৪

দেবগণ যখন যজ্ঞ করত পুরুষরূপ পশু বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন সপ্ত পরিধি ও একবিংশতি সমিৎ উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৫

দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত কর্ম্ম প্রথম ধর্ম্ম হইয়াছিল। যেখানে দেবগণ, পুরাতন সাধ্যগণ আছেন, সেই স্বর্গে সেই সমস্ত মহিমা অবস্থান করে। ১৬

২ ব্রহ্ম জিন্বতমুত জিন্বতং ধিয়ো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ। সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা।

৩ ক্ষত্রং জিন্বতমুত জিন্বতং [illegible] হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ। সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা।

৪ ধেনূর্জিন্বতমুত জিন্বতং বিশো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ। সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা।

[illegible] । ৩ [illegible] । ৪ ঐ

ব্রাহ্মণেরা বেদসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মে, ক্ষত্রিয়েরা বলসাধ্য যুদ্ধব্যাপারে ও বৈশ্যরা জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী পশুপালন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ রূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য অনুসারেই তাঁহারা বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কালক্রমে বিভিন্ন জাতিতে পরিগণিত হন। যাঁহারা পশুপালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহারা বৈশ্য; যাঁহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা "ব্রহ্ম" অর্থাৎ বেদ ধারণ করিয়া তৎসাধ্য ক্রিয়াকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া রহিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইলেন। এই রূপ কর্ম্মভেদই যে বর্ণভেদ হইবার মূল, মহাভারত হইতেও তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে *।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৭৯২ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৯৮০ ৸৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২২৯ ৸৶১৫
সমষ্টি	...	১১৯০ ৸৶৫
ব্যয়	...	১০৪৬ ৸০
স্থিত	...	১৪৪ ৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	১৩১৸১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৯৫ /০
পুস্তকালয়	...	১২৯৸১৫
যন্ত্রালয়	... ...	১৬৯।০
গচ্ছিত	...	৫৫ /০
সমষ্টি	...	৯৮০ ৸৶১০

* ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং।

সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়, বর্ণের ভেদ নাই। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমুদায় লোক কর্ম্ম অনুসারে জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২৯৪ ৸৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯৮ ৸৶১৫
পুস্তকালয়	... ...	১৮০ ॥৶৫
যন্ত্রালয়	... ...	১৯৮ ৶১০
গচ্ছিত	... ...	১০৩ ৸৶১৫
সমষ্টি	... ...	১০৪৬ ৸০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	... ...	৩৬
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ...	২০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায়	...	১০
" জানকীনাথ ঘোষাল	... ...	১০
" জয়গোপাল সেন	... ...	১০
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	... ...	৫
" মথুরামোহন সুর	... ...	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	... ...	৪৸১৫
" তারকনাথ দত্ত	... ...	২
" কানাইলাল পাইন	... ...	২
" চন্দ্রকুমার দত্ত	... ...	২
" লক্ষ্মীকান্ত বসু	... ...	২
" দীননাথ মাথ	...	১
" কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	... ...	১
" হরচন্দ্র রায়	... ...	১
" শ্যামাচরণ সরকার	... ...	৸০
" দানাধারে প্রাপ্ত	... ...	১৯৸১৫

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ...	১০
সমষ্টি	... ...	১৩১৸১৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মোপদেশ পুস্তক।

১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে যে দশটি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ।৶০ আনা।

আগামী ৬ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য [illegible] আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। [illegible] আনা। সম্বৎ ১৯২৭। কলিকাতা [illegible]

১০৯

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি। পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে। ২

'পুণ্যং কুর্ব্বন্' 'পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ সঃ 'পুণ্যস্থানং' 'গচ্ছতি' 'স্ম'। যতঃ 'পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি' লোকানাম্ অতঃ 'পুণ্যং' 'প্রাণদং' প্রাণস্য দাতৃ 'উচ্যতে'। ২

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ২

অন্নপান যেমন দৈহিক জীবনকে পোষণ করে, সেইরূপ পুণ্য দ্বারা আত্মার জীবন রক্ষিত হয়। অতএব যে সকল কর্ম্মে পুণ্য লাভ হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেক। যেমন নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইবেক, সেই রূপ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিবেক। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহ কালে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন ও পর কালে উন্নত লোকে গমন করেন। ২

১১০

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ। তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ। ৩

যোহি 'পাপং' 'চ এব' 'চিন্তয়তে' সঙ্কল্পয়তি 'ব্রবীতি চ করোতি চ' 'তস্য অধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য' 'সাধবঃ' 'গুণাঃ' 'নশ্যন্তি'। ৩

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে; তাহার সদ্গুণ-সকল নষ্ট হয়। ৩

চিন্তাস্রোত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া নিরবলম্ব থাকে না। মনুষ্য যখন সদ্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সত্তার সকল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম্ম সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে; কিন্তু যখন তিনি অসৎ বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার অসদ্ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে পাপালাপ ও পাপ কর্ম্মে উৎসাহিত করে। অত-এব পাপচিন্তা উদিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করিবেক। পাপচিন্তা প্রবল হইলে মনুষ্য ধৈর্য্য-বলহীনে অসমর্থ হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পাপেতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপাচরণ করিয়া পাপেতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার আর মনুষ্যের সাধুগুণ তিরোহিত হইয়া যায়। চিন্তাকে সর্ব্বদা সাধু বিষয়ে নিয়োগ করিয়া রাখিবেক এবং পাপালাপ ও পাপ-কর্ম্ম সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিবেক। ৩

১১১

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ। তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্। ৪

'যে' 'মহাত্মানঃ' অক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ 'মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ' করণভূতৈঃ 'পাপানি ন কুর্ব্বন্তি' 'তে' এব 'তপন্তি' তপঃ কুর্ব্বন্তি। অপি তু যে 'শরীরশোষণং' সাধয়ন্তি তে 'ন' তপন্তি। ৪

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না। ৪

পাপকামনা, পাপবুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব প্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই তপস্যা। উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে পরিশুদ্ধ করিলে তপ-শ্চর্য্যা হয় না। ৪

১১২

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি। ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি। ৫

'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী 'ধর্ম্মেণ' সহ 'রমতে' বিহরতি 'ধর্ম্মং চ এব উপজীবতি' ধর্ম্মেণৈব কৃতেন জীবনোপায়রূপেণ প্রাণান্ ধারয়তি সত্যধর্ম্মেণ 'এবং' 'হি' উক্তগুণৈরেব প্রকারেণ 'ধর্ম্মাত্মা' ধর্ম্মস্বভাবঃ 'ভবতি'। 'চিত্তং চ' 'অস্য' ধর্ম্মপরস্য 'প্রসীদতি' প্রসন্নং ভবতি। ৫

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্ম-পথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হন এবং ইহাঁর চিত্ত প্রসাদ লাভ করে। ৫

প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য বিবেক সহকারে পাপের মলি-

নতা ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকেন এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি পাপাচার-জনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণস্থায়ী সুখ পরিত্যাগ করিয়া অমূল্য আত্মপ্রসাদ [illegible] করিতে থাকেন। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেক না, ও পাপ কর্ম্মে আপাততঃ সুখ লাভের সম্ভাবনা দেখিলেও লুব্ধ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না। প্রবুদ্ধ প্রজ্ঞা সহকারে পাপ ও [illegible] সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা [illegible]।

[illegible]

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা। ৬

'[illegible]' 'যস্য আত্মা' 'পাপাৎ' 'বিরতঃ' নিবৃত্তঃ 'কল্যাণে' [illegible] 'চ' 'নিবেশিতঃ' প্রবেশিতঃ 'তেন' বিবেকিনা 'সর্ব্বং' [illegible] 'বুদ্ধং' জ্ঞাতং। [illegible] 'প্রকৃতিঃ' [illegible] যা 'চ' 'বিকৃতিঃ' বিপরীত [illegible]।

[illegible] আত্মা পাপ হইতে বিরক্ত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে যুক্ত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ। ৬

আত্মা যাবৎ পাপে প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ তাহার বুদ্ধি বিপরীত দর্শন করে। তখন পাপাচরণকেই সুখ লাভের হেতু বলিয়া বোধ হইতে থাকে; ধর্ম্মের সুমধুর আস্বাদন তিক্ত বোধ হয়; পাপাচারের প্রতিপোষক অসাধুগণই প্রণয়ভাজন হয়; সাধুগণের সংসর্গ বিরক্তি উৎপাদন করে; ঈশ্বর তাঁহার ন্যায় ও ধর্ম্ম শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে; বর্ত্তমান সুখই সর্ব্বস্ব বোধ হয়; অনন্ত-জীবনের প্রতি দৃষ্টি অল্প হইয়া উঠে। [illegible] এই রূপ বিকারগ্রস্ত হইলে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণেতে আপনাকে নিয়োজিত করিবে, [illegible] ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া [illegible] প্রদর্শন করিতে থাকিবে। ৬

[illegible]

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষৈর্নৈবানুবধ্যতে। বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি। ৭

'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ' জ্ঞাননেত্রঃ 'নরঃ' 'ইহ' লোকে 'দোষৈঃ' ন এব অনুবধ্যতে দোষানুরক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ। 'যথাকামং' তথা 'বিরজ্যতে' বীতরাগো ভবতি 'ন চ ধর্ম্মং' 'বিমুঞ্চতি' ত্যজতি। ৭

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন; তিনি আর ইহ লোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। ৭

অধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কল্যাণ লাভের উপায়। যিনি জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রকৃতি ও পরিণাম যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও অধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন; সুতরাং তিনি আর কোন দোষে আবদ্ধ হন না। অতএব জ্ঞান দ্বারা পাপবিরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ পরিবর্দ্ধিত করিবেক। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্মের অননুমোদিত বিষয়-রাগ ও বিষয়-সেবা স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাগ করেন না। ৭

[illegible]।

বার্য্যমাণোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি। চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি। ৮

যোঽবৈ 'পাপাত্মা' পাপাচরণশীলঃ সঃ 'পাপেভ্যঃ' 'বার্য্যমাণঃ' নিষিধ্যমানঃ 'অপি' [illegible] 'পাপং' এব 'ইচ্ছতি' কর্ত্তুমিতি শেষঃ। যশ্চ 'শুভাত্মা' [illegible] সঃ 'পাপেন' 'চোদ্যমানঃ' [illegible] অপি [illegible] 'শুভং ইচ্ছতি'। ৮

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল [illegible]

[illegible] পাপ [illegible] দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন। ৮

পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া অনায়াস-সাধ্য নহে এবং পুণ্য কর্ম্ম করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, পাপ-কর্ম্মে সহসা তাহার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না; অতএব দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করাই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উৎকৃষ্ট উপায়। প্রথমে যদি কষ্ট হয়, তাহা সহ্য করিয়াও ধর্ম্মাচরণ অভ্যাস করিবেক, পরিশেষে তাহা অতি সহজ হইয়া উঠিবে। ৮

১১৬

ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোহবধীৎ। ৯

'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' অতিক্রান্তঃ সন্ 'হন্তি' 'এব' অতিক্রান্তারম্। 'ধর্ম্মঃ' 'রক্ষিতঃ' সন্ 'রক্ষতি'। 'তস্মাৎ ধর্ম্মঃ' 'ন হন্তব্যঃ' নাতিক্রমণীয়ঃ কর্ত্তৃভিঃ। 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'নঃ' অস্মান্ 'মাবধীৎ' ন হন্তু, তার্থঃ। ৯

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন। ৯

[illegible] ব্যক্তি ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করে সে ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পালন করে সেই উন্নতি লাভ করে; ঈশ্বর আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত এই রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার শুভ অভিপ্রায় ও অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রাণপণে ধর্ম্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইবেক। অধর্ম্মপথে নিপতিত হইবার জন্য ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিবেক না। ৯

১১৭

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি। ১০

[illegible] এবং শরীরেণ সহ নাশং 'গচ্ছতি' অতঃ পুত্রাদিম্নেহা-পেক্ষয়া ধর্ম্মো ন হাতব্যঃ। ১০

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ-কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। ১০

মৃত্যুর পর যে সকল বিষয়ের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মের অনুরোধে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেক না। এখানকার আর কিছুই সঙ্গে যাইবে না, কেবল আমাদের পুণ্য ও পাপ সহগামী হইবে। পুণ্য বন্ধুর ন্যায় সহায় হইয়া উন্নতিতে লইয়া যায়, পাপ শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। অতএব চিরজীবন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক এবং আর সমুদায় অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইবেক। ১০

১১৮

ন ধর্ম্মোহস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে। অশ্রদ্দধানাধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ১১

'ন ধর্ম্মঃ অস্তি ইতি' 'মন্বানাঃ' মন্যমানাঃ 'শুচীন্' সুকান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ 'যে' 'অবহসন্তি' উপহসন্তি যেঽপি 'ধর্ম্মস্য' 'অশ্রদ্দধানাঃ' অশ্রদ্ধাবন্তঃ 'তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ'। ১১

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়। ১১

কখন 'ধর্ম্ম নাই' এরূপ মনে করিবেক না এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবেক না। যদি কখন ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাবধান হইবেক। যেমন জড় জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা সেইরূপ আত্মা সকলের নিয়ন্তা; ইহার [illegible] ব্যতিক্রম নাই। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান্ অবশ্যই পুরস্কৃত হই[illegible] ১১

১১৯

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি। ১২

'সুখং হি' যথা ভবতি তথা 'অবমতঃ' অবজ্ঞাতঃ 'শেতে' নিদ্রাতি 'সুখং চ 'প্রতিবুধ্যতে' জাগর্ত্তি। সুখং চরতি লোকে অস্মিন্'। 'অবমন্তা' অবজ্ঞাতা তু 'বিনশ্যতি'। তস্মাৎ ন কঞ্চিদবমন্যেতেত্যভিপ্রায়ঃ। ১২

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় এবং সুখেতে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু যে অপমান করে, সেই বিনাশ পায়। ১২

কাহাকেও অবমাননা করিবেক না ; যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয়, তাহার বাস্তবিক কোন অনিষ্ট হয় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে, সেই অপরাধী হয়। ১২

১২০

পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলম্। পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে। ১৩

'পাপং কুর্ব্বন্' 'পাপকীর্ত্তিঃ' সন্ 'পাপম্ এব' 'ফলম্' অশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে। 'পুণ্যং কুর্ব্বন্' 'পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ 'অত্যন্তং' 'পুণ্যং' 'অশ্নুতে'। ১৩

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে। ১৩

পাপ কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া পাপকারীর অপকীর্ত্তি ঘোষণা করে, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরও তাহাকে দণ্ড দান করেন এবং পুণ্য কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরা পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র কীর্ত্তি প্রচার করে ও ঈশ্বর তাঁহাকে পুরস্কার করেন ; অতএব মনে করিও না যে, পাপ কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারিবে এবং ইহাও মনে করিও না যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগই করিতে হয়

অধর্ম্মের প্রতি প্রতিকূল ও ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল, এবং তিনি মনুষ্যজাতিকেও স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষ ও পুণ্যের পক্ষপাতী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ পাপাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে দণ্ড দান করেন ও মনুষ্য বাহির হইতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে থাকে। এবং কেহ পুণ্যাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে পুরস্কৃত করেন, মনুষ্যেরা বাহির হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে থাকে। মনুষ্য জাতির বিচারদোষে সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ন্যায়-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রসাদে অল্পকাল পরেই পুণ্য কর্ম্ম দ্বিগুণ তেজে দীপ্তি পাইতে থাকে, পাপকর্ম্ম দ্বিগুণ ঘৃণার সহিত পদতলে দলিত হইয়া যায় ; কুজ্ঝটিকা কত ক্ষণ দিবাকরকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে? অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে দীপ্তি লাভ করিবেক। ১৩

১২১

তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ সংশিতব্রতঃ। পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ। ১৪

'তস্মাৎ' 'পুরুষঃ' 'সংশিতব্রতঃ' কৃতপ্রতিজ্ঞঃ সন্ 'পাপং ন কুর্ব্বীত'। কিঞ্চ 'পাপং' 'পুনঃ পুনঃ' 'ক্রিয়মাণং' সৎ 'প্রজ্ঞাং' বুদ্ধিং 'নাশয়তি'। বুদ্ধিনাশাৎ সচৈব নশ্যতি পাপবান্। অতএবোক্তিরস্মা পাপসঙ্কল্পং বর্জ্জনমেব শ্রেয়োঽর্থিভিঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। ১৪

অতএব পুরুষ দৃঢ়-ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃপুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়। ১৪

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয় লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে। পাপের মোহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপ ত্যাগের কঠোর প্রতিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়, এবং বলপূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। পাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে বুদ্ধি বিবেক সকলই দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দৃঢ়ব্রত হইবেক, তথাপি পাপ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই পরিপূর্ণ না। ১৪

সাধুতা অভ্যাস।

ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন। যেখানে তিনি নাই, এমন স্থান নাই। তিনি সজন নগরে বর্ত্তমান, তিনি বিজন গহনে বিরাজমান। তিনি পর্ব্বতশিখরে ও সমুদ্রতলে স্থিতি করিতেছেন। তিনি সূর্য্যে, তিনি চন্দ্রে, তিনি নক্ষত্রে, তিনি সমুদায় জ্যোতিতে বর্ত্তমান আছেন। তিনি বায়ুতে, তিনি বৃষ্টিতে, তিনি মেঘে, তিনি বিদ্যুতে বিরাজ করিতেছেন। তিনি অগ্নিতে, তিনি জলেতে, তিনি ওষধিতে, তিনি বনস্পতিতে, তিনি সমুদায় স্থাবর ও জঙ্গমে, তিনি এই বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি দূর হইতেও দূরে, তিনি নিকট হইতেও নিকটে। তিনি ঊর্দ্ধে ও নিম্নে, তিনি সম্মুখে ও পশ্চাতে, তিনি বামে ও দক্ষিণে। তিনি আমার নিকটেই আছেন, আমিও তাঁহার নিকটেই আছি, আমি তাঁহাতেই আছি, আমি তাঁহার ক্রোড়েই অবস্থান করিতেছি। তিনি আমার অন্তরে বর্ত্তমান; যেখানে কেহই প্রবেশ করিতে পারে না, তিনি সে খানে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্থিতি করিতেছেন। সমুদায় আকাশ তাঁহার ভারে আক্রান্ত, সমুদায় আত্মা তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ। যেখানে যাই, তিনি সেই খানেই বর্ত্তমান। যে দিকে চাই, তিনি সেই দিকেই বর্ত্তমান। তিনি যেমন রাজপ্রাসাদে বর্ত্তমান সেই রূপ দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেও বিরাজমান। তিনি আনন্দকোলাহলে বর্ত্তমান, তিনি শোকাতুরের আর্ত্তনাদেও বিরাজমান।

সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে দর্শন কর। দেখ, তিনি তোমার নিকটেই বর্ত্তমান আছেন। তুমি সেই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছ; তোমার চারিদিকে সেই মহাসমুদ্রে স্নিগ্ধ হইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এবং দূরে গেলেও তাঁহা হইতে দূর হওয়া যায় না। তুমি নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ কর, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, তুমি কার্য্যালয়ে প্রবেশ কর সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, উপবনে গমন কর, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, জলের মধ্যে নিমগ্ন হও, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর তিনি সেই দিকেই বর্ত্তমান, আপনার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেও তিনি পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। তুমি যখন মনে কর, আমি একাকী আছি, তখন তিনি তোমার নিকট অবস্থান করেন। হে আত্মন্! তুমি এই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার প্রতি কেন অন্ধ হইয়া থাক। যিনি সমুদায় স্থানে বর্ত্তমান, তুমি কেন তাঁহাকে দেখিতে পাও না, তুমি তাঁহাকে না দেখিয়া কেন বিলাপ করিতে থাক। তুমি আপনার অন্ধতা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলিয়া ভাবিতেছ! তিনি দূরস্থ নহেন, তুমি বাহিরে দৃষ্টিপাত কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তুমি অন্তরে দৃষ্টিপাত কর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। চক্ষু উন্মীলন কর, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তুমি আলোকে আগমন কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তুমি অন্ধকারে প্রবেশ কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তুমি এখানেই দেখ, তিনি তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তুমি যখন সেই সর্ব্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারিবে, তখন তুমি নব জীবন লাভ করিবে, তোমার মৃত আত্মা পুনর্জ্জীবিত হইবে, তোমার অন্তর হইতে তিমিররাশি তিরোহিত ও তাহা দিব্য আলোকে পরিপূর্ণ হইবে। তোমার পাপতাপ ও শোকজ্বালা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। জীবনের প্রকৃত পথ তো-

মার সম্মুখে আবিষ্কৃত হইবে। তখন প্রলোভন ও ভয় তোমাকে আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হইবে। এক্ষণে যে স্থান শূন্য দেখিতেছ, তখন পূর্ণ দেখিবে। এখন যাহা প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতেছে, তখন তাহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। তখন তুমি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে থাকিবে।

হে ঈশ্বর! এই যে তুমি আমার নিকটেই বর্ত্তমান। তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ। তোমাতেই সমুদায় ভুবন প্রবিষ্ট হইয়া আছে এবং তুমি সমুদায় ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছ। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছ। হৃদয় তোমার অমৃতরসে পূর্ণ হইয়া আছে। আত্মা তোমাকে সন্নিকটে দেখিলে মোহ-শৃঙ্খল ছেদ করিয়া, তোমার আকাশে সঞ্চরণ করে। তখন তোমার ছায়াতে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব বিশ্রামসুখ অনুভব করে। তখন ঊর্দ্ধে তুমি, নিম্নে সংসার, আত্মা তাহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া উভয় দিকেই আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করে। যখন তোমাকে দেখিতে না পাই, তখনই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করি। তখন দশ দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন সকল স্থল কেবল বিভীষিকায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তখন উদ্বেগ ও ভয়ে হৃদয় জর্জর হয়। তখন আশা ও আনন্দ ক্ষীণ হইয়া যায়। হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমার অন্তরে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাক। আমি যেন তোমা হইতে দূরে গিয়া দুর্গতি প্রাপ্ত না হই। আমার হৃদয়-মন্দিরে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। হে সর্ব্বব্যাপী! হে সর্ব্বান্তর্যামী! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছ। অবনত হৃদয়ে তোমাকে নমস্কার করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আত্মাতে এই রূপ একটি শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আমরা সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি[১]। ইহা দ্বারাই আমরা বাহ্য জ্ঞান উপার্জ্জন করি, ইহা দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করি এবং ইহা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হই। প্রথমে ইন্দ্রিয় দ্বারা এই শক্তির কার্য্য

১। এই জানিবার শক্তিকে কখন জ্ঞান কখন বুদ্ধি বলিয়া লোকে সচরাচর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কখন এই শক্তি ও ইহার কার্য্য পরস্পর পৃথক্ করিবার জন্য শক্তিকে বুদ্ধি ও তাহার কার্য্যকে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। কখন বা উভয়ই জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়, যখন বলা যায় জ্ঞান দ্বারা জানা যায়, তখন জ্ঞান শব্দে শক্তি এবং যখন বলা যায়, জ্ঞান লাভ হয়, তখন সেই শক্তির কার্য্য লক্ষ্য হইয়া থাকে। এদেশের নৈয়ায়িকগণ এই শক্তিকে প্রথমে অনুভূতি ও স্মৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অনুভূতিকে আবার প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমা ও শাব্দবোধ এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে আবার প্রত্যক্ষকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক ও জড় পদার্থ বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় মন এই ছয় ইন্দ্রিয় ভেদে চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ ও মানস এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। বেলেন্টাইন্ সাহেব আমাদের গৌতমসূত্র সকল স্থানে স্থানে পরিবর্ত্ত করিয়া যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উপমা ও শাব্দবোধকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোন কোন দর্শনকার আঘ্রাণ ও আস্বাদনকেও বহিরিন্দ্রিয়ের বিশেষ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে জানিবার শক্তিকে বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করিয়া গ্রহণ ধারণ তর্ক সংশয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি তাহার আটটি প্রক্রিয়া আটটি গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কখন বা এই শক্তির সহজ কার্য্য সকল সহজ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ বা সেই শক্তির [illegible] বুদ্ধিবৃত্তি নাম দিয়া তাহাকে জ্ঞান স্মৃতি ও কল্পনা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। [illegible] আত্মাতে একটি জানিবার শক্তি আছে, তদ্দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের সহায়তা আবশ্যক, কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত তুলনা কল্পনা অনুমান প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন; আবার কোন বিষয় জানা এত সহজ যে জানিবার শক্তি কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বোধিত হইলেই [illegible] আমাদের [illegible] হয়।

ক্রমে ইহা যত পুষ্ট হইতে থাকে, আরব্ধ হয়, নিপুণতা, বুদ্ধি শীর ও বাহ্য ততই ইহার নানাবিধ উপকরণের সাহায্যে ও আন্তরিক চার তুলনা কল্পনা অনুমান তর্ক বিতর্ক বিবিধ প্রক্রিয়া প্রকটিত করিয়া প্রভৃতি নানা নিরাজ্য বিস্তারিত করে।

আমাদের আমরা বাহ্য জ্ঞান উপার্জ্জন করি, যখন অ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সহা- তখন চক্ষু কর্ণ জন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য স্বতার প্রভে আত্মার জ্ঞানশক্তির কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে ম; সেই ভিন্নতা অবগত হওয়া অত্যন্ত বিশ্যক, তাহা হইলে আত্মার প্রকৃতি উ- জ্জ্বল রূপে গ্রহণ করা যাইবে। ঘটিকা যন্ত্রের ন্ধ যে নিয়মে নিয়মিত রূপে ঘূর্ণিত হইয়া বে- ার পরিমাণ করিতেছে, নদী সকল যে নিয়মে র্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সাগরক্রোড়ে গমন তেছে, দিবাকর যে নিয়মে উদিত ও মিত হইয়া কালকে দিবা ও রাত্রিতে গ করিতেছে এবং যন্ত্রস্থ পুত্তলিকা মে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া নৃত্য করে, সকলে যে নিয়ম ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যও বিকল সেই ভৌতিক নিয়মে হইয়া থাকে; আত্মার জ্ঞানক্রিয়া সে প্রকার নহে। যখন দৃশ্য বস্তু হইতে উদ্গীর্ণ আলোক সেই বস্তুর আকার ধারণ করিয়া চক্ষুর কণীনিকা দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, যখন চতুষ্পার্শে বিস্তৃত বায়ুরাশি জলের ন্যায় তরঙ্গ সহ- কারে অবনীয় শব্দ বহন করিয়া কর্ণকুহরের চর্ম্ময় কবাটে আঘাত করে, যখন আঘ্রেয় বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট য়, যখন আস্বাদনীয় বস্তু রসনাতে পতিত হয়, এবং যখন স্পৃশ্য বস্তু ত্বকের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়; তখন, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি শিরা ভৌতিক নিয়ম অনুসারে, ইন্দ্রিয়দ্বারে উপস্থিত সেই সমস্ত বস্তুগত বিষয়কে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়, তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সংস্রবে মস্তিষ্কের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হয় এবং যদি কোন প্রতি- বন্ধক না থাকে, তাহা হইলে মস্তিষ্কের সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দ্বারা ভৌতিক নিয়ম অনুসারেই মুখ চক্ষু হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্র- ত্যঙ্গ হইতে নানাবিধ ক্রিয়াও প্রকটিত হইতে থাকে। এই পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়কার্য্যের সীমা ও ভৌতিক নিয়মের অধিকার। ইতর জন্তু সকল এই রূপ ইন্দ্রিয় কার্য্য দ্বারা পরিচা- লিত হইতেছে। আত্মা ইহার উপর আবার পৃথক্ রূপে কার্য্য করিতেছে—বহির্ব্বিষয় সংযোগে মস্তিষ্কে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন হইতেছে, আত্মা জ্ঞান-শক্তি প্রভাবে তাহা জানিতেছে, এবং আরও আশ্চর্য্য কৌশল এই যে, সেই আভ্যন্ত- রিক ছায়া মাত্র প্রাপ্ত হইয়া বহিঃস্থিত পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সকল দর্শি করি- তেছে। ... উপর দেখিতেছি, সে বস্তু আমি যে বস্তুকে দেখি ... কোথা, আর আমার আত্মা ... সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র আলোক স আমার চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও শিরা সহ- কারে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া আমাকে তা- হার পরিচয় প্রদান করিতেছে, আর আমি সেই ছায়ার উপর বিশ্বাস করিয়া কত গুরু- তর ব্যাপার অবগত হইতেছি। কোথায় একটি শব্দ উৎপন্ন হইল, আর আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছে। কিন্তু অমনি বায়ুসমুদ্রে সেই শব্দের অনুযায়ী তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া, যেন শরীরের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আত্মাকে শ্রবণ করাইবার জন্য কর্ণবিবরের চর্ম্মময় কবাটে সাঙ্কেতিক আঘাত প্রদান করিতে লাগিল, এবং যেমন তাড়িত তন্ত্রীর এক প্রান্তে আঘাত করিলে অপর প্রান্তে তাহার অনুরূপ স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেই রূপ করিয়া বাহিরের সংবাদ শিরারূপ তা-

আছেন; জ্ঞানশক্তি [illegible] আত্মার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই তিনি সেই দৃষ্টিপথে অতিথি হন। উন্মীলিত চর্মচক্ষু যে রূপ সহজে আলোক দর্শন করে, উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু সেই রূপ সহজেই ব্রহ্মদর্শন প্রাপ্ত হয়। যেমন আলোক চক্ষুর অপরিহার্য্য বিষয়, সেই রূপ ঈশ্বর আত্মার জ্ঞানচক্ষুর অপরিহার্য্য বিষয়। সভ্য হউন, আর অসভ্য হউন, মূর্খ হউন আর পণ্ডিত হউন, কেহই স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে জ্ঞান-চক্ষুর নিকট হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ নহেন *। ঈশ্বর যেমন ইন্দ্রিয়গণের নিকটে এই জগৎ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রূপ আত্মার নিকটে আপনি প্রকাশিত হইয়া আছেন।

আত্মাতে যে জানিবার শক্তি আছে, বাহ্য জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর তাহার সহজ বিষয়। আত্মা ত্রিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এ তিন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে; এই জ্ঞানই আত্মার সহজ জ্ঞান; জ্ঞানশক্তির অতি সহজ ক্রিয়াতেই এই ত্রিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরে আত্মা বিবিধ নৈপুণ্য সহকারে বিবিধ প্রক্রিয়া প্রকটিত করিয়া, ঈশ্বরবিষয়ে আত্মবিষয়ে জড়প্রকৃতি বিষয়ে ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বিবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে, স্বয়ং অসাধারণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় ও পৃথি-[illegible] করিতে থাকে। মনুষ্য সেই বিচিত্র জ্ঞানক্রিয়া সহকারে চতুষ্পার্শস্থ সমুদায় পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নানা শাখা প্রশাখা সমন্বিত প্রকাণ্ড পদার্থ বিদ্যা প্রস্তুত করিতেছে; আত্মার বিষয় আলোচনা করিয়া কত অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব অভ্যাস করিতেছে, এবং ঈশ্বররূপ মহা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া কত দুর্জ্ঞেয় রত্নের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছে।

* যেমন কোন কোন ব্যক্তি এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বে সংশয় করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সংশয় করিয়া থাকেন। কিন্তু নাস্তিকতার মধ্য হইতেই ঈশ্বরজ্ঞানের আভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৃথিবীতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রথমে [illegible] আবির্ভূত হইল, এই বিষয়ে অ[illegible] কোথা হইতে বিতর্ক করিয়া থাকেন, [illegible] মেকে অনেক প্রকার [illegible] ইহা কেহই অস্বীকার [illegible] প্রথমে ঈশ্বরজ্ঞান না জন্মিলে জন্মিলে সংশয় করিবার প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না। এই বিষয়টি এদেশের নৈয়ায়িকগণ সুন্দর রূপে [illegible]। যদিও তাঁহাদিগের বিচারপ্রণালী [illegible] পক্ষে কঠিন হইবে, তথাপি চেষ্টা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে এই ভাবিয়া [illegible] সহজ করিয়া তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে—তাঁহারা বলেন, "যে বস্তু অলীক, সে বস্তুর অস্তিত্বও উপলব্ধ হয় না, নাস্তিত্বও উপলব্ধ হয় না, তাহা অস্তি ও নাস্তি উভয় প্রকার জ্ঞানেরই অবিষয়। যাহার অস্তিত্ব কখন অনুভূত হয় নাই, তাহার নাস্তিত্বও কখন অনুভূত হয় না। অতএব ঈশ্বর বিষয়ক নাস্তিত্ব জ্ঞানের অভ্যন্তরেই অস্তিত্ব জ্ঞান নিহিত থাকে।"

দুর্গোৎসব।

কোথা হইতে দুর্গোৎসবের উৎপত্তি হইল? আমাদিগের আদি গ্রন্থ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যত দূর পাঠ করা গিয়াছে, তাহাতে দুর্গোৎসবের নাম গন্ধ নাই। যজু-র্বেদসংহিতায় যে অম্বিকা দেবীর কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি ত্র্যম্বক দেবের ভগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কখনই [illegible]দেশের দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী নহেন। [illegible] দের যে রূপ প্রকৃতি, তাহাতে এ[illegible] এই রূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দুর্গোৎসব বৈদিক ঋষিগণের কল্পনাতেও উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি দয়ানন্দ সর-স্বতী নামক এক জন বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী কাশী প্রভৃতি প্রদেশে আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতেছেন যে, বেদের মধ্যে প্রতিমা পূজার বিধি নাই; এই উপলক্ষে কাশী-রাজের সভাতে কাশীর অধিবাসী ও প্রবাসী নানাস্থানস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু কেহই বেদ হইতে প্রতিমা

পূজার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আশ্বলায়ন প্রভৃতি মুনিগণ বিস্তীর্ণ বেদ হইতে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড সকল সংকলন পূর্ব্বক যে সমস্ত শ্রৌত সূত্র প্রণয়ন করেন, তাহাতে দুর্গোৎসবের কোন কথা নাই। যে সকল গৃহ্য সূত্রে বিবাহ প্রভৃতি যাবতীয় গৃহ কর্ম্মের পদ্ধতি বিধি বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না; সাময়াচারিক সূত্র নামক যে সমস্ত সূত্র গ্রন্থে, নানাবিধ আচার ব্যবহারের বিষয় নিয়মিত হইয়াছে, তাহাতেও উহার নাম গন্ধ নাই। শ্রাদ্ধ-কালে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজক বলিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি যে বিংশতি জন ঋষির নাম পাঠ করা হয়, তাঁহাদের বিংশতি খানি স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখ, তাহাতেও দুর্গোৎসবের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে কি এই সংশয় উৎপন্ন হয় না যে, যে বেদ ও স্মৃতি হইতে হোম [illegible] অবধি মুখ প্রক্ষালন ও দন্ত-[illegible] পর্য্যন্ত যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে এমন প্রধান উৎসব [illegible]রদীয় দুর্গাপূজার কোন কথা না থাকি-[illegible] কারণ কি? বস্তুতঃ দুর্গোৎসব বেদমূলক [illegible]ষ্ঠান নহে। যদি [illegible] বেদমূলক হইত, তাহা [illegible] সকল সূত্র ও স্মৃতি বেদমূলক, [illegible] অবশ্যই উহার বিষয় উল্লিখিত [illegible]

যে বিস্তীর্ণ ভারত বর্ষ হিন্দুস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার সকল দেশে এ উৎসব প্রচলিত নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গ দেশ অতিক্রম করিলে আর এ উৎসবের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে এই উৎসব বঙ্গ দেশ হইতেই অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন স্থানে সংক্রামিত হইয়াছে। [illegible] দ্বারা এই উৎসব যে কেবল বেদ ও স্মৃতির বহির্ভূত বলিয়া [illegible] হইতেছে এ রূপ নহে, আরও অধিক [illegible] যাই-তেছে—দুর্গোৎসব হিন্দুজাতির [illegible] উৎসব নহে, এ উৎসব আর্য্য জাতির উদ্ভাবিত নহে। হিন্দু জাতির বীজ পুরুষ আর্য্যগণ যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হোম যাগ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সেই সেই দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দুর্গোৎসব যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে ভারত বর্ষের সর্ব্বত্রই অন্যান্য আর্য্য অনুষ্ঠানের ন্যায় [illegible]

বঙ্গদেশীয় হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাপক বঙ্গ-শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য [illegible] তত্ত্ব নামক গ্রন্থের যে স্থানে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা লইয়া বিচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি হোম দান প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রাচীন ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা দিবার সময়ে যেমন শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা দান কালে সে রূপ শ্রুতি বা স্মৃতির বচন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল মার্ক-ণ্ডের পুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ [illegible] দেবী-পুরাণ প্রভৃতি ক[illegible] খানি [illegible] পুরাণ, হইতে "শারদীয়" মহো[illegible]বের কর্ত্তব্যতা প্র-তিপাদন করিয়াছেন। [illegible] দুর্গোৎ-সবের প্রাচীনত্ব সংস্থাপন না হইয়া ঐ সকল পুরাণের আধুনিকতাই প্রতিপন্ন হই-য়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের "দেবীমাহাত্ম্য" নামক একটি অধ্যায়ে ঐ দুর্গাপূজার মূল [illegible] হইয়া আছে। এই দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে এই রূপ [illegible] হই-য়াছে যে, দেবগণ মহিষাসুরের [illegible] পরা-জিত হইয়া [illegible]

কোপপ্রভাবে তাঁহার শরীর হইতে তেজ উৎপন্ন হইল, তখন ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতেও সেই রূপ তেজ নির্গত ও সমুদায় দেবতেজ একত্রিত হইয়া স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সেই স্ত্রীই এই মহিষমর্দ্দিনী দেবতা। কিন্তু সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে দুর্গা মহাদেবের পত্নী। সে যাহা হউক, কোথা হইতে এই উপাখ্যান উৎপন্ন হইল? বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে দেবাসুরের যুদ্ধ বিষয়ক ভূরি ভূরি উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাতে উক্ত প্রকার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় না। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে সময়ে এখানে শক্তি দেবতার উপাসনা প্রচলিত হয়, সেই সময়ে ঐ রূপ উপাখ্যান সকল কল্পিত হইয়াছে এবং শক্তি প্রধান পুরাণ ও তন্ত্র সকল সেই সময় অবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে[১]। কিন্তু তাহার কোন স্থলেই এখনকার ন্যায় কার্ত্তিক গণেশ ও লক্ষ্মী সরস্বতী সমন্বিত সিংহবাহিনী দেবতার উল্লেখ নাই। এবং এক্ষণে সকল স্থানে এক রূপ প্রতিমাও দৃষ্টিগোচর হয় না—কোন স্থানে ছিন্ন মহিষ হইতে অর্দ্ধবিনিষ্ক্রান্ত ও কোন স্থানে সম্পূর্ণাঙ্গ অসুর মূর্ত্তি; আবার কোন স্থানের প্রতিমাতে কার্ত্তিক ও গণেশের প্রতিমা এক বারে থাকে না। শারদীয় উৎসবের বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে এক্ষণে প্রচলিত যে একটি আখ্যায়িকা এবং পদ্ম পুরাণে দুর্গার উৎপত্তি বিষয়ে ঐ কিংবদন্তীর পোষক যে উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট রূপেই শারদীয় মহোৎসবের উৎপত্তির অন্যবিধ কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আখ্যায়িকা এই যে, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে ভগবতী জন্ম গ্রহণ করেন। কৈলাসশিখরবাসী মহাদেবের সহিত সেই কন্যার বিবাহ হয়। ভগবতী সম্বৎসর মহাদেবের গৃহে থাকেন, কেবল বর্ষের মধ্যে তিন দিন পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। সেই তিন দিন উৎসব হইয়া থাকে। এই আখ্যায়িকার উপরেই বিশ্বাস করিয়া বঙ্গ দেশে বর্ষে বর্ষে দুর্গোৎসবের সময় "আগমনী" ও "বিজয়া" নামক এক প্রকার আনন্দসূচক ও শোকসূচক সঙ্গীত প্রস্তুত হয়। আবার এই উৎসবের উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি প্রবাদও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা এই যে, রামচন্দ্র রাবণ বধের সময়ে শরৎকালে ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি এই দুর্গা পূজার উৎসব শরৎকালেই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গা পূজার বোধনমন্ত্র হইতেও এই প্রবাদের পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে[২]।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শরৎকালে দুর্গা পূজার বিধি, "আগমনী" ও "বিজয়া" বিষয়ক আখ্যায়িকা এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক অকালে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বিষয়ক প্রবাদ ও তাহার অনুকূল বোধনমন্ত্র. এই ত্রিবিধ উপকরণ হইতে দুর্গোৎসবের উৎপত্তি বিষয়ে এইমাত্র স্থির করা যাইতে পারে যে, যখন বেদ ও স্মৃতিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই, যখন বঙ্গবাসীদিগের সংস্রব ব্যতিরেকে ভারত বর্ষের আর কোন প্রদেশেই প্রচলিত হয় নাই, তখন ইহা যে হিন্দু জাতির পৈতৃক উৎসব নহে, তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। প্রত্যুত: যে জাতি স্বকীয় বা পরকীয় সকল দেবতা হইতেই অনিষ্টাশঙ্কায় আকুল হইয়া থাকেন, যে জাতি এখানকার

[১] শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

[২] রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা। অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ সায়াহ্নে বোধয়ামাতঃ।

আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী ও পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, যে জাতি তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া মুসলমানদিগের নিকট হইতে সত্য পীর, গাজী পীর পীর মামুদ ও সাফরিদ প্রভৃতির পূজা শিক্ষা করিয়াছেন, যে জাতি শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবতাগণকে, অধিক কি, মুসলমানদিগের সত্য পীরকে ৩ অকুণ্ঠিত হৃদয়ে আপনাদের দেবতা করিয়া নানাবিধ পুরাণ ও তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ৪, সেই জাতি যে অন্য জাতির নিকট হইতে যুদ্ধানুরাগিণী শক্তি দেবতা গ্রহণ করিয়া নানাবিধ শাস্ত্র ও নানাবিধ উৎসব সৃষ্টি করিবেন, ইহাতে কিছুই অসম্ভাবনা নাই। যখন রাজপুত্র বঙ্গ পিতার আদেশে এই দেশে আসিয়া আধিপত্য সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানগণ যখন এ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বদেশ হইতে শারদীয় দুর্গোৎসব সঙ্গে করিয়া আনেন নাই; তাঁহাদিগের সন্তানগণ এই দেশে আসিয়াই প্রথমে যে আকারে হউক, উহা শিক্ষা করেন; পশ্চাৎ উহাকে নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরোপ করিয়াছেন এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, বেদের দেবাসুর সংগ্রাম বিষয়ক উপাখ্যানজ্ঞ পুরাণকর্ত্তা এই দেশ হইতেই কোন প্রকার মূল পাইয়া আর্য্যজাতিসমুচিত অদ্ভুত কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি সহকারে নূতন উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বাসন্তী দুর্গা পূজার সহিত শারদীয় দুর্গা পূজার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে; ঐ উভয় পূজার মূল স্থির করিবার জন্য একটি নূতন প্রকার শব্দ ও [illegible] রামচন্দ্রের সময়ে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকিবে। দুর্গার শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহার সহিত রণপ্রবৃত্তা দুর্গাপ্রতিমার কিছুই মিল নাই। এবং উক্ত আখ্যায়িকা যে অধিক পুরাতন তাহাও বোধ হয় না।

যে সময়ে যে রূপ করিয়া এই দুর্গোৎসবের সৃষ্টি হউক; এক্ষণে ইহা বঙ্গ শ্রেণীয় হিন্দুজাতির প্রধান ও প্রিয় উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যে কেবল ধর্ম্মের জন্য প্রাধান্য লাভ ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে, তাহা নহে; এই উৎসবের সময়ে সকল প্রকার ব্যক্তিই স্ব স্ব কামনা পূর্ণ করিবার অবকাশ পাইয়া থাকে। দেব দেবীর প্রতি যাঁহাদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, এই সময়ে তাঁহাদের প্রীতি ভক্তি যেমন উত্তেজিত হইবে, সেই রূপ এই সময়েই পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগের পাপস্পৃহা সমধিক চরিতার্থতা লাভ করিবে এবং সেই রূপ সকল শ্রেণীর লোকেই কোন না কোন বিষয়ে আপনাদিকে উপকৃত বোধ করিবে। এই উৎসবের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মেরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পৌত্তলিকগণ অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিশক্তির অবমাননা করিতেছেন, ব্রাহ্মদিগকে কখন যে রূপ দোষে পতিত হইতে না হয়, কেবল এই শিক্ষা নহে, আর একটি বহুমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে;—মনুষ্যের যেমন এক অংশ শরীর ও আর এক অংশ আত্মা, সেই রূপ ধর্ম্মের এক অংশ আত্মা, আর এক অংশ বাহ্য আকার। কোন ধর্ম্ম এক [illegible] ধর্ম্ম মিথ্যা [illegible] তাহার [illegible] করিয়া [illegible]

৩ শব্দকল্পদ্রুমে সত্য নারায়ণ শব্দ দেখ।

৪ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাঁরা মুসলমানদিগের মতে গুরু, ঈশ্বর নহেন, কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট দেবতা হইয়াছেন।

রীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের সার ভাগ তিরোহিত যায় এবং জনসমাজ কেবল তাহার বাহ্য আকারে বদ্ধ হইয়া পড়ে। সকল সম্প্রদায়েরই এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি বাহিরে হিন্দু শাস্ত্র, কোরাণ বা বাইবল অনুসারে সমুদায় ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ও তাঁহার আমোদগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, প্রতি পদনিক্ষেপে তাঁহার ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আদেশ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এক একটি উৎসব পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মের পক্ষেও ইহা অসম্ভাবিত নহে যে, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহার ক্রিয়া কাণ্ড হইতে পৌত্তলিকতা অপসারিত হইয়াছে, তিনি তীব্রতা সহকারে উপধর্ম্মের বিপক্ষে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য "পিশাচের" আদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহার আমোদগৃহ মুর্ত্তিমান্ পাপের বিলাসভূমি হইয়া আছে, তাঁহার বিষয় কর্ম্ম হইতে নীতি দেবী সুদূরে পলায়ন করিয়াছেন। যাহাতে জনসমাজে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা না করিয়া সকল সম্প্রদায়ই কেবল কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া লইয়া দল বন্ধন করিতে যান, ইহাই উক্তরূপ শোচনীয় অবস্থার অন্যতর কারণ। ঈশ্বর ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে রক্ষা করুন; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারপ্রণালী জনসমাজকে নূতন আলোক প্রদর্শন করুক।

উপদেশঃ।

নিত্যানুভক্তবেদ্ [illegible] ব্রহ্মণঃ প্রিয়মাচরেৎ।
বিদ্বান্ [illegible] চ নিত্যিং সমধিগচ্ছতি॥
[illegible] কর্ম্মবানপি।
[illegible] গতিং বৃজেৎ॥
বিফলা ভবতি প্রজ্ঞা যদি ভক্তিং বিনা কৃতা।
চক্ষুষ্মানপ্যচরণো ন গন্তুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
কিং [illegible]
বিফলং চরণং চক্ষুর্নাস্তি গমনয়োর্ন চেৎ॥
প্রজ্ঞানেন চ ভক্ত্যা চ কর্ম্মণা চ সুসংযতঃ।
উপাসীত পরং ব্রহ্ম সত্যসুন্দরমঙ্গলং॥
সত্যং গচ্ছতি প্রজ্ঞানং প্রীতিঃ সৌন্দর্য্যশায়িনী
স এব সাধকো যস্য চেষ্টা চরতি মঙ্গলং॥
প্রমাণং পরমেশস্য কার্য্যভূতমিদঞ্জগৎ।
স্বাভাবিকী প্রতীতিশ্চ কিমনেকবিতণ্ডয়া॥
বৈশ্বানরঃ স্বতোজাতঃ পূর্ণং ব্রহ্মেতি প্রত্যয়ঃ।
আত্মদর্শনদক্ষাণামন্তঃ স্ফুরতি নিত্যশঃ॥
যো ভাত্যতীত্য চাকাশমাকুতের্ব্বিনিযামকং।
সাকৃতিং মন্যতে মূঢস্তং বিভুং শুদ্ধচিন্ময়ং॥
য আস্তেঽতিগতঃ কালং পরিবৃত্তিনিয়ামকং।
অনাদ্যন্তো ধ্রুবোনিত্যঃ কথং স জন্মভাগ্ভবেৎ॥
স এষাং জগতাং স্রষ্টা পাতা ভর্ত্তা চ শাশ্বতঃ।
চরাচরাণি ভূতানি নালং তমতিবর্ত্তিতুং॥
ন কশ্চিৎ প্রভুরস্যাস্তি স এব জগতাং প্রভুঃ।
নিয়ন্তা সর্ব্বলোকানাং স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বশক্তিমান্॥
অতীন্দ্রিয়োঽচিন্তনীয়ঃ শুদ্ধজ্ঞানময়োহি সঃ।
ন মেয়ো নোপমেয়শ্চ জ্ঞানমাত্রস্য গোচরঃ॥
কল্যাণসন্ততিং নিত্যমাতনোতি নিরন্তরাং।
নিরাকৃতবিকারোঽয়ং সত্যসুন্দরমঙ্গলঃ॥
শান্তং দান্তমুপরতং কৃত্বাত্মানং সমাহিতং।
তিষ্ঠন্নুগ্রহাপেক্ষী পশ্যন্ হৃদয়মন্দিরে।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বতো ব্যাপ্তং পূর্ণানন্দং সনাতনং।
সর্ব্বেষামন্তরাত্মানং শিবং শান্তিনিকেতনং।
পিতরং মাতরং বন্ধুং দাতারং সুখসম্পদাং।
ত্রাতারং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সহায়ং সাধুকর্ম্মণাং।
আস্পদং পরমপ্রেম্নাং সখায়ং নিত্যমাত্মনাং।
সর্ব্বেষাং জগতাং মূলং ফলদং সর্ব্বকর্ম্মণাং।
আশ্রয়ং সর্ব্বভূতানামতীতং দেশকালয়োঃ।
গোচরং জ্ঞাননেত্রানামবাঙ্মনসগোচরং,
পরাত্মানং নমেন্নিত্যং শ্রদ্ধাপ্রীতিসমন্বিতঃ।
স এব পরমোলোকঃ স এব পরমা গতিঃ॥

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অনেক দিন হইল উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মিত্র প্রকাশ। সাহিত্য বিষয়ক সাময়িক পত্র ও কবিরহস্য প্রথম ভাগ। শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

২। সুবর্ণবণিক। শ্রীবলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩২৭ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৭৯২ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দ্বাদশং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২২২

১৬। অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ। ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্ত্তাসো ন পশ্যথ বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৬। 'পন্থাঃ' সততগামী যথা ব্রহ্মলোকং গচ্ছতাং পুণ্যকৃতাং মার্গভূতঃ সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তীতি শ্রুতেঃ, এবম্ভূতঃ 'যঃ অসৌ' আদিত্যঃ 'দিবি' দ্যুলোকে 'প্রবাচ্যং' প্রকর্ষেণ বচনং যথা ভবতি তথা 'কৃতঃ' নির্ম্মিতঃ যথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দ্দৃশ্যতে তথা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ, হে 'দেবাঃ' 'সঃ' অযমাদিত্যঃ যুষ্মাভিরপি 'ন অতিক্রমে' অতিক্রমিতুং ন শক্যঃ যুষ্মজ্জীবনস্য তদায়ত্তত্বাৎ অপি হি সূর্য্যেণ রসহরণদ্বারা কালেষু নিষ্পাদ্যন্তে কালেষু চ যাগাঃ ক্রিয়ন্তে যাগেষু চ দত্তং ভবতাং জীবনং অতো যুষ্মাভিরপি নাতিক্রমিতব্যঃ, এবং সতি হে 'মর্ত্তাসঃ' পাপকৃতো মনুষ্যাঃ 'তং' মহানুভাবং সূর্য্যং 'ন পশ্যথ' সূর্য্যং ন জানীথ প্রজ্ঞাঃ কূপে পাতয়িত্বা নির্গতা বৃকাদয়স্তিতো প্রতি নিবসথ, অতএব মত্তুল্যা যং সূর্য্যং জানামি পাপকৃতো যূয়ং ন জানীথ ইতি।

১৬। সততগামী এই সূর্য্য সকল-প্রাণীর দৃশ্য রূপে দ্যুলোকে নির্ম্মিত হইয়াছে, হে দেবতা সকল! সেই সূর্য্য তোমারদিগের অতিক্রমণীয় নহে, হে মনুষ্য সকল! তোমরা সেই সূর্য্যকে জানিতেছ না। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১২২৩

১৭। ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে। তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু বিত্তং মে অস্য রোদসী।

১৭। 'কূপেঽবহিতঃ' পাতিতঃ 'ত্রিতঃ' এতন্নামা ঋষিঃ 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'দেবান্' 'হবতে' আহ্বয়তি, যদেতৎ ত্রিতস্যাহ্বানং 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং দেবানাং রক্ষকঃ এতন্নামকো দেবঃ 'তৎ' আহ্বানং 'শুশ্রাব' শ্রুতবান্ কিং কুর্ব্বন্ 'অংহূরণাৎ' অংহসঃ পাপরূপাৎ অস্মাৎ কূপপাতাৎ উদ্ধৃত্য 'উরু' বিস্তীর্ণং লোকং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্।

১৭। কূপে পতিত ত্রিত ঋষি রক্ষার নিমিত্তে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। বৃহস্পতি দেব কূপ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক শোভিত করত সেই ত্রিতের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছেন। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

সাধুতা অভ্যাস।

"প্রাণোবোধঃ"

ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ। সমুদায় সৃষ্টি সেই প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সূর্য্য তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আলোক দান করিতেছে। চন্দ্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেছে। অগ্নি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া উত্তাপ দিতেছে। তিনি সমুদায় প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই সমুদায় প্রাণী জীবিত আছে। সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই তরু লতার প্রাণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই প্রাণ হইতেই পশুপক্ষী সকল প্রাণ লাভ করিয়াছে। সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই মনুষ্য প্রাণ ধারণ করিতেছে। কেবল জল বায়ু আমাদের উপজীব্য নহে, কেবল অন্ন পান আমাদের জীবিকা নহে, সেই জগৎপ্রাণ পরমেশ্বরই প্রাণরূপে অবস্থান করিয়া সমুদায় প্রাণকে রক্ষা করিতেছেন। চক্ষু সেই প্রাণের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিতেছে, কর্ণ সেই প্রাণের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিতেছে, আমাদের প্রাণ সেই প্রাণের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিতেছে। সেই প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইলে সকলই বিনাশ পায়। সেই অনাদি অনন্ত প্রাণ এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্য্যন্ত সমুদায় জগতে অনুস্যূত হইয়া আছেন। এই ক্ষয়শীল পদার্থ সকল সেই অক্ষয় প্রাণস্বরূপে প্রথিত থাকিয়া ক্ষয় হইতে রক্ষা পাইতেছে। তিনিই আত্মার প্রাণ, আত্মার আত্মা। সেই প্রাণময় পুরুষই আত্মার আশ্রয়। হে আত্মন্! তুমি সেই প্রাণ হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং সেই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছ। তোমার জ্ঞান চিন্তা প্রেম ইচ্ছা সকলই সেই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আছে। যেমন প্রস্রবণ হইতে নদনদী নিঃসৃত হয়, সেই [illegible] সেই প্রাণ হইতে তোমার জীবন ও সকলের জীবন নিঃসৃত হইতেছে এবং তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই রক্ষা পাইতেছে।

তিনি প্রাণ, মৃত্যুর বিপরীত বস্তু, জীবন্ত দেবতা। সেই প্রাণস্বরূপ দেবতা প্রাণহীন পদার্থের ন্যায় অচেতন নহেন। আমরা যাহা করিতেছি, তিনি তাহা দেখিতেছেন; [illegible] যাহা বলিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন, আমরা যাহা ভাবিতেছি, তিনি তাহা জানিতেছেন। সেই প্রাণস্বরূপ পুরুষ মৃত শরীরের ন্যায় নিষ্ক্রিয় নহেন। হে আত্মন্! তুমি আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমার শরীর কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেও তুমি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পার না। সেই [illegible] [illegible] [illegible] নিষ্ক্রিয় [illegible] [illegible] ইচ্ছা [illegible] যেমন তোমার [illegible] নানা ক্রিয়া আবির্ভূত হয়, সেই [illegible] জগতের সমুদায় [illegible] হইতে উৎপন্ন হইতেছে। [illegible] এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার [illegible], কিন্তু তিনি ইহা হইতেও বৃহৎ। সেই [illegible] ইচ্ছাতে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর চলিতেছে। তোমার যত টুকু কার্য্য তোমার স্বাধীনতা হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ আর [illegible] [illegible] টুকু কার্য্য তাঁহাদের স্বাধীনতা হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন অন্য সমুদায়ই তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য, আর সমুদায়ই [illegible] কার্য্য। তুমি স্বাধীন ভাবে যে সকল কার্য্য করিতেছ, তাহা তোমার কার্য্য; কিন্তু তোমার স্বাধীনতা লাভ তোমা হইতে হয় নাই, তাহা সেই প্রাণস্বরূপের কার্য্য। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া শিক্ষা দিতেছেন, তাহা তাঁহার অপর্য্য ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই ন[illegible]

[illegible] [illegible]

আত্মদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মাতে আর একটি শক্তি আছে, তাহা হইতে আত্মার কর্তৃত্ব উৎপন্ন হয়—আমরা আপনাকে যে সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া জানিতেছি, তৎসমুদায় ঐ শক্তির কার্য্য। এই শক্তি দ্বারা আত্মা আপনাকে বিষয় বিশেষে প্রবৃত্ত করিতে পারে ও ক্রিয়া বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। আমরা যে স্বাধীন ভাবে গমন করিতেছি, দর্শন করিতেছি, চিন্তা করিতেছি, ঐ শক্তিই তাহার মূল। উক্ত প্রভাবে আত্মা সর্ব্বদাই সক্রিয় হইয়া অবস্থান করে। শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আত্মাকে আর সাহায্য করিতে পারে না, আত্মা তখনও চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াতে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থাতেও আত্মা একবারে নিষ্ক্রিয় হয় না, তখনও স্বপ্নের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার জ্ঞানশক্তির যে রূপ সম্বন্ধ, শরীরের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার এই [illegible] সেই রূপ যোগ। শরীরে যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, সেই রূপ জানিবার শক্তি ও কর্ম্ম করিবার শক্তি এই দুইটি শক্তিকে আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। আত্মার সমুদায় "জ্ঞানক্রিয়া" ও "বলক্রিয়া" এই দুই শক্তির কার্য্য। আত্মা যত দিন এই শরীরে অবস্থিত থাকে, তত দিন এই চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকারে নানাবিধ জ্ঞান উপার্জ্জন এবং হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে নানাবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে; ইহা দ্বারা যেমন এই পৃথিবীতে ভুরি ভুরি শুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে, সেই রূপ আত্মার জ্ঞানশক্তি ও কর্তৃত্বশক্তি দিন দিন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া লোকান্তরের জন্য শুভ ফল উৎপন্ন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে এই চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকেও আত্মাকে অনেক জ্ঞাতব্য জানিতে হইবে এবং এই হস্ত পদ ব্যতিরেকেও অনেক কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই উভয় শক্তির স্ফূর্ত্তি তাহার আভাস প্রদর্শন করিতেছে। এই ইন্দ্রিয় সকল বিগলিত হইয়া যাইবে, আত্মার উভয় ইন্দ্রিয় অনন্ত কাল থাকিবে।

আত্মার কর্তৃত্বশক্তি দ্বারা শরীরের কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে ক্রিয়া সকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতে ভৌতিক নিয়মের যথেষ্ট সহকারিতা আছে। যে প্রণালীতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য তাহার বিপরীত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য বাহির হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে আত্মাকে জ্ঞান দান করে; আর আত্মা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরে প্রকটিত হয়। মনে কর, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইবে; আত্মা গম্য স্থান লক্ষ্য করিয়া পদচালনা করিবার নিমিত্ত আপনাকে নিয়োগ করে, সেই নিয়োগ অনুসারে মস্তিষ্কে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং তদনুসারে শিরা [illegible] মাংসপেশী প্রভৃতি পরিচালিত হওয়াতে পদ হইতে গমনক্রিয়া প্রকটিত হইতে থাকে। একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেও কত গুলি প্রক্রিয়া আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে আত্মা ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল গুণে সাক্ষাৎ স[illegible] কেবল মস্তিষ্ককে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিচালনা করে, আর সমুদায় ব্যাপার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন পরীক্ষা করিয়া দেখ; অঙ্গুলির অস্থি

মাংসপেশী হইতে বেগ প্রাপ্ত হইয়া পরিচালিত হইতেছে, মাংসপেশী আবার শিরা হইতে বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, শিরা আবার মস্তিষ্কের বেগে বেগযুক্ত হইতেছে; কিন্তু মস্তিষ্ক আবার কোথা হইতে বেগ প্রাপ্ত হয়? আত্মার ক্রিয়া হইতে মস্তিষ্ক বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই বেগ ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন রূপে বাহিরে প্রকটিত হইতেছে। আত্মা যে সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা, কেবল সেই সকল ক্রিয়াই এই রূপে উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন অন্য শারীরিক ক্রিয়াতে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বহির্ব্বিষয় সংযোগে মস্তিষ্কে যে সকল অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়, তাহাতে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যেমন সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে, যেমন বায়ুর আঘাতে বৃক্ষ সকল কম্পিত হইতেছে সেই রূপ ভৌতিক নিয়মানুসারে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্য দ্বারা মস্তিষ্কে ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এবং ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তদ্দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতেও নানাবিধ ক্রিয়া প্রকটিত হয়; কিন্তু আত্মা বিবেচনা পূর্ব্বক কর্তৃত্ব সহকারে মস্তিষ্কের অনেক বেগ সংবরণ করিতে পারে [illegible] ই আমরা পশুর ন্যায় কেবল বহিরিন্দ্রিয়ের দাস হইয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতাম। তথাপি শরীর হইতে এমন অনেক ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে যে, তাহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয় না। সহসা কোন বিকট মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে মস্তিষ্কে এরূপ অবস্থান্তর উৎপন্ন হয় যে, আত্মা ইচ্ছা না করিলেও শরীর আপনা হইতে সংকুচিত হইয়া যায়; সহসা তীব্রতর বজ্রধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইলে শরীর যে চমকিয়া উঠে, তাহাও এই রূপ। কুক্ষির মধ্যে আঘাতবিশেষ (কাতুকুতু) প্রদান করিলে আপনা হইতেই হাস্য উৎপন্ন হয়। আর এক জনের ক্রন্দন দেখিলে তাহার অর্থ না বুঝিলেও আপনা হইতে ক্রন্দন উৎপন্ন হয়। এই সকল শারীরিক ক্রিয়ার উৎপাদন বিষয়ে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। তথাপি এই শরীরের উপর তাহার এমন প্রভাব আছে যে, অনেক সময় শরীর মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে; কেবল আত্মার বলে যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ঘোরতর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। এমন কত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, শরীর এক বারে অবসন্ন হইয়াছিল, কোন উপস্থিত কারণে আত্মার উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে শরীর যেন নূতন বল লাভ করিয়া কত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। এক বার এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনার শেষ ইচ্ছা জানাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন আমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলাম; তাঁহার বাক্‌শক্তির এ রূপ ক্ষীণতা ও জড়তা হইয়াছিল যে, আমরা কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপর্য্যুপরি কএক বার চেষ্টা করিয়াও যখন বুঝাইতে পারিলেন না, তখন এই রূপ চীৎকার করিয়া শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, দুই একটি শব্দ ভিন্ন আর সমুদায়ই অতি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত সমুদায় ব্যক্তিরই কর্ণ গোচর হইল। তৎপরে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

জড়ময় শরীর অবলম্বন করিয়া আত্মা এই পৃথিবীর উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে কি রূপ পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে মনুষ্য তাহাকে কি রূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আত্মার কার্য্য করিবার শক্তি কি অদ্ভুত বলিয়া প্রতী-

য়মান হয়। অরণ্যের পরিবর্ত্তে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইল; অনাবৃত প্রান্তরে মহোচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল; সমুদ্রগামিনী নদীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল; ভীষণ মহাসমুদ্রে রাজপথ প্রস্তুত হইল; এক মাসের পথ এক দিনের গম্য হইল; দুর্দ্দান্ত নদী দাসী হইয়া যন্ত্র পরিচালনে নিযুক্ত হইল; আকাশের বিদ্যুৎ দূত হইয়া রহিল। আত্মার শক্তি বিষয়ে আর কি সাক্ষ্য চাই! ভবিষ্যতে আত্মার শক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইবে, এই সমুদায় তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ।

জড় পদার্থের অনেক কার্য্যে এই রূপ কর্ত্তৃত্ব শক্তির আভাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যগণ অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সকলকে কর্ত্তৃত্ব শক্তি সম্পন্ন মনে করিয়া আরাধনা করিতেন। লজ্জাবতী নামে এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে, স্পর্শ করিলেই তাহার পত্র সকল কুঞ্চিত হইয়া যায়। আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে নিকটে গিয়া করতালী প্রদান করিলেই তাহার পত্র সকল অবনত হইয়া যায়। উদ্ভিদ্গণের শ্বাসক্রিয়া, উপযুক্ত রূপে রস আকর্ষণ প্রভৃতি গূঢ় ব্যাপার সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব সহকারে সেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। পশুপক্ষী প্রভৃতি [illegible] মনুষ্যের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব [illegible] হইয়া থাকে। কিন্তু আ- [illegible] কর্ত্তৃত্ব শক্তির কথা উল্লিখিত হইতেছে, তাহা আর কোন পদার্থেই নাই। আর [illegible] সৃষ্টি যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, এক মাত্র ঈশ্বরই সেই সমুদায় যন্ত্রের যন্ত্রী—আর সমুদায় সৃষ্টিই তাঁহার ভৌতিক নিয়মরূপ শৃঙ্খলে [illegible] [illegible]

আত্মা আপনার উপর যে কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাতেই ইহার সর্ব্বাধিক মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। আত্মা কত দিকে কত প্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সময়ে সময়ে আত্মা সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া আর এক দিকে ধাবমান হয়। আত্মা এই সংসারে কত শোক সন্তাপে পতিত হইতেছে, কত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কত বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই এক বারে আত্মাকে অভিভূত করিতে পারে না। আত্মা সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া আবার উৎসাহশীল হইয়া সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যে সমস্ত প্রবৃত্তি পশুগণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, আত্মা অদ্ভুত বলে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের উপর জয় লাভ করিয়া থাকে। আত্মা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার কর্ত্তৃত্বশক্তির প্রভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যখন সেই অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ধন জন মান ও সুখ সম্ভোগ প্রভৃতি এখানকার লোভনীয় সমুদায় স্বার্থ ও অবস্থাবিশেষে অতি প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার এই কর্ত্তৃত্ব শক্তি দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়! যখন দেখি, পুত্র ও কন্যা আপনাদের সুখ ভোগবাসনা সম্বরণ করিয়া মাতাপিতার সেবাতে নিযুক্ত হইয়া আছেন, যখন দেখি, পরহিতৈষী দয়ালু পরদুঃখ বিমোচনের জন্য স্বয়ং সহস্র দুঃখের সহিত আলিঙ্গন করিতেছেন, যখন দেখি ভক্তিমান্ সাধক পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ করিয়া সেই প্রেমাস্পদের "প্রেমমুখ" দর্শন করিবার জন্য গলদশ্রুলোচনে প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন আত্মার প্রভাব কেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে লেখার সৃষ্টি।

কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে লেখার সৃষ্টি হইল? এইটি নিরূপণ করা ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান বিষয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের স্বদেশীয় কোন পণ্ডিত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই এ বিষয়ে নানা কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন। বহু দিন হইল, জর্ম্মান্ দেশোৎপন্ন ভট্ট মোক্ষ মুলর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সাময়িক পত্রে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করেন, পরে তাঁহার রচিত পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে সেইটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি তাহাতে এই রূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সুদীর্ঘ বৈদিক কালের মধ্যে ভারতবর্ষে লেখার সৃষ্টি হয় নাই,—যে সময়ে বেদের মন্ত্র সকল রচিত হয়, যে সময়ে তাহা একত্র সংগৃহীত হয়, যে সময়ে তাহার ব্রাহ্মণ ভাগ প্রস্তুত হয়, যে সময়ে উপনিষদ্ সকল [illegible] হয়, সে সময়ে লেখা প্রচলিত হয় নাই; [illegible] পাণিনীয় ব্যাকরণ, বার্ত্তিক [illegible] [illegible] প্রচলিত হইয়াছিল। দেশ সম্বন্ধে [illegible]

মোক্ষ মুলর বলেন, ঋগ্বেদের সংহিতা মধ্যে [illegible], মসীচর্ম্ম, কাগজ, কলম, মসী প্রভৃতি কোন লেখন-সামগ্রীর উল্লেখ নাই। দেবোদ্দেশে উক্ত স্তোত্র সকলের মধ্যে লেখন-সাধন-সামগ্রীর নাম থাকা যদিও নিতান্ত সম্ভাবিত নয়, তথাপি লিপি জ্ঞান থাকিলে সহস্র শ্লোকের মধ্যে উদাহরণ, রূপক বা উপমা স্থলেও কোন না কোন রূপে লিপি বা লিপির উপকরণের নাম গন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই।

তিনি এই বিষয়টি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত পুরাতন বাইবল ও গ্রীশ দেশীয় কবি হোমরের ইলিয়েড নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পুরাতন বাইবল হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন, যখন পুরাতন বাইবল প্রস্তুত হয়, তখন ইহুদি-দিগের মধ্যে লেখার রীতি প্রচলিত ছিল, এই নিমিত্ত মুসা, দাউদ ও জোব প্রভৃতির বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখার কথা উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হোমরের সময়ে গ্রীশ দেশে লেখার সৃষ্টি হয় নাই, এই জন্য তাঁহার রচিত ইলিয়েডে লেখা বা লেখন-সামগ্রীর কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আবার পীসিষ্ট্রেটস্ যখন হোমরের কবিতা সকল সংগ্রহ করেন, তখন লিখিত কবিতাই সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পীসিষ্ট্রেটসের সময় গ্রীশ দেশে কাগজের ব্যবহার ছিল, এ নিমিত্তই তখন হোমরের কবিতা লিপি-বদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, ঋগ্বেদ সংহিতার কোন স্থানে লিপিজ্ঞানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

যেমন সংহিতার মধ্যে লিখন-সাধন কোন দ্রব্যের উল্লেখ নাই, সেই রূপ বেদের গদ্যময় ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যেও উহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব ব্রাহ্মণ ভাগের রচনা কালেও লিপির সৃষ্টি হয় নাই। উক্ত নামক পণ্ডিতের মতে গদ্য রচনা লিপি জ্ঞানের অব্যভিচারী প্রমাণ, যে হেতু পদ্য ছন্দোগুণে লিপি [illegible] রচিত [illegible] প্রচলিত হইতে পারে, [illegible] রচিত পংক্তি সকল লিপি থাকিলে [illegible] লোকপরম্পরায় [illegible] ও স্মৃতিতে রক্ষিত হওয়া অসম্ভাবিত, কিন্তু ভারতবর্ষে সে [illegible] নহে। মন্ত্রোক্ত যাগ যজ্ঞ, অনুষ্ঠানের [illegible] উপকরণ প্রভৃতি নিরূপণ এবং [illegible] জটিল নীরস বিষয়ের [illegible] বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ [illegible]

প্রচলিত থাকিবার কোন চিহ্ন নাই। অধিক কি, তাঁহার পরেও যখন শ্রৌত সূত্র গৃহ্য সূত্র প্রভৃতি সূত্র সকল রচিত হয়, তখন যদিও লিখিবার রীতি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি তখনও সমুদায় শাস্ত্র মুখপরম্পরায় রক্ষিত হইত।

এক মাত্র মেধাশক্তি দ্বারা কি প্রকারে সমস্ত শাস্ত্র রক্ষিত হইত, এই বিষয় পাছে কেহ অসম্ভাবিত ভাবিয়া সন্দেহ করেন, এই জন্য মহাত্মা মূলর দৃঢ়তা সহকারে লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের "পরিষদ্" হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে রূপ বিভিন্ন, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা হইতে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাও সেই রূপ বিভিন্ন; আমরা এরূপ বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়া তৎকালীন স্মরণশক্তির বিষয়ে কোন মত প্রদান করিতে সমর্থ নই। মধ্যে মধ্যে যে রূপ স্মৃতিশক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় যে, আমরা ঐ শক্তির যে রূপ সীমা মনে করি, তাহা বাস্তবিক নহে। আমাদের স্মৃতি শক্তি অনেক পুরুষ হইতে ক্ষীণীভূত হইয়া আসিতেছে। অন্য কথা কি, একখানি "টাইমস" সংবাদ পত্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রকৃতিস্থ মেধাকেও বিক্ষিপ্ত ও অস্থির করিয়া দেয়। আমাদের ক্ষয়প্রাপ্ত মেধার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা ইহার পূর্ব্বতন শক্তির প্রকৃত পরিমাণ স্থির করা যায় না। তিনি এই স্থলে তুরানী নামক জাতির অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে পুস্তক সকল দুর্লভ বা দুর্মূল্য নহে, তথাপি ব্রাহ্মণকুমারগণ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র সকল নিয়ত বাচনিক উপদেশ হইতে শিক্ষা করেন এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রতিদিন [illegible] শিক্ষা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইত ও তাহাতে অন্যকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা না জন্মিত, তত ক্ষণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে থাকিতেন, এই রূপে বহু বৎসর অধ্যাপকের নিকটে অবস্থান করিতেন। বিশেষতঃ নানা বিষয়ে পণ্ডিত হইবার আকাঙ্ক্ষা ভারত বর্ষে অজ্ঞাত ছিল। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী ব্রাহ্মণদিগের সময় অবধি প্রচলিত হইতেছে। "প্রাতিশাখ্য" নামক যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাচনিক শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ বিশেষ নিয়ম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। লেখার সৃষ্টি হইলে পর উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর এই মাত্র পরিবর্ত্তন হয় যে, ব্রাহ্মণেরা কেবল গুরুকুলে বাস ও তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণোচিত সমুদায় জ্ঞান শিক্ষা করিবার আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তীব্ররূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া লিখিত পুস্তক হইতে শিক্ষা করিতে নিষেধ করিতেন। মহাভারতে আছে, "বেদের বিক্রেতা, লেখক ও দূষক নরকগামী হয়।[1]" কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "যে বেদ ন্যায়ানুসারে শিক্ষা করা হয় নাই, যাহা লিখিত, ও শূদ্রের নিকট প্রাপ্ত, তাদৃশ বেদ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান প্রশস্ত নহে।"[2] ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাহ্মণগণ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দ্বারাই গদ্য পদ্য সমুদায় শাস্ত্র রক্ষা করিতেন। অতএব স্মৃতিশক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

অতঃপর মোক্ষমূলর ব্রাহ্মণেরা কি রূপ করিয়া বাচনিক উপদেশ দ্বারা বেদ শিক্ষা দিতেন আর শিষ্যগণ কি রূপ করিয়াই বা অভ্যাস করিতে পারিতেন, ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য হইতে তাহা প্রদর্শন করিয়া কহি-

১ বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকাঃ। বেদানাং দূষকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ।

২ যদ্বৈবান্যায়বিজ্ঞাতাদ্বেদাল্লেখ্যাদিপূর্ব্বকাৎ। শূদ্রেণাধিগতাদ্বাপি ধর্ম্মজ্ঞানং ন সম্মতং।

নাই, শেষোক্ত বয়সে লেখা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু প্রবল রূপে প্রচলিত হয় নাই। তিনি যে যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া লেখার সৃষ্টি হয় নাই বলিতেছেন তাহা এই—প্রথম—লেখা প্রচলিত থাকিলে ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে লেখার অথবা লেখন সামগ্রীর কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত। দ্বিতীয়—প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে বাচনিক শিক্ষার বিশেষ বিশেষ নিয়ম সংস্থাপন, লেখা প্রচলিত না থাকার ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতেছে। তৃতীয়—লেখা প্রচলিত থাকিলে সেই সময়ে অবশ্যই কোন পুস্তক পবিত্র বলিয়া প্রচলিত হইত। চতুর্থ—একালকার "হাতে খড়ি" দেওয়ার ন্যায় গৃহ্য সূত্রে লেখন শিক্ষার কোন অনুষ্ঠানের বিধি থাকিত। পঞ্চম—যেমন অন্যান্য বিষয়ের উৎপত্তি বিষয়ে নানাবিধ আখ্যায়িকা আছে, সেই রূপ লেখার উৎপত্তি বিষয়ে অবশ্যই কোন আখ্যায়িকা থাকিত। ষষ্ঠ—বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর ন্যায় লেখার দেবতাও উদ্ভাবিত হইতেন।

জীসু খৃষ্ট ও পাক্ষিকসংবাদ।

৩১ ভাদ্রের "পাক্ষিক সংবাদ" নামক এক খানি খৃষ্টানদিগের সংবাদ পত্রে "ব্রাহ্মদিগের আরাধ্য জীসু খৃষ্ট কে?" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে সম্পাদক যদিও খৃষ্টকে ব্রাহ্মগণের আরাধ্য বলিয়া অন্যায় অথবা অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তিনি সরলভাবে যে একটি সত্যের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। যাঁহারা কুসংস্কার নিবন্ধন জীসু খৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা খৃষ্টের প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা খৃষ্টকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথচ তাঁহার প্রতি অসাধারণ ভক্তি করেন; পাক্ষিক সংবাদ সম্পাদকের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও কহিতেছি যে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি না, অথবা তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পাক্ষিক সংবাদের সম্পাদক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সরল ভাবে যত দূর বলিতে পারেন, যথার্থই বলিয়াছেন যে,—

"এমন কি যদি আশ্চর্য্য ঘটনা সমূহ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বিষয়ে কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সকল আশ্চর্য্য কার্য্য বাদ দিলে, তাঁহার পিতা মাতা কে? তাঁহার কোথায় কি ভাবে জন্ম হইয়াছিল? কোন্ দেশে কি ভাবে তিনি কাল যাপন করিয়াছিলেন? বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? কিরূপে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন? ও কি ভাবে তাঁহার ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছিল? তাহা কিছুই জানা যায় না।"

কিছু দিন হইল, ইংলণ্ডে নিউম্যান সাহেব "এগেনস্ট হিরোমেকিং ইন রিলিজন" নামক প্রস্তাবে ইতিহাসোচিত বিচার সহকারে খৃষ্টকে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নিউম্যান খৃষ্টকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। পাক্ষিক সংবাদের সম্পাদকও ব্যতিরেকমুখে তাহারই পোষকতা করিতেছেন। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে,

"আমাদের আর এক জিজ্ঞাস্য এই, যে বাইবেলে লিখিত যীশু যদি ঈশ্বরাবতার না হয়েন, তবে তিনি সাধু লোক কখনই হইতে পারেন না। যেহেতু তিনি বলেন, "আমি সলেমান্ অপেক্ষা বড়"—"আমি মন্দির অপেক্ষা বড়"—"তোমরা অধঃস্থানের লোক, কিন্তু আমি ঊর্দ্ধ স্থানের"—"কে আমাতে দোষারোপ করিতে পারে?"—"যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে"—"আমি এবং আমার পিতা এক"—"স্বর্গে এবং পৃথিবীতে সকল ক্ষমতা আমাকে দত্ত হইয়াছে"—"পিতা কাহারও বিচার করেন না, সকল বিচারের ভার পুত্রকে দিয়াছেন"—"তোমরা যেন জানিতে পার যে মনুষ্যপুত্রের পাপ মাপ করিবারও ক্ষমতা আছে"—"এমন সময় আসিতেছে,
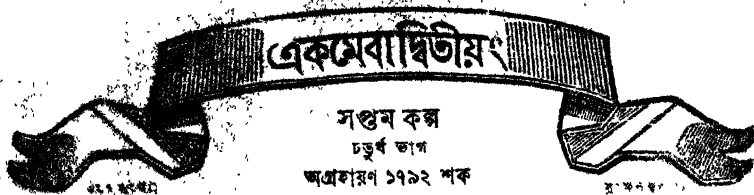
'কাটে' কাট ইতি কূপনাম, তস্মিন্ 'নিবাল্হঃ' নিরোধিতঃ 'কুৎসঃ ঋষিঃ' 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'ইন্দ্রং' 'অহ্বৎ' আহূতবান্। কীদৃশং 'বৃত্রহণং' বৃত্রাণাং শত্রূণাং হন্তারং, 'শচীপতিং' শচীতি কর্ম্মনাম সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পালয়িতারং যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।

৬। কূপে পতিত কুৎস ঋষি রক্ষার নিমিত্তে শত্রুহন্তা শচীপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। যেমন সারথিরা দুর্গম স্থান হইতে রথকে রক্ষা করে, সেই রূপ এই ইন্দ্রাদি দেবতারা নিবাসের হেতু ও শোভন দানযুক্ত হইয়া আমারদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুন।

১২৩২

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।

৭। দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১।৭।২৪।

৭। 'দেবী' দানাদিগুণযুক্তা 'অদিতিঃ' অখণ্ডনীয়া পৃথ্বী বা দেবমাতা 'দেবৈঃ' দানাদিগুণযুক্তৈঃ স্বপুত্রৈঃ সহ 'নঃ' অস্মান্ 'নিপাতু' নিতরাং রক্ষতু, 'দেবঃ' দীপ্যমানঃ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ সবিতা 'অপ্রযুচ্ছন্' অপ্রমাদ্যন্ অস্মদ্রক্ষণে জাগরূকঃ সন্ 'ত্রায়তাং' অস্মান্ পালয়তু, যদনেন সূক্তেনাশাস্তিং প্রার্থিতং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'তৎ' মিত্রাদয়ঃ ষট্ দেবতা 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তু ১।৭।২৪।

৭। দানাদি গুণযুক্তা অদিতি স্বীয় পুত্র দেবগণের সহিত আমারদিগকে রক্ষা করুন, ও দীপ্যমান রক্ষক সবিতা প্রমাদ শূন্য হইয়া আমারদিগকে পালন করুন এবং আমারদিগের এই বাক্য মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ পালন করুন।১।৭।২৪।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৩০

অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্। হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে।১

'যঃ হি' 'নরঃ' 'অধার্ম্মিকঃ' অধর্ম্মেণ ব্যবহরতীতি 'যস্য চ অপি' 'অনৃতং' মিথ্যাভিধানং 'ধনং' ধনোপায়ঃ। 'যঃ' 'চ' 'নিত্যং' 'হিংসারতঃ' পরেষাম্। 'ন' 'অসৌ' 'ইহ' লোকে সুখং 'এধতে' সুখং যথা ভবতি তথা বর্দ্ধতে। তস্মাদেতন্ন কর্ত্তব্যমিতি নিষেধো বিশেষঃ কল্প্যতে।১

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যাকথন যাহার ধন-লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহ লোকে সুখে বর্দ্ধিত হয় না। ১

অধর্ম্ম দ্বারা ঐহিক সুখ ও সচ্ছন্দতা লাভ করিবার কামনা করিবেক না। অধর্ম্ম করিয়া কেহ ইহ লোকেও সুখে থাকিতে পারে না। ইহ লোকও ঈশ্বরের রাজ্য। তাঁহার ন্যায়-দণ্ড ইহ লোকেও সঞ্চরণ করিতেছে। ১

১৩১

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং। ২

'ধর্ম্মেণ' 'সীদন্ অপি' অবসন্নোঽপি সন্ 'মনঃ' কদাপি 'অধর্ম্মে' 'ন' 'নিবেশয়েৎ' ন সংযোজয়েৎ। 'অধার্ম্মিকাণাং' 'পাপানাং' পাপিনাম্ 'আশু' শীঘ্রং 'বিপর্য্যয়ং' 'পশ্যন্'। ২

ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না। ২

ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্ট ভোগ হইতেছে, শরীর ও মন অবসন্ন হইতেছে; এবং পাপকারী ব্যক্তি সহসা সুখসম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; ইহা দেখিয়া কদাপি ধর্ম্মকে নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করিবেক না ও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক না। ধার্ম্মিকের দীনহীন অবস্থার মধ্যে অমৃত ফল ও পাপকারীর স্ফীত ভাবের মধ্যে সাংঘাতিক অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে; যথাযোগ্য কালে ধর্ম্মপরায়ণ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবেন ও পাপী হাহাকার করিবে। অতএব প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিবেক; এক পদও অধর্ম্মপথে নিয়গামী হইবেক না। ২

[illegible] 'একঃ' [illegible] 'এবং' [illegible] উৎপ-
দ্যতে। ন বান্ধবৈঃ সহ। 'একঃ এব' চ [illegible] ম্রিয়তে।
[illegible] 'একঃ' 'সুকৃতং' পুণ্যফলম্ 'অনুভুঙ্‌ক্তে' [illegible] 'দুষ্কৃতং'
দুষ্কৃতফলং 'এক এব চ' ভুঙ্‌ক্তে। ন কেনাপি সহ।
তস্মাৎ ধর্ম্মেণৈব তু কদাপি মেধাবী ধর্ম্মো ন ত্যাজ্যঃ। ৬

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতিফল ভোগ করে। ৬

কাহারও অনুরোধে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না। কোন কারণেই পাপাচরণ করিবেক না। যদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিবেক। কেননা ধর্ম্মহীন হইলে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহই থাকিবে না এবং তাহার সহভাগীও আর কেহই হইবে [illegible] একাকীই ভোগ করিতে থাকিবেন। ৬

১৩৬

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ। বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। ৭

[illegible] মৃতং [illegible] শরীরং 'কাষ্ঠলোষ্ট-
সমং' কাষ্ঠলোষ্টবৎ 'ক্ষিতৌ' ভুমৌ 'উৎসৃজ্য' ত্যক্ত্বা
'বিমুখাঃ' পরাঙ্‌মুখাঃ সন্তঃ 'বান্ধবাঃ' 'যান্তি' গৃহান্
[illegible]। 'ধর্ম্মঃ' 'তু' 'তং' 'অনু' [illegible] 'গচ্ছতি'। ৭

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ-লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। ৭

ধর্ম্মের তুল্য বন্ধু আর কেহই নাই। মৃত্যু হইলে পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুগণ মৃত শরীর শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইবেন, আত্মা একাকী লোকান্তরে উপনীত হইয়া কেবল সঞ্চিত ধর্ম্ম-দ্বারা সদ্‌গতি লাভ করিবে। এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিবেক না। ৭

১৩৭

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্। ৮

'তস্মাৎ' [illegible] 'সহায়ার্থং' 'ধর্ম্মং' 'নিত্যং' 'শনৈঃ'
[illegible] অনবরতম্ 'ধর্ম্মেণ' এব 'সহায়েন'
'দুস্তরং' 'তমঃ' অজ্ঞানম্ [illegible]। অতিক্রম্য
[illegible]
পরমানন্দং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ৮

অতএব আপনার সহায়ার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৮

ইহ লোকে [illegible] ব্যক্তিরেকে কে সুখী হইতে পারে? পর লোকে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিসের দ্বারা জীব সান্ত্বনা লাভ করিবে। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মনুষ্যদিগের মনুষ্যত্ব আর কি প্রকারে উপার্জ্জিত হইবে এবং দেবগণের দেবত্বই বা আর কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে? ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল। ধর্ম্মই পুরুষদিগের পৌরুষ, ধর্ম্মই নারীগণের [illegible] ধর্ম্মই আত্মপ্রসাদের আকর ধর্ম্মই ব্রহ্মানন্দ লাভের হেতু। মনুষ্য কেবল ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর তিমিররাশি উত্তীর্ণ হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সমাগত হয়েন। ৮

১৩৮

এষআদেশ এষউপদেশ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যম্। ৯

'এষঃ' আদেশঃ' কর্ত্তব্যবিধিঃ এষঃ উপদেশঃ শিক্ষা
দানং 'এতৎ' অনুশাসনং' প্রমাণবচনম্। 'এবং' [illegible]
'উপাসিতব্যম্' 'এবম উপাসিতব্যম্' পুনর্বচনং সমাপ্ত্য-
র্থম্। ৯

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক। ৯

মনের সহিত পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবেক এবং সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক। ইহাই তাঁহার পূজা। ইহাই মনুষ্যের কৃতার্থ হইবার উপায়। ইহা দ্বারাই পারত্রিক ও ঐহিক মঙ্গল লাভ হইবেক। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুজ্ঞা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষাদান, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রমাণ। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার

পারে তাহার পক্ষে এই পৃথিবী কি যন্ত্রণার স্থান হয়। যে ব্যক্তি সেই পিতৃস্নেহ দেখিতেছে, সে ব্যক্তি এখানে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে।

হে আত্মন্! সেই পিতার স্নেহ অনুভব কর। তাঁহারই স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির নিম্নে তুমি অবস্থান করিতেছ। তাঁহারই স্নেহময় পালিতনে—তাঁহারই স্নিগ্ধ ক্রোড়ে তোমার নিবাস। পিতা তোমাকে এত স্নেহ করেন যে, তাহার সীমা করা যায় না। তুমি সেই পিতার স্নেহ কত বার ভুলিয়া যাও, কিন্তু তিনি এক নিমেষও তোমার প্রতি স্নেহশূন্য হন না। তুমি শোকতাপে মুহ্যমান হইয়া বিলাপ করিতে থাক, পিতা তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার অশ্রু মার্জ্জনা করেন; তুমি মোহান্ধ হইয়া পাপমলায় মলিন হইতেছ, পিতা স্বহস্তে তোমাকে মার্জ্জনা করিয়া পবিত্র করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছ, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তুমি যে অবস্থায় থাক, সেই স্নেহামৃত পান করিয়া আপ্যায়িত হও। সেই স্নেহই তোমার স্বর্গ, সেই স্নেহই তোমার মুক্তি। হে আত্মন্! তুমি কি আশায় ও কি ভরসায় এই সংসারের অনিত্য সম্বন্ধে আপনাকে মগ্ন করিয়া রাখ; পিতা ব্যতিরেকে তোমার আপনার বলিতে কে আছে? আর সকলই মৃত্যুর করালকবলে কবলিত হইতেছে; আর কে তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না, তোমার আর গতি নাই। এখানে শোক দুঃখে ও পাপ তাপে কাতর হইলে কে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে? তুমি কাহার উপর নির্ভর করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতেছ? কে তোমার সহায়, কে তোমার রক্ষক, কে তোমার তত্ত্বাবধায়ক? কে তোমাকে জননীজঠরে রক্ষা করিলেন, কে তোমার জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ আনিয়া দিলেন, কে তোমার মাতাপিতার মনে স্নেহ প্রদান করিলেন, কে চতুর্দ্দিক হইতে বিবিধ সুখ তোমার মুখে তুলিয়া দিতেছেন, কে তোমাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত করিয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন? ইহা চিন্তা করিয়া দেখ, পিতার ক্রোড় ব্যতিরেকে পুত্রের নিরাপদ আশ্রয় আর কি আছে? তুমি এখন পিতাকে এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করিও না, পরিত্যাগ করিলে তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না! তুমি অল্পেরাত্র চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া যাইবে, অথচ তুমি এক দিনের জন্যও নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইতে পারিবে না; কিন্তু এক বার পিতার উপর নির্ভর করিয়া দেখ, তোমার সমুদায় চিন্তার ভার পিতার হস্তে সমর্পণ কর, দেখিবে তোমার কেমন আরাম হইবে। তুমি পিতার অবাধ্য হইও না, তুমি পিতার অনুগত হইয়া চল, তোমার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি প্রদান করিবেন। পিতা কি পুত্রের দুঃখ দেখিলে উদাসীন থাকেন? কেন না বুঝিয়া উদ্বেগের ভারে নিপীড়িত হইতেছ! এত দিন তোমাকে কে প্রতিপালন করিলেন? কাহার প্রসাদ তুমি প্রতিদিন উপভোগ করিতেছ? ইহার এক বিন্দুও কি তোমার চিন্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? তুমি কি আপনার বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে এক তিল সুখের সৃষ্টি করিতে পার? সকলই পিতার প্রসাদে প্রাপ্ত হইতেছ; তাঁহারই অনুগ্রহার্থী হইয়া অবস্থান কর। সম্পদে বিপদে পিতারই আশ্রিত হইয়া থাক, সুখে দুঃখে তাঁহারই অনুগত হইয়া চল। সকল অবস্থাতে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তাহা

হইলে রোগের সময়েও আরাম থাকিবে, দুঃখের সময়েও সান্ত্বনা থাকিবে, বিপদের সময়েও উপায় থাকিবে, মৃত্যুর সময়েও অমৃত পান করিবে।

হে পিতা! তোমার সুমধুর স্নেহরসই আমাদের অনন্ত জীবনের উপজীবিকা। তোমার স্নেহই আমাদের সর্ব্বস্ব, তোমার স্নেহই আমাদের সকল রোগের ঔষধ, তোমার স্নেহই আমাদের সকল উন্নতির হেতু, তোমার স্নেহই আমাদের সকল দুঃখের সান্ত্বনা। পিতা! প্রণত হৃদয়ে তোমার আশীর্ব্বাদের প্রার্থী হইয়া আছি।

আত্ম দর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আত্মাতে এইরূপ একটি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার আছে যে, আত্মা যাহা ভাল বলিয়া জানিতে পারে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং যাহা মন্দ বলিয়া বোধ করে, তাহার প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়া থাকে। এই রূপ মঙ্গলের প্রতি অনুরাগ ও অমঙ্গলের প্রতি বিরাগ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। [illegible] আত্মা এরূপ স্বাধীন যে তাহাকে কেহ বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে নিযুক্ত বা বলপূর্ব্বক কোন বিষয় হইতে বিযুক্ত করিতে পারে না; কিন্তু যাহা মঙ্গল বলিয়া জানিতে পারে, যাহা ভাল বোধ করে, আপনিই তাহার অনুসরণ করে; যাহা অমঙ্গল বলিয়া জানিতে পারে—যাহা মন্দ বোধ করে, আপনিই তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়। মুক্তস্বভাব ঈশ্বর আত্মার স্বাধীনতা এমনি ভালবাসেন যে, তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক কোন বিষয়ে নিযুক্ত করেন না; কিন্তু পাছে নিরঙ্কুশ আত্মার অকল্যাণ হয়, এই জন্য তাহাকে উক্তরূপ সংস্কার প্রদান করিয়া স্বাধীনতার অপব্যবহারজনিত মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন। আত্মা চিরকাল উক্ত স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের বশম্বদ হইয়া, যখন যাহা মঙ্গল বলিয়া বুঝিতেছে তাহার অনুসরণ করিয়া, এবং যখন যাহা মন্দ বলিয়া জানিতেছে তাহা পরিহার করিয়া ক্রমাগত সেই পূর্ণ মঙ্গলের সন্নিহিত হইতেছে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যেমন আমরা অখণ্ড কালকে বুঝিতে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া দণ্ড মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করি, সেই রূপ অখণ্ড মঙ্গল ভাবকে আত্মাতে ধারণ করিতে না পারিয়া পবিত্রতা, ভদ্রতা, ন্যায়, দয়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুগত্যা যেমন দণ্ড মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি এক মাত্র মহাকালের অন্তর্গত, যেমন ঘটাকাশ ও পটাকাশ একমাত্র মহাকালের অন্তর্গত, যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এক মাত্র আকারের অন্তর্গত, সেই রূপ উক্ত সমস্ত গুণ এক মাত্র অখণ্ড মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূত পদার্থ। আমরা কেবল বাহ্য ভাগ দর্শন করিয়া পবিত্রতা হইতে ভদ্রতা, ভদ্রতা হইতে ন্যায়, ন্যায় হইতে দয়া, দয়া হইতে প্রেম ও প্রেম হইতে স্নেহ পৃথক্ করিয়া থাকি, কিন্তু অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইবে, পবিত্রতার মধ্যেই ন্যায়, ন্যায়ের মধ্যেই দয়া, দয়ার মধ্যেই প্রেম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছে। যদি কেহ ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিয়াও মনে করেন, পবিত্র হইয়া আছি, যদি কেহ দয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও মনে করেন ন্যায় রক্ষা করিয়াছি, যদি কেহ স্নেহশূন্য হইয়াও মনে করেন প্রেম করিতেছি, তবে সে তাঁহাদের ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মর্ত্ত্য লোকে যে সকল ধার্ম্মিকলোক

এই সকল কারণে আত্মা সর্ব্বদা মঙ্গল ও অমঙ্গল পৃথক্ করিতে পারে না। তথাপি ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে যে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার বশম্বদ হইয়া যখন যাহা ভাল বোধ করিতেছে, তখন তাহার অনুসরণ করিয়া এবং যখন যাহা মন্দ বোধ হইতেছে, তখন তাহা পরিহার করিয়া দিন দিন পূর্ণ মঙ্গলের সন্নিহিত হইতেছে। মোহবশতঃ মধ্যে মধ্যে তাহার পতন হইতেছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের শিক্ষা দান কৌশলে পুনরায় সমুত্থিত হইতেছে। মনুষ্য যদি অকপটে আপনার জ্ঞানের অনুসরণ করেন অবশ্যই তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন।

খৃষ্টীয় দর্শন শাস্ত্র ও ঈশ্বরের শাসন প্রণালী।

খৃষ্টীয় দর্শনকারেরা ন্যায় ও দয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবিয়া মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনুষ্যকৃত অসম্পন্ন শাসনপ্রণালী ব্যতীত আর এক সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শাসনপ্রণালীর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের উক্ত ভ্রমের কারণ। এখানে যখন কোন রাজা অপরাধীর বিচার করিতে বসেন, তখন জনসমাজের শৃঙ্খলা ও আপনার রাজোচিত স্বার্থের উপর যত দৃষ্টি করেন, প্রকৃত ন্যায় ও দয়ার উপর তত দৃষ্টি করেন না, এই জন্য অপরাধীর নিজের হিতের উপরেও তাদৃশ মনোযোগ হয় না। কি রূপ দণ্ড প্রণয়ন করিলে জনসমাজ ভীত হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, তিনি ইহাই লক্ষ্য করিয়া দণ্ড প্রণয়ন করেন; কি রূপ দণ্ড প্রকৃত রূপে ন্যায়ানুগত হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না। তিনি একই অপরাধে অবস্থা বিশেষে গুরুতর ও অবস্থা বিশেষে লঘুতর করিয়া দণ্ডবিধি প্রস্তুত করেন। তিনি শান্তির সময়ে এক রূপ দণ্ড প্রণয়ন করেন, এবং বিপ্লবের সময়ে অন্য রূপ দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। কখন চৌর্য্যাপরাধেও প্রাণদণ্ড করেন, কখন হত্যাপরাধেও ক্ষমা করিয়া থাকেন। তথাপি দণ্ড দানের এই রূপ অব্যবস্থা সকল পরিত্যাগ করিয়া আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ন্যায্য রূপে দণ্ড দান করিলেই অপরাধীর প্রতি দয়া করা হয়, কেন না দণ্ড দ্বারা অপরাধী শিক্ষা লাভ করে। এরূপ স্থলে দণ্ড না করিলে সে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অধিক অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং জনসমাজের ন্যায় নিজেরও অত্যন্ত অনিষ্টকারী হয়। এক্ষণে দণ্ড দান দ্বারা সর্ব্বত্র এই রূপ শুভ ফল হয় কি না এবং বিচারপতিরা অপরাধীকে হিত কামনায় দণ্ড দান করেন কি না, তাহার কথা হইতেছে না। যদি এরূপ না হয়, তাহা শাসন প্রণালীর দোষ, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন হইবে, তখন সেই সঙ্গে দণ্ড বিধিও উৎকৃষ্ট হইবে। যেমন শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় হইতেছে, সেই রূপ কারাগার মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনেক হিতৈষী ব্যক্তি কারাগারের অবস্থা সংশোধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া এই শুভ দিন আনয়নের উপক্রম করিতেছেন। এরূপ হইলে ন্যায়ের কার্য্য ও দয়ার কার্য্য একই হইয়া যাইবে। যত দিন না হইতেছে, তাবৎও স্পষ্ট বলিতে পারি যে সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলে দণ্ড দান দ্বারাই অপরাধীর মঙ্গল হইতেছে; দণ্ড দান না করিলে অপরাধীর আরও অনিষ্ট হইত। এই অবস্থাতেও দণ্ড দানে অপরাধীর

কিছু না। কিছু উন্নতি সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। মনে কর ঈশ্বরের শাসনপ্রণালী অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট, তাহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। তিনি আপনার স্বার্থ রক্ষার জন্য দণ্ড দান করেন না, কেবল পার্থিব সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাও দণ্ড দানের উদ্দেশ্য নহে, তিনি পাপীর উদ্ধারের জন্যই দণ্ড দান করেন। দণ্ড দান তাঁহার ন্যায়ের কার্য্য এবং তদ্দ্বারা পাপীকে উদ্ধার করা তাঁহার দয়ার কার্য্য [illegible] পাপীকে উদ্ধার করাই তাঁহার মঙ্গল ভাবের কার্য্য।

কিন্তু খৃষ্টীয় দর্শনকারদিগের পক্ষে ঈশ্বরের এরূপ দণ্ডপ্রণালীর অস্তিত্ব অনুভব করিবার একটি মহান্ অন্তরায় আছে। তাঁহারা অনন্ত নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন যদিও তাহার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই, তথাপি তাহা আপ্তবাক্য মনে করিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ইহা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা বুঝিবার নিমিত্ত আয়াস পাইতে হয় না। ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মনুষ্যের প্রকৃতি আলোচনা করিলেই ইহার ভ্রান্তি প্রতীয়মান হইবে। ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায় যে একই পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। তথাপি এক বার স্বীকার করিলাম যে, ন্যায় ও দয়া পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বরের ন্যায় কোন বিষয়েই অনন্ত নহে; মনুষ্যের পরিমিত আত্মাতে যতই পাপ সঞ্চিত হউক, তাহার অনুরূপ দণ্ড অনন্ত [illegible] প্রতীয়মান হয় না। পরিমিত পাপের [illegible] ন্যায়ানুগত না হইয়া ন্যায় গুণের বিরুদ্ধ [illegible] ব্যবস্থাপক [illegible] এই রূপ সংস্কার ছিল যে, প্রাণ [illegible] করিলে কি লঘু কি গুরু কোন [illegible] হয় না। খৃষ্টীয়

ধর্ম্মাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ কি যুক্তি অনুসারে ইহা অসত্যতা বলিয়া থাকেন [illegible] বলেন (ইহা আমরা কোন গ্রন্থে পাঠ করি নাই কেবল শ্রবণ করিয়া লিখিতেছি) অনন্ত নরকের অর্থ এরূপ নয় যে, মনুষ্য এক বারে অনন্ত কালের জন্য নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। নরক অনন্ত নয়, পরিমিত; কিন্তু নরকে নিক্ষিপ্ত মনুষ্য আরও পাপাচরণ করে এবং সে নরক ভোগের কাল অতীত [illegible] জন্য আবার [illegible] ভোগ করিতে থাকে; এই রূপে তাহার ভাগ্যে অনন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। যিনি এই রূপ তর্ক প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পরিমিত মনুষ্যের পক্ষে অনন্ত নরক ন্যায়ানুগত নহে ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু যে উদ্দেশে এরূপ বাক্কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অকৃতার্থ হইয়াছেন—মনুষ্য নরকে পড়িয়া আর উদ্ধারের পথ অবলম্বন করিতে পারে না, সুতরাং অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ নরক ভোগ করে এ কথা বলাও যা, আর একেবারে অনির্ব্বাণ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাও তাই। ঈশ্বর তাহাকে এমন স্থানে নিক্ষিপ্ত করেন যে, [illegible] অনন্ত কালই নরক ভোগ করিতে হইবে, ইহা কখনই বিশুদ্ধ ন্যায়ের অনুমোদিত নহে।

খৃষ্টীয় দর্শনকারগণ যে রূপে ঈশ্বরের ন্যায় গুণের সহিত দয়া [illegible] স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহার মূল আরও শিথিল। তাঁহারা কহেন, এক দিকে ঈশ্বর অনন্ত নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য দিকে খৃষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের জন্য স্বয়ং দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। [illegible]

বৃত্তি দ্বারা মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তিনি সে প্রকার নহেন, তিনি যেমন চক্ষু কর্ণ ও তর্ক বিতর্ক ব্যতিরেকেও সমুদায় জানিতেছেন, যেমন শিরা পেশী প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের উপকরণ ব্যতিরেকেও শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, সেই রূপ ন্যায় দয়া প্রভৃতি বৃত্তি সকল ব্যতিরেকেও যাহা মঙ্গল তিনি কেবল তাহাই বিধান করিতেছেন। মনুষ্য সেই অখণ্ড মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না বলিয়া কখন দয়াময় কখন ন্যায়বান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে কিন্তু ন্যায় দয়া ক্ষমা এ সমুদায় মানবীয় ভাব, পূর্ণ মঙ্গল ঈশ্বর ইহার বহু দূর উচ্চে অবস্থিতি করেন। তিনি যাহা কিছু নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কেবল মঙ্গলই তাহার উদ্দেশ্য। তিনি মঙ্গলের জন্যই আত্মা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, মঙ্গলের জন্যই তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, মঙ্গলের জন্যই পুরস্কার ও মঙ্গলের জন্যই দণ্ড প্রদান করিতেছেন। [illegible] পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের এই পরাৎপর প্রকৃতি অনুভূত হয়, তখন সেই [illegible] [illegible] স্বর্গ [illegible] সুপ্রিয় সন্তানগণের শান্তি নিকেতন, নরক তাঁহার [illegible] সন্তানগণের চিকিৎসালয়। মনে করিও না যে, তিনি পাপীদিগকে দয়া করেন বলিয়া পাপের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইতেছে; চিকিৎসক সদয় হৃদয়ে রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেছেন বলিয়া কি রোগের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইতেছে? রোগের যন্ত্রণাও ভয়ানক, পাপের যন্ত্রণাও নিদারুণ, কিন্তু তাহারা যন্ত্রণা ব্যতিরেকে কল্যাণের পথ চিনিতে পারিল না। যন্ত্রণাই তাহাদিগকে চৈতন্য দান করিবে এবং যখন শুভ পথ অবলম্বন করিবে, তখন তাহার জন্য স্বর্গ দ্বার অবশ্যই উদ্ঘাটিত হইবে।

নূতন পুস্তক।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রণীত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানিতে চারিটি বিষয় আছে। প্রথম—বিশ্বাস ও জ্ঞান। এই প্রস্তাবে উভয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশ্বাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি বিশ্বাস জ্ঞানের অতীত আর কতকগুলি জ্ঞানমূলক। কোন্ কোন্ বিশ্বাস জ্ঞানের অতীত আর কোন্ কোন বিশ্বাস জ্ঞানমূলক, তাহারও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভক্তি। এই প্রস্তাবটি [illegible] সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, তথাপি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। তৃতীয় সাধু পুরুষ। এই প্রস্তাবটি কিছু বিস্তার করিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে সাধুপুরুষ কোন অলৌকিক পদার্থ নহেন। এক্ষণে বুদ্ধ, [illegible] খৃষ্ট মহম্মদ ও চৈতন্যের কিছু কিছু ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে লিখিতেছেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বতন সাধুগণের উপদেশ শিক্ষা করিয়াই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বাইবেলে যে সকল উৎকৃষ্ট উপদেশ খৃষ্টের বাক্য বলিয়া প্রচলিত আছে তাহা বস্তুতঃ খৃষ্টের বাক্য নহে, খৃষ্টের পূর্ব্বে সেই সকল উপদেশ ইহুদিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট যে বাক্য যেখান হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহার একটি তালিকাও দিয়াছেন, সেইটি উদ্ধৃত হইতেছে——

"লোকের নিকট যে রূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা কর তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর।" টবিট ও টালমাড গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

"দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিলে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেও।" জেরিমায়ার শোক ৩ অ, ৩০ পদ।

"শত্রুকে প্রেম কর, ঘৃণাকারীর মঙ্গল কর ইত্যাদি।"—টালমাড। রেনান-৮৬ পৃষ্ঠা।

"বিচার করিও না ইত্যাদি। ঐ ঐ

"ক্ষমা কর তবে তুমি ক্ষমার যোগ্য হইবে।" হিতোপদেশ ২০ অ, ২২ পদ, [illegible]

[illegible] করিয়াছেন। যদি কেহ [illegible] কাইষ্ট বা বেদকে পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন তাহা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। বর্ত্তমান সময়ের আদর্শ কাইষ্ট ও বেদের আদর্শাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতর।

CALCUTTA CHISTIAN ADVOCATE.

November 1870.

এই পত্রিকা খানি কলিকাতা "ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি" হইতে বর্ষে চারি বার প্রকাশিত হয়। আমরা কেবল ইহার সপ্তম সংখ্যক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্তোত্রং।

ত্বমাদিদেব ত্বমনাদিদেব
ত্বমাদিসত্যং ত্বমনাদিসত্যং।
ত্বমাদিবীজং ত্বমনাদিবীজং
নমোনমোস্তেহস্তু নমোনমস্তে ॥ ১

ত্বং সৃষ্টবান্ সর্ব্বমিদং পুরস্তাৎ
ত্বমেব নাথশ্চ বিভর্ষি সর্ব্বং।
ত্বং সর্ব্বতঃ সর্ব্বমপি ত্বয়ীদম্
ত্বমেব ধর্ত্রী জগতীহ যত্রে ॥ ২

ত্বদিচ্ছয়া ধাবতি তিগ্মরশ্মিঃ
প্রকাশয়ন্ বিশ্বমিদং সমস্তাৎ।
নিয়ন্তৃরূপেণ ত্বমত্র গূঢ়ো
ন যাসি চক্ষুর্বিষয়ে কদাপি ॥ ৩

[illegible] বংশি সর্ব্বং যুগপদ্বিগূঢ়ং
ন বেদং তব কোহপি নাম।
যদাহ বিশ্বং ভয়কম্পে
সর্ব্বং নিরন্তং প্রথা তং ॥ ৪

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽ
দ্যৌ র্ভূমিরাপোঽগ্নিশ্চ।
অমাদিমধ্যান্তমহো ত্বদীয়ং
প্রকাশয়ন্তে মহিমানমেব ॥ ৫

পিতা চ মাতা চ শরীরভাজাং
ধাতাসি কল্যাণপরম্পরাণাং।
প্রভুশ্চ রাজা চ গুরুশ্চ মিত্রং
কো বেত্তি বিদ্বান্ তব গূঢ়ভাবং ॥ ৬

আবেদন।

[illegible] দেব। কোথা দেব। [illegible]
কোথা এ সময় তুমি [illegible]
[illegible]
[illegible] আমার তাহা। [illegible]
চলিতে না পারি আর এ ভার বহিয়া
দাঁড়াতে না পারি আর এ [illegible]
ইহার উপরে পুনঃ [illegible]
সত্য কি মরণ ছাড়া গতি নাই আর। [illegible]
না ছিল সম্বল শুধু ও মুখ চাহিয়া
এত দূর আসিয়াছি সাহস করিয়া।
এখন ও পদে যদি আশ্রয় না পাই
দীননাথ ত্রিসংসারে আর গতি নাই। ৩
ডাকিলে কিঙ্কর বলি মধুর আহ্বানে
বেণুরব চেয়ে মিষ্ট লাগিল এ কানে।
দিয়া সুধা এক বার করিলে নির্ম্মল
দিও না গরল আর দিও না গরল। ৪
করিবে তোমারি ইচ্ছা নিশ্চয় তা জানি
ফলিবে সুন্দর ফল তাও মনে মানি।
তথাপি আকুল হই আঁধারে পড়িয়া
ভবের নিবিড় বনে পথ না পাইয়া। ৫
বাষ্পেতে রুধিছে কণ্ঠ আর শক্তি নাই
মনোজ্ঞ! মনের ভাব ইঙ্গিতে জানাই।
চলিতে না পারি যদি জীবন হারাই
এই করো পুনরায় যাতে প্রাণ পাই। ৬

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবে।

NOTICE.

A discourse on "The Educated Hindoo as the agent of social and moral reformation of India" will be delivered by Baboo Taruk nath Dutt at the Adi Brahma Samaj Library Hall on Saturday the 10th Dcember, (26th Agrahayana) at 7 P. M.

বিক্রেয় নূতন পুস্তক।

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ।

JUST PUBLIS[illegible]ED.

Adi Brahma Samaj [illegible]
[illegible] views and princi[illegible]
[illegible]

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৭৯২ শক

৩২৮ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

একচত্বারিংশ সাংবৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার একচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজগৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে [illegible] সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯২ শক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ব্রহ্ম-সংগীত।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

ওহে, আত্মার রতনহার, তুমি হে অমৃতাধার।
রাখিয়ে তোমার ক্রোড়ে, সঙ্কট নিবারো হে।
প্রভাবে পাতকী তার, তুমি এক কর্ণধার;
এসেছি তোমার দ্বার, আমারে উদ্ধারো হে।
নির্জ্জীবে প্রাণ সঞ্চারো, হর পাপ দুঃখ ভার;
হৃদয়ে সদা বিহারো, কাতরে নেহারো হে;
সকলি ভবে অসার, তুমি বিনা অন্ধকার;
আমারে কৃপা বিতর, সেবক হই তোমার হে।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়া।

জ্যোতির জ্যোতি হে জীবনের জীবন।
হৃদয় সুখী হয় তব সহবাসে, প্রেমরস-পানে তৃপ্ত হে।

সাধুতা অভ্যাস।

"তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার স্নেহের ধন।"

[illegible]

স্নেহের আকর পরমেশ্বর কেবল আমাদের পিতা নহেন; তিনি সুকোমল মাতৃভাবে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের নিকটে অবস্থান ও আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। পিতৃভাব ও মাতৃভাব তাঁহাতে একীভূত হইয়া আছে। সেই মাতার ক্রোড়ে থাকিয়াই আত্মা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহারই স্নেহরস পান করিয়া দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। তিনি মাতার হৃদয়ে স্নেহ ও স্তনে দুগ্ধ দিয়া বাহিরে আপনার যে মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তদপেক্ষা অধিকতররূপে সকলের অগোচরে গূঢ়তর মাতৃভাবে আত্মার ঘনিষ্ঠ হইয়া আছেন। এক নিমিষও তিনি তাঁহার মাতৃভাব ও আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। যখন আমরা সকলে নিদ্রিত হই, তিনি জাগরিত থাকিয়া সেই অসহায় অবস্থাতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যখন পীড়িত হই, নিকটে থাকিয়া মাতার ন্যায় সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তাঁহারই হস্তে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল ও রোগের ঔষধ। তাঁহারই হস্তে আমাদের সুখ ও সন্তোষ। তাঁহারই হস্তে আমাদের গতি ও মুক্তি। আমরা কিপ্রকারে সুখ ও সন্তোষে অবস্থান করিব, তিনি তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। আমাদের বিষাদ ও সন্তাপ দূর করিবার জন্য কতই কৌশল করিতেছেন। তিনি আমাদের মলিন মুখ দেখিতে পারেন না, যাহাতে আমাদের কষ্ট হয়, তিনি তাহা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিতে চান। আমাদের শরীর সুস্থ থাকুক, আমাদের মন প্রফুল্ল থাকুক, আমাদের আত্মা [illegible] থাকুক, এই তাঁহার ইচ্ছা। আমরা রোগে [illegible] কাতর হই, শোকে পড়িয়া আকুল হই, অথবা পাপে পড়িয়া মলিন হই, ইহা [illegible] নহে। রোগ শোক ও পাপ [illegible] করিবার জন্য তিনি আমাদের নিকটে কত উপায় বিস্তার করিতেছেন। অপথে পতিত হইবার উপক্রম দেখিলে তিনি প্রথমে আস্তে আস্তে সুমধুর উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে নিবারণ করেন। পতিত হইলেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মধুর ভাবে আহ্বান করিতে থাকেন। পুত্রনের যন্ত্রণাতে আকুলিত দেখিলে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাহায্য করিতে আসেন। কখন তাঁহার প্রসন্ন বদন বিকৃত হয় না; আমাদের সহস্র অপরাধেও কখন স্নেহ করিতে পরাঙ্মুখ হন না। আমরা আপনার দোষে পথভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ পাই, তিনি আপনার গুণে আমাদিগকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। সেই মাতার প্রতিপালনগুণে আমরা চিরজীবী হইব। তিনি সকল রোগ, সকল যন্ত্রণা ও সকল ভয় হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে নিরুদ্বেগ করিবেন। তিনি আমাদের জন্য কত স্থানে কত সুখের সজ্জা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন যে স্থানে থাকিলে আমরা উপযুক্ত রূপে প্রতিপালিত হইব, তিনি তখন সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। যখন যে অবস্থায় থাকিলে আমাদের কল্যাণ হইবে, তিনি তখন আমাদিগকে সেই অবস্থাতে রাখিবেন।

অতএব শিশুর ন্যায় তাঁহার [illegible] কর, শিশুর ন্যায় তাঁহার নিকট মনের কথা ব্যক্ত কর, যাহা আবশ্যক হইবে, শিশুর ন্যায় [illegible] তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। [illegible] নিকট [illegible] নিকট [illegible] নিকট [illegible] [illegible]

কখন ভবিষ্যৎ দুঃখের গণনাতে বর্ত্তমান সুখ অন্তর্হিত হইতেছে। কখন বা অতীত সুখ ও দুঃখের স্মরণে বর্ত্তমান দুঃখ ও সুখ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই রূপে আত্মা প্রতিনিয়তই হয় সুখ নয় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে আত্মার জ্ঞানশক্তি অক্ষম হইয়া থাকে, এই জন্য তখন সুখ ও দুঃখ কিছুই অনুভূত হয় না। কখন বা অভ্যাস বশতঃ অথবা বিনয়ান্তরে [illegible] [illegible] সুখ ও দুঃখ [illegible] [illegible]

[illegible] আত্মা [illegible] এই প্রতি [illegible] এবং [illegible] দুঃখ উৎপন্ন হয় [illegible] আত্মা বিমুখ হইতে [illegible], আত্মার পরস্পর [illegible] এই দুইটি ক্রিয়াই অনুরাগ ও বিরাগ। যে সমস্ত পদার্থ আত্মার প্রীতি আকর্ষণ করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে [illegible] প্রতীয়মান হইবে যে, তৎসমুদায়ের সংস্রবে আত্মা [illegible] অথবা আধ্যাত্মিক [illegible] [illegible] হইতেছে না, [illegible] প্রীতি [illegible] তাহার সংস্রবে কোন দুঃখ উৎপন্ন হয় না। তাহা [illegible] বিরক্ত হইয়া থাকে না। আত্মা যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এক মাত্র সুখ সম্ভোগই যে তাহার চরম লক্ষ্য তাহা নহে, আত্মার লক্ষ্য যাহাই হউক, সুখ যে তাহার প্রীতিকে উৎপাদন করে এবং দুঃখ যে সেই প্রীতির গতি রোধ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু আত্মার লক্ষ্য হউক, যখন তদ্বিষয়ক [illegible] আশা কল্পনা আত্মাকে সুখী করে, তখনই আত্মা প্রীতির সহিত তাহার অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে—আত্মা যে সুখের কামনাতেই তাহার প্রতি ধাবমান হয় তাহা নহে, সে নিষ্কাম হইয়াও লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারে কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সেই নিষ্কাম অবস্থাতেই অতি পবিত্র ও অতি মহৎ সুখ সম্ভোগ হইতেছে বলিয়াই সেই লক্ষ্য সাধনে তাহার অনুরাগ জন্মিতেছে। কামনা নাই থাকুক, নিষ্কাম অবস্থাতেও যে সুখ থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্মা সকামই হউক আর [illegible] সুখ নাই আত্মা [illegible] করিতে পারে না। সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া আত্মা সুখী হইতে পারে, কিন্তু সুখ না থাকিলে কখনই থাকিতে পারেনা। বস্তুতঃ কামনা থাকুক আর নাই থাকুক, যাহাতে সুখ পায়, আত্মা তাহাতেই প্রীতি করিতে পারে, এবং যাহাতে দুঃখ পায়, তাহাতেই আত্মার বিরাগ উৎপন্ন হয়, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। একপ হইতে পারে যে, অনেক সময়ে আত্মা উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়াই সুখী হয় এবং উপস্থিত দুঃখ অভিনন্দন করিয়াই পবিত্র আনন্দরস উপভোগ করিতে থাকে। কিন্তু কখন একপ দেখা যাইবে না যে, আত্মা কিছুই সুখ পাইতেছে না, অথচ তাহার প্রতি প্রীতি করিতেছে।

ঈশ্বর-প্রসাদে আত্মা অসংখ্য সুখের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যত উন্নতি লাভ করিবে, ততই উন্নততর সুখরস পান করিতে থাকিবে। ভবিষ্যতে যে কি অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিবে, এখানে তাঁহার কল্পনা করাও যায় না। "কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন যাঁহা লবে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" আত্মা যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, যে শক্তি দ্বারা

শান্তিসরোবর আনন্দময় ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দ অনুভূত হয়, এবং তদ্দ্বারা আত্মার যে অ-ক্ষুদ্ধ ভোগস্পৃহা পরিশুদ্ধরূপে চরিতার্থ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহাই আমাদের সমস্ত ভোগের সার। বর্ত্তমান অবস্থাতে কর্ম্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিবার সময় প্রায়ই যে তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে [illegible] [illegible] [illegible] পারিতেছি না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম শয্যা আশ্রয় করিলে, উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সরোবরে অবগাহন করিলে, কিছু কাল বিচ্ছেদের পর প্রিয় বন্ধুর সমাগম হইলে যে রূপ বিগুণতর সুখ অনুভূত হয়, সেই রূপ তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কিছু কাল কষ্ট সহ্য করিবার পর তাঁহার সহিত সমাগমে আত্মা অভূতপূর্ব্ব সুখরসে আপ্লুত হইতে থাকে। যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া, তাঁহার সহবাসজনিত সুখ [illegible] করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরা সন্দেহ করি, তাঁহাদের আশা পরিপূর্ণ হয় কি না। আমরা কেবল অবস্থাবিশেষে কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের সহবাস হইতে বিচ্যুতির কথা উল্লিখিত করিলাম, বস্তুতঃ আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কি সমাজ গৃহে, কি পরিবার মধ্যে কি কোলাহল পূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতে সকল কার্য্যে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিব। ইহা অযথার্থ নহে যে, যদি জিগীষা-বৃত্তির চরিতার্থতা, বা লোভ প্রভৃতি আন্তরিক রিপুগণের উত্তেজনা অথবা আর কোন দুরভিসন্ধি সংসাধনের জন্য ছদ্মবেশে কর্ম্মক্ষেত্রে ঘূর্ণমাণ হই, তাহা হইলে কেবল ঈশ্বরের সহবাস-সুখ হইতে নহে, কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া এক বারে তাঁহা হইতেই বিচ্যুতি উপস্থিত হইবে। যদি সেই প্রেমাস্পদের প্রীতিই আমাদের লক্ষ্য হয়, যদি সেই মহান্ প্রভুর আজ্ঞাই আমাদের শিরোধার্য্য হয়, যদি ন্যায় দয়া প্রীতি প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রতিনিধি সকলই আমাদের পথ-প্রদর্শক হন, তাহা হইলে বিচ্যুতির কথা কি, কর্ম্মশীল ঈশ্বরের [illegible] কর্ম্মক্ষেত্রেই [illegible] সমুৎপন্ন হইবে —জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত জীবনের কার্য্যেই সমধিক সম্মেলন হইবে। এই দুর্ব্বল অবস্থাতে [illegible] বন্ধুর কর্ম্মভূমি আরোহণ করিয়া যদিই বা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বিস্মৃত হইতে হয়, তথাপি এক বার বলিতে অধিকার দাও যে, [illegible] অন্তর্থের [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা তাহাও বহুগুণে শ্রেয়স্কর। ইহা স্বীকার করিতেছি যে, লোকে সচরাচর যে সমস্ত অনৈসর্গিক ভাবকে আধ্যাত্মিক ভাব, প্রেমগদ্গদ ভাব ও ভক্তাতিরিক্ত[illegible] বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তৎসমুদায় অবশ্যই তিরোহিত হইবে; কিন্তু যে ভক্তি যে প্রীতি যে ন্যায় যে দয়া যে জ্ঞান যে নৈপুণ্য আধ্যাত্মিক ভাবের সার, আত্মার সম্পদ্ ও চির কালের সম্বল তাহা গাঢ়তা ও পরি-[illegible] প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

এই স্থলে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উদ্‌যোগে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভারত সংস্কারিণী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আ-পাততঃ যদিও ইহার অঙ্কুরাবস্থা মাত্র, তথাপি ইহা দ্বারা আমরা অনেক শুভ ফলের প্রত্যাশা করিতেছি। [illegible] [illegible] [illegible] অধ্যবসায়বিরহ ও [illegible] [illegible] যদি ইহাকে আক্রমণ না করে, [illegible] অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে। [illegible]

বিষয়ে লিপি ব্যবহার হইত না, তথাপি যে সময়ে অধিকাংশ সূত্র গ্রন্থ রচিত হয়, তখন লিখিত অক্ষর যে ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিস্* কহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয়দিগের লিপি জ্ঞান ছিল না, তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ নহে, তাঁহারা স্মৃতি হইতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু ষ্ট্রাবো নামক আর এক ব্যক্তির বাক্য হইতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা তৎকালে লিপি ব্যবহার করিতেন। মোক্ষ মূলর [illegible] প্রমাণ হইতে এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে লেখার রীতি প্রচলিত [illegible]ছিল, ইহা ষ্ট্রাবোর বাক্য হইতে সপ্রমাণ হইতেছে এবং মেগাস্থিনিস্ যে লেখা চলিত ছিল না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা তৎকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিষয়ে লেখা ব্যবহার করেন নাই। এই স্থলে [illegible] উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আলেক্জাণ্ডরের সমকালবর্ত্তী ভারতবর্ষীয় রাজা [illegible] সম্রাট সিকার আগষ্টসের নিকট দূত [illegible] প্রেরণ করেন, মোক্ষমূলর ষ্ট্রা[illegible] করিতেছেন যে, তাহা গ্রীস দেশ[illegible] লিখিত ছিল। সে যাহা হউক, মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত এই যে, আলেক্জাণ্ডরের পূর্ব্বে [illegible] যে সময়ে সূত্র গ্রন্থ সকল রচিত হয়, তাহার মধ্যে ভারত বর্ষে লেখার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহা বিষয় কর্ম্মেই ব্যবহৃত হইত, শাস্ত্রীয় বিষয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।

বুদ্ধের জীবন চরিতস্বরূপ ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে এই রূপ উল্লিখিত আছে, বুদ্ধ শিশু কালে লিপিশালাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি লিপিশালায় প্রবেশ করেন, তখন বালকগণের শিক্ষক বিশ্বামিত্র বুদ্ধের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। পরে শুভাঙ্গ নামক কোন দেবতা আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে বুদ্ধের পিতা রাজা শুদ্ধোদন ও তাঁহার সহচরবর্গ লিপিশালা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বুদ্ধের ধাত্রী ও অনুচরগণ তথায় অবস্থান করিতে [illegible] অনন্তর বুদ্ধ চন্দন[illegible] লিপিফলক গ্রহণ[illegible] [illegible] লিপি বলিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা ক[illegible] তদনুসারে আচার্য্য অ আ প্রভৃতি বর্ণমালা লিখিতে শিক্ষা দিলেন। বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ [illegible] শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন দেখিয়া [illegible] বিশ্বামিত্র বলিলেন, আর তাঁহাকে শিখাইতে পারিলেন না। তথাপি বুদ্ধ আর দশ সহস্র ছাত্রের সহিত একত্র হইয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ললিত বিস্তর গ্রন্থে যে বর্ণমালা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল [illegible] এই তিনটি অক্ষর [illegible] এই লিপিশালা ভিন্ন বুদ্ধ আর [illegible] শিক্ষা করিয়াছিলেন, [illegible] হওয়া যায় না; কিন্তু [illegible] বুদ্ধ অলঙ্কার, নিঘণ্টু, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, ও বেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছিলেন।

এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মোক্ষ মূলর কহিতেছেন যে, বুদ্ধ শিশুকালে যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষাদানপ্রণালীর বিপরীত। [illegible] ব্রাহ্মণেরা

* আলেক্জাণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম সেনাপতি সিলিউকস্ নিকেটর রাজ্যের রাজপদে আরোহণ করিয়া মেগাস্থিনিস্কে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আবিয়ারের উপদেশ[১]।

হিতৈষণা যেন তোমার আমোদ-স্থান হয়।

ইন্দ্রিয়াসক্ত হইও না।

দানের সময় কৃপণ হইও না।

অন্যের হিতৈষণার ব্যাঘাত করিও না।

রহস্য ভেদ করিও না।

সাহস ত্যাগ করিও না।

ভিক্ষা বৃত্তি লজ্জাকর।

অগ্রে অন্যকে দিয়া আপনি ভোজন করিবে।

শান্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে।

জ্ঞানের উন্নতি করিতে কখনই বিরত হইও না।

অসৎ প্রসঙ্গ করিও না।

অন্নের মূল্য বৃদ্ধি করিও না।

যাহা দেখিয়াছ তাহাই বলিবে, তদতিরিক্ত কিছু বলিও না।

যাহা দুর্মূল্য তাহাকে যত্ন করিবে।

মিষ্ট বাক্য বলিবে।

অত্যুচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিও না।

লোকের চরিত্র অগ্রে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিবে।

পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে।

কাহারো কৃত উপকার ভুলিবে না।

সময়ে শস্য বপন করিবে।

শ্রম করিয়া যে জীবিকা লাভ হয় তাহাই সর্ব্বোত্তম।

বিষণ্ণ হইয়া ভ্রমণ করিও না।

খলের সহিত ক্রীড়া করিও না।

শরীরের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা ভুলিও না।

সকলপ্রকার ভান পরিহার কর।

কুটিলতা সহকারে কথা কহিও না।

ক্রোধোদ্দীপন করিও না।

যুবা বয়সে বিবাহ করিবে।

অন্যের অপবাদ করিও না।

অন্যকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম।

নিত্য সুখ অন্বেষণ কর।

যাহা নীচ তাহা পরিহার কর।

যাহা উত্তম দৃঢ়তা সহকারে তাহা রক্ষা করিবে।

প্রকৃত বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না।

কাহাকেও ক্লেশ দিও না।

শ্রবণ কর ও আত্মোন্নতি সাধন কর।

যাহাতে কষ্ট হয় এমন [illegible] তোমার হস্তকে নিয়োগ করিও না।

অপহৃত দ্রব্য লইবার ইচ্ছা করিও না।

কোন কার্য্যে আলস্য করিও না।

ধার্ম্মিকের সহিত সহবাস করিবে।

কাহাকেও উপহাস করিও না।

তোমার কথাতে যেন [illegible] না হয়।

ক্রীড়াপ্রিয় হইও না।

যাহা করিবে ভাল করিয়া করিবে।

যখন কোথাও যাইবে, বিবেচনা কর, কোথা তুমি যাইতেছ।

চরের ন্যায় ভ্রমণ করিও না।

অধিক কথা কহিও না।

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী রূপে বাস করিতে চেষ্টা করিবে।

বিনাশ অপেক্ষা রক্ষা করা শ্রেয়ঃ।

---

১ আবিয়ারের নাম দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এই অসামান্যা নারী অনেক বিদ্যার পারদর্শিনী ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্র ও ভূবিদ্যাতে ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহার কবিত্বশক্তি ও নীতি জ্ঞানেরও সকলে প্রসংসা করিয়া থাকে। ইনি তামিল [illegible] রামায়ণ [illegible] সমকালবর্ত্তিনী ছিলেন। ইঁহার জন্ম বৃত্তান্ত ও জীবন চরিত অত্যদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন ইনি শাপভ্রষ্টা ব্রহ্মার পত্নী, ইঁহার রচিত কয়েক খানি নীতিগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে পাঠশালাতে যেমন চাণক্যের শ্লোক পঠিত হয় তেমনি দাক্ষিণাত্যে তামিল বিদ্যালয় সকলে আবিয়ার নীতি গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। নীতিগুলি অতি উৎকৃষ্ট এ জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। মধ্যে মধ্যে দু একটী নীতি অত্যল্প দোষাশ্রিত বোধ হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

করিয়া আনিতেছি; সে কি নিজের জন্য? যদি কেবল নিজের জন্য হয়, তবে বিস্তীর্ণ কৃষি বাণিজ্যে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, কৌপীন, কন্থা, ছিন্ন কম্বল ও বৃক্ষতল থাকিলেই দিনপাত হইতে পারিবে।

সংসারের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ আছে, তদনুসারে না চলিয়া মনুষ্য কেবল কর্ত্তব্যের অবমাননা করিতেছে তাহা নহে, তদ্দারা শোক ও অশান্তির হেতু সঞ্চয় করিতেছে। ঈশ্বর কি উদ্দেশে এখানে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর আমরা কি উদ্দেশ্যের প্রতি প্রণয় বন্ধন করিয়া কেবল হৃদয়গ্রন্থিকে দৃঢ়ীভূত করিতেছি! ঈশ্বরের কল্যাণময় দূত মৃত্যু আসিয়া এক সময়ে নির্দয় ভাবে সেই গ্রন্থি ছেদন করিয়া দিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন যাঁহার হৃদয় যে পরিমাণে সংসারে বদ্ধ হইয়া আছে, তাঁহাকে সেই পরিমাণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা সহ্য করিতে হইবে। এক বার সেই চরম দিন স্মরণ করিয়া দেখ! এই স্নেহাস্পদ শরীর মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতেছে, যাহাতে ভোগের আশা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিলাম, তাহার সহিত চির দিনের জন্য বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতেছে, জন্মের মত বিদায় দিতেছি বলিয়া বান্ধবগণ গলদশ্রুলোচনে কেবল মোহ উৎপন্ন করিতেছেন, এত দিন যাহা আমার বলিয়া জানিতেছিলাম, তাহার এক বিন্দুও সঙ্গে লইতে সামর্থ্য নাই। এই সময়ে সংসারাসক্ত হৃদয় কি দুর্ব্বিসহ বিষাদের সহিত বিদায় গ্রহণ করে! কেবল মৃত্যু কালে নহে, এখানে সমস্ত জীবন সেই হৃদয় অশান্তির পদতলে দলিত হইতে থাকে; কেননা যাহা আপনার বলিয়া ধারণা করিতেছে, তাহার একটিতেও তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। কি ধন সম্পদ কি মান সম্ভ্রম কি বন্ধু বান্ধব কিছুই তাহার স্বার্থলোলুপ কামনার অধীন হইয়া থাকে না।

সংসারের সহিত এই ক্ষণভঙ্গুর সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া সকলের মনেই এই রূপ ভাবের উদয় হইতে পারে যে, যদি এখানকার কিছুই আমার চির দিনের জন্য নহে, যদি ধন জন বিষয় বিভব ও মান সম্ভ্রমের উপরে আমার মমতা বন্ধন কেবল বিড়ম্বনা, যত্ন শ্রম ও বহু কষ্ট করিয়া যে সকল কর্ম্ম আরম্ভ করিতেছি তাহার ফল ভোগের প্রতি আমার আশা নাই, তবে স্ত্রী পুত্র গ্রাম গৃহ ও জনসমাজে আর প্রয়োজন কি! বস্তুতঃ এই রূপ ভাবের বশম্বদ হইয়াই পূর্ব্ব কালে কত মহাত্মা সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু সংসারে আসক্ত হওয়া অথবা তাহা পরিত্যাগ করা উভয়ের একটিও ধর্ম্মভাবের অনুমোদিত নহে। সাংসারিক ভোগে আসক্ত হইলেও ধর্ম্ম সাধন হয় না, সংসার পরিত্যাগ করিলেও ধর্ম্ম সাধন হয় না। ধর্ম্মের জন্য সংসারে অবস্থান করিবে এবং ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। তিনি যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছেন, বিশ্বাসিক ভৃত্যের ন্যায় তাহা যত্ন পূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। কি রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাজ্য শাসন করা, কি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া সামান্য সূচী কর্ম্ম নিষ্পাদন করা, সমুদায়ই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার জন্য যে কার্য্য করিবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ, নতুবা বৃহৎ কার্য্যও ক্ষুদ্র। সাংসারিক কার্য্যে অবহেলা করিবার কোন গৌরব নাই। সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য উপার্জ্জন করিবে এবং যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর অভিমানশূন্য হইয়া তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবে, এই রূপ ফল ভোগ বিরাগই যথার্থ বৈরাগ্য, এই রূপ বৈরাগ্যই ঈশ্বর লাভের অব্যর্থ সোপান। যিনি আপনার ভোগের

জন্য কর্ম্ম করেন, তিনিই ভোগী। তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, যিনি ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করেন, তিনিই যোগী, ঈশ্বর তাঁহার [illegible] ও বন্ধু। তিনি ঈশ্বরের জন্য আপনার [illegible]বাসনা পরিত্যাগ করেন, ঈশ্বর তাঁহার জন্য আপনার [illegible] অমৃত প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন।

সমুদায় কর্ম্মফল [illegible] যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেইরূপ আরাম ও শান্তি [illegible]ভের প্রধান হেতু। [illegible] নুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে [illegible] আত্মাকে চঞ্চল করিতে পারে না। মনুষ্য সফলতা ও বিফলতা উভয়েতেই আত্মা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সফলতা হইলে গর্ব্বে ও বিফলতা হইলে বিষাদে অভিভূত হইয়া বৈরাগ্য[illegible] মনুষ্য সংসারের পদতলে দলিত হইতে থাকে; হর্ষ ও বিষাদ, জয় ও পরাজয় এবং মান ও অপমান সকল ঘটনাতেই [illegible] হয়। কিন্তু যিনি ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে পারেন, যিনি ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান [illegible] তাঁহাকে কোন বাহ্য ঘটনা বিক্ষুব্ধ [illegible] না। তিনি সম্পদ ও বিপদ উভয় অবস্থাতেই ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হন, তিনি জয় ও পরাজয় উভয় ঘটনাতেই ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হন, তিনি মান ও অপমান উভয়েতেই ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হন। মর্ত্ত্যলোকের প্রশংসাধ্বনিও তাঁহাকে মত্ত করিতে পারে না, সংসারের নিন্দাবাদও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহাকে রাশীকৃত বিষয়সুখে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখ, তখনও তাঁহার মস্তক ঈশ্বরের চরণে লুণ্ঠিত হইবে, এবং তাঁহার নিকট হইতে সমুদায় সুখসামগ্রী অপহরণ করিয়া লও, তখনও তাঁহার মস্তক ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে থাকিবে। শত শত নদী অনবরত সমুদ্রে পতিত হইতেছে, তাহাতেও সমুদ্র "অচলপ্রতিষ্ঠ"—আপনার সীমা উল্লঙ্ঘন করে না; রাশি রাশি জল বাষ্পরূপে উত্থিত হইতেছে, তাহাতেও সমুদ্র "অচলপ্রতিষ্ঠ"—আপনার সীমা পরিত্যাগ করে [illegible] সকল অবস্থাতেই "অচলপ্রতিষ্ঠ" হইয়া [illegible] অব[illegible]। সুখ ও দুঃখ তাঁহার [illegible] করিতে থাকে, শত্রু ও মিত্র [illegible] উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, জীবন ও মৃত্যু তাঁহার একই উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে। যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু নির্লিপ্ত হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভা ধারণ করে, সেই রূপ তিনিও নির্লিপ্ত হইয়া সংসাররূপ পদ্মপত্রে মুক্তার ন্যায় সঞ্চরণ করিতে থাকেন। এখানকার কোন ঘটনাই তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। ইহাই বৈরাগ্যের প্রকৃত ভাব। ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া এই বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে।

আত্মদর্শন।

[illegible] অধ্যায়।

এক দিকে আধিভৌত জগৎ আর এক দিকে আধ্যাত্মিক জগৎ, আত্মা এক্ষণে মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের সহিত তাহার যোগ আছে, এবং অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগতের সহিতও তাহার যোগ আছে। আত্মা যেমন এই ভৌতিক জগতে অনেক জ্ঞাতব্য জানিতেছে, অনেক কর্ত্তব্য করিতেছে, অনেক কল্যাণ প্রাপ্ত হইতেছে, অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, সেই রূপ অধ্যাত্ম জগতের

অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছে, সেই জগতেরই অনেক কর্ম্ম করিতেছে, তাহা হইতে অনেক শুভ ফল প্রাপ্ত হইতেছে এবং অনেক সুখ দুঃখও ভোগ করিতেছে। কোনটি আধিভৌতিক আর কোনটি আধ্যাত্মিক ইহা অনেক সময়ে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করি না এবং অনেক সময়ে পৃথক্ করিতেও সামর্থ্য হয় না; প্রত্যুত উভয় জগতের ব্যাপারই মিশ্র ভাবে আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে—আমাদের যাহা উপস্থিত হইতেছে, তাহাই দেখিতেছি, কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা দেখিতেছি না। কিন্তু আত্মার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে তাঁহারা সকলেই প্র[illegible] করিতে সমর্থ হইবেন।

আমি রূপ দর্শন করিতেছি রস আস্বাদন করিতেছি, শব্দ শ্রবণ করিতেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিতেছি যে, এ সমস্ত আধিভৌতিক বিষয়, বহির্জ্জগৎ হইতে প্রাপ্ত [illegible] সেই রূপ আমি ঈশ্বর জানিতেছি, পরলোক জানিতেছি, পরলোকের অনেক তত্ত্ব অবগত হইতেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি যে, এই সমুদায় আধ্যাত্মিক বিষয়, অধ্যাত্ম জগৎ হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, বহির্জ্জগৎ হইতে নহে। রূপ রস প্রভৃতি বহির্বিষয়ের যে জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তাহা যেমন অনুমানসিদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষ বিষয়; সেই রূপ ঈশ্বর ও পরলোক যে জানিতেছি, তাহাও অনুমানসিদ্ধ নহে, আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান। এক দিকে এই জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, এই জন্যই ইহা দেখিতে পাইতেছি, ইহা ভ্রমও নহে মায়াও নহে; আর এক দিকে সেই রূপ আর এক জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, এই জন্যই তাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাও ভ্রম নহে ও কল্পনাও নহে। সংশয় হইলে উভয় দিকেই প্রমাণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোন দিকেই সে রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; আত্মা নিজেই উভয় দিকের প্রমাণ, তদ্ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণ নাই। যদি জিজ্ঞাসা কর, এ জগৎ আছে কি না, তাহা হইলে এই উত্তর পাইবে, তুমি নিজে দেখ। যদি জিজ্ঞাসা কর আর এক জগৎ আছে কি না, তবে ইহারও এই উত্তর, তুমি নিজে দেখ। তুমি স্বয়ং যদি দেখিতে না পাও, তাহা হইলে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে না যে তাহা নাই।

জ্ঞানের ন্যায় ক্রিয়াও দুই প্রকার, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। যাহা শরীর দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা আধিভৌতিক, আর যাহা কেবল আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে তাহা আধ্যাত্মিক। আমরা গমন ধাবন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছি, তৎসমুদয় শরীরের ক্রিয়া, আর চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া আত্মা দ্বারা অনুষ্ঠান করিতেছি সে সমুদায় আধ্যাত্মিক ক্রিয়া। ভৌতিক জগৎ অবলম্বন না করিয়া গমন ধাবন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে পারে না; কিন্তু ভৌতিক জগৎ অবলম্বন না করিয়াও চিন্তা কল্পনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইবার কোন বাধা নাই। আত্মা যে এই জড় শরীর পরিচালনা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আত্মার নিজের ক্রিয়ার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কিছুই নাই। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ক্রিয়া পৃথক্ করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা ভূত ও আত্মা উভয়কেও পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না। কিন্তু আত্মতত্ত্ব ও ভূততত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইবে যে, আত্মাই আপনা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে, জড় পদার্থ আপনা হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে

সাংসারিক দুঃখ ইচ্ছা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করে, তাহাও সাংসারিক দুঃখ নহে। ধন পাইয়া সুখী হইলাম, তাহা সাংসারিক সুখ; ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া যে আনন্দ পাইলাম তাহা এ জগতের পদার্থ নহে।

আমাদের জীবন ও দুই প্রকার; বৃক্ষলতাতে যে প্রাণ লক্ষিত হয়, আমাদের শরীরে সেই রূপ প্রাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু আত্মার জীবন তাহা হইতে ভিন্ন। ভৌতিক জীবন ক্ষণবিধ্বংসী, আত্মার জীবন অনন্ত। সেই জীবন অনুভব করিতে পারিলে আত্মা যে আর এক জগতের পদার্থ, তাহা বুঝিতে আর কিছুই কষ্ট হয় না। সমুদায় আধ্যাত্মিক ভাব একীভূত হইয়া সেই জীবন পোষণ করিতেছে। যখন আপনাকে দেখিতেছি, তখন সেই জীবনই দেখিতেছি। যেমন নিশ্চয় জানিতেছি, শারীরিক জীবন এক সময় বিনষ্ট হইবে, সেই রূপ নিশ্চয় জানিতেছি সেই আধ্যাত্মিক জীবন কখনই বিনষ্ট হইবে না। তাহার বর্ত্তমানতা যেমন অনুভব করিতেছি, তাহার ভাবী স্থায়িত্বের প্রতিও সেই রূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া আছি। তাহা আশার বিষয় নহে, প্রতীক্ষার বিষয় হইয়া আছে; আমি ভবিষ্যতেও থাকিব, ইহা আশা করিতেছি না, প্রতীক্ষা করিতেছি[1]। এই প্রতীক্ষা ব্যক্তি বিশেষের মনের কাল্পনিক ভাব নহে, ইহা বিশ্বজনীন স্বাভাবিক ভাব। যে হস্তে মনুষ্যের চক্ষু নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই হস্তেই উহা সৃষ্ট হইয়াছে। এই অনন্ত জীবনের এক বিন্দুও ভৌতিক নহে, সমুদায়ই আধ্যাত্মিক।

বস্তুতঃ শরীর যেমন অধিভূত জগতের সহিত নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ ও তাহারই অন্তর্গত, সেইরূপ আত্মা অধ্যাত্ম জগতের সহিত নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ ও তাহারই অন্তর্গত পদার্থ। এখানে অধিভূত জগতের শরীর ও অধ্যাত্ম জগতের আত্মা পরস্পর বদ্ধ হইয়া আছে এবং শরীর রূপ যন্ত্র সহকারে এই পৃথিবীর সহিত আত্মা আলাপ করিতেছে। যে উদ্দেশে আত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা অল্পে অল্পে সংসাধন করিতেছে, এবং যখনই আবশ্যক হইবে, ঈশ্বর তখনই এখানকার যোগ ছেদন করিয়া দিবেন। গর্ভস্থ শিশু প্রথমাবস্থায় ঊর্দ্ধশিরা হইয়া অবস্থান করে, ভূমিষ্ঠ হইবার কাল যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই বক্রভাব ধারণ করিতে থাকে; ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে সম্পূর্ণ রূপে ঊর্দ্ধপদ হইয়া অবস্থান করে। সেই রূপ আত্মা ভৌতিক পদার্থে যেন অধিরূঢ় রূপে জড়িত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু যতই পৃথিবীর গর্ভ হইতে স্বর্গধামে ভূমিষ্ঠ হইবার কাল নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহার সেই বন্ধন শিথিল [illegible]

তরুণ সূর্য্য দর্শন করিয়া জানিতে পারা যায় না যে, তাহার সহিত পৃথিবীর আর এক পৃষ্ঠেরও এই রূপ সম্বন্ধ আছে, যখন মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের যৌবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন এই স্থানের সহিত তাহার সম্বন্ধ কেমন দৃঢ়বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, কিন্তু যখন অপরাহ্নবেলা উপস্থিত হয়, সূর্য্য ক্রমে ক্রমে পশ্চিম সাগরের অভিমুখে অবতরণ করিতে থাকে, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তি দেখেন যে সূর্য্য পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে গমন করিতেছে এবং অবিদ্বান্ ব্যক্তি দেখে যে, সূর্য্য এক বারে অস্তমিত হইতেছে; সেই রূপ আত্মা যখন পৃথিবীর নিকট অবসর লইতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের বিভিন্ন চক্ষুতে

১। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র অনুসারে আশা ও প্রতীক্ষার এই রূপ অর্থ—অনিশ্চিত বিষয়ের প্রতি উন্মুখ হইয়া থাকা আশা, আর নিশ্চিত বিষয়ের প্রতি উন্মুখ হইয়া থাকা প্রতীক্ষা।

বিভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু বিদ্বান্ ইহা যথার্থ দেখেন, অবিদ্বান্ প্রবঞ্চিত হন।

অতএব আত্মা যে সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদ্দ্বারা আত্মার সহিত এ জগতের ন্যায় আর এক জগতের সম্বন্ধ সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতিতে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের একটি আদর্শ অঙ্কিত আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে, [illegible] রক্ষিত হইতে পারিবে। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও সেই আদর্শ অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে এবং যে বিষয়ে যত উন্নতি হউক, কোন উন্নতির সহিত তাহার বিরোধ হইবে না। যে সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন, যে সময়ে তিনি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি-সামর্থ্য শরীর-মন-আত্মা সমুদায় ইহার উন্নতি সাধনে সমর্পণ করেন, যে সময়ে তিনি ব্রাহ্ম [illegible] করিয়া [illegible] অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হন, [illegible] ব্রাহ্মিক [illegible] বিরুদ্ধে বক্তৃতা [illegible] যে সময়ে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করিয়া মুক্ত হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহা দ্বারা তখনও আদি ব্রাহ্মসমাজের সেই আদর্শ অবিরুদ্ধ রূপেই ব্যক্ত হইতেছিল। কাল-ক্রমে এই আশঙ্কা জন্মিল যে শ্রীযুক্ত কেশব-চন্দ্র সেনের হস্তে আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, তাঁহার মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্য আদর্শ উপস্থিত হই-য়াছে, ইহা অনুভূত হইতে লাগিল। সে আদর্শ কি রূপ, যদিও তাহা স্পষ্ট রূপে জানিতে পারা যায় নাই কিন্তু আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যাহা পোষণ করিতেছে, উহা যে সে রূপ নয়, ইহা প্রতীতি হইয়াছিল। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজকে ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার বশম্বদ করিতে দেওয়া উচিত বোধ না হওয়াতেই তাঁহাকে পৃথক্ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারই উদ্যোগে তাঁহারই উৎসাহে ও তাঁহারই গুণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত কহিতেছি যে, এই রূপ স্বতন্ত্র ভাবে ব্রাহ্মসমাজ সং-স্থাপন মঙ্গলেরই জন্য হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন ও বিস্তৃত রূপে প্রচার কার্য্যের আনুকূল্যই হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যত স্ফীত ও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে, তদ্দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে থাকিবে—ব্রাহ্মধর্ম্মই উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্থাপন দ্বারা একটি যে বিশেষ অভাব পূর্ণ হইয়াছে, আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহা সহসা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যুত তাহার জন্য অনেক সময় [illegible] চিন্তিত হইতে হইয়াছিল — সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্র[illegible] কোন সহজ উপায় দৃষ্ট হইতেছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী—[illegible] ভাষায় উপাসনা, বেদোক্ত সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, কলাবতী ধারাতে সংগীত, ইহার একটিও সুশিক্ষিত ভিন্ন সর্ব্বসাধারণ লোকের উপযোগী নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের যে রূপ ধারা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই সকল ভাবের পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষীণ হইয়া পড়িত। কিন্তু এই অভাব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন দ্বারা পরিপূর্ণ হইতেছে। [illegible]

যতই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাউক, ইহাঁরা কেহই ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন অথবা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বন্ধনের মধ্যস্থ নহেন। যদি ঈশ্বরকে না পাও, যত্ন কর চেষ্টা কর এবং ঈশ্বরেরই উদ্দেশে ক্রন্দন কর তথাপি কি মৃন্ময়, কি প্রস্তরময়, কি মাংসময় কি জীবিত কি মৃত কোন পুত্তলিকাকেই মধ্যস্থলে আনিও না; এই ভাব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন দৃঢ়তা সহকারে সুস্পষ্ট রূপে পোষণ ও প্রচার করিতে পারিবেন, তখনই সুখের বিষয় হইবে।

আর একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে যত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সকল গুলি ভারতবর্ষীয় ভাবেতেই বিভূষিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা ভারতবর্ষের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ হইবে না এবং ইহার ভার ভারতবর্ষের পক্ষে গলগ্রহ স্বরূপ হইবে এবং ইহার গর্ভে এরূপ ঘুণ প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কালেতে ইহার অস্থিসার চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ভরসা করি, ঈশ্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে যত বয়সে [illegible] প্রসর করিয়া দিবেন, [illegible] কালেতে [illegible] ভুল [illegible] দূর [illegible] হইবে। [illegible] বিষয়ে [illegible] ভাব দূরীকৃত হইলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দেখিবেন, যে সহজেই সকলের [illegible] পরিপূর্ণ হইবে। ঈশ্বর করুন সেই [illegible] উপস্থিত হউক! তথাপি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ [illegible] বিষয়ে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। অসংকোচে বিশ্বাস অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা, অকুতোভয়ে আপনার বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচার করা, [illegible] দিয়া দেশে দেশে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করা, আন্তরিক পিপাসার [illegible] পান করিবার জন্য ব্যাকুল [illegible] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণের এই সকল অনুষ্ঠান অতীব মনোহর দৃশ্য। পরিশেষে ব্যক্ত করিতেছি যে, মাতার সহিত পুত্রগণের যে রূপ সম্বন্ধ, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সেই রূপ সম্বন্ধ। যাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলেন, ইহার মূল নিয়ম রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও আমাদের লক্ষ্য হইয়া আছে,—ঈশ্বর করুন, যাহাতে সেই লক্ষ্যের কোন ব্যাঘাত না থাকে।

A REPLY TO THE QUERY "WHAT IS BRAHMOISM"

BEING A LECTURE DELIVERED AT THE ADI BRAHMA SAMAJ LIBRARY HALL ON THE 12th NOVEMBER 1870.

GENTLEMEN,

The outside public has got very indistinct notions of the doctrines and essential characteristics of Brahmoism. They consider it to be a vague and mystical religion, having no definite creed, no definite canon of belief, no definite principles for the guidance of its followers. [illegible] difference of opinion in non-essentials but [illegible] in essentials gives a shadow of [illegible] to such impression. It shall be my endeavour in this lecture to show that Brahmoism is not a vague and indefinite religion, that it is established on a sure and certain basis, and that it has got a settled canon of belief of its own and settled principles for the guidance of its followers. Such a lecture, I presume, will not be uninteresting to professed Brahmos also, though fully acquainted with the doctrines of their own religion. They will find my observations at its end of special interest to them.

Brahmoism, or, as its name implies, the religion of the One God is the highest developed and the truest form of religion, admitting of progress in the scientific and poetical exposition of its doctrines and their application to the manifold concerns of life.

As Brahmoism is the highest developed and the truest form of religion, I should first define what religion is, before discribing Brahmoism. Religion is the consciousness of a Perfect Being opposite to imperfect man, of our absolute dependence on that Being and of the existence of a state of perfect happiness opposite to our imperfect existence here on earth. Nothing can repres[illegible] man's yearning after, and belief in, the Perfe[illegible] Being possessing a nature opposite to his imperfect nature, the same state opposite to his imperfect terrestrial state. A yearning arises in his mind for a Perfect Being and a Perfect state of existence. This yearning is invariably accompanied by a belief in its object. This yearning and this belief constitute the essential elements of religion. "There is but one religion" says Parker "as there is one ocean." This remark is quite correct. The truths of religion are few in number and exceedingly simple: They are the following:—

1st. That all things absolutely depend on an Absolute Being, that is, a Being who is the Being of beings, the eternal ground of all existence, perfect in every respect.

2nd.—That God is closely related to man and takes personal interest in him. He reveals religious truth to him and grants his prayers.

3rd.—That man's will is free and that he is responsible to God for his actions.

4th.—That God is to be worshipped in the best manner possible.

5th.—That there is a future state of existence, that there is distribution of rewards and punishments in that state and that perfect happiness is to be found in it.

The above truths are universally believed in by all mankind.

All men believe that there is a Perfect Being. The monotheist believes that there is one Perfect Being. The polytheist believes in many Gods but he either believes that there is one Supreme Perfect God to whom all the other Gods are subordinate or that though the Gods individually are imperfect, Divine power in general is perfect.

All men believe that all things depend upon Divine Power. The polytheist believes [illegible] things depend upon the Gods, the monotheist believes that all things depend upon God.

All men believe that all things absolutely depend upon the Divine Power. The Polytheist simply believes that the something divine is the active power of the universe; it makes the sun shine, the wind blow and the fire burn. The polytheist has no higher ideas of absolute dependence but he still has a conviction in his mind that all things absolutely depend upon the Gods. This vague sense of absolute dependence is expressed in his hymns and prayers. The enlightened monotheist believes that all th[illegible] depend so much upon the one true God that if he separate himself from the universe it will be reduced to nothing.

All men believe that [illegible] perfect though they [illegible] of perfection. The mo[illegible] theist believes that [illegible] Image misshap[illegible] ever the fores[illegible] st [illegible] perfe[illegible] [illegible]

monotheist believes that formlessness, omnipresence, omnipotence, eternal existence, the possession of infinite power, wisdom and goodness and dominion over the whole universe constitute perfection.

All men believe that God is closely related to man and takes personal interest in him. They believe that he reveals religious truth to man, and that he grants his prayers.

All men believe that God is to be worshipped in the best manner possible. The followers of inferior religions believe that the best mode of worshipping God is to offer him flowers and incense and those of superior religions believe that the best mode of worshipping him is to love him and all mankind.

All men have a consciousness that their will is free and that they are responsible to God for their acts.

All men believe that there is a future state of existence, that there is distribution of rewards and punishments in that state and that perfect happiness, not obtainable in the present state, can be attained hereafter. The ignorant savage believes that there is a place beyond the cloud topped hill where he will go after death and enjoy perfect sensual bliss in company with his dog.

The enlightened religionist believes that he will enjoy spiritual felicity in a future state resulting from constant communion with his beloved God.

It is therefore evident that the truths of religion ... universally believed ... mind. Notwithstanding ... in opinion that ... of progress ... cannot shake off ... settled in ... them ...

... truths are inseparable from his spiritual constitution. The reason that they are so is that they are known by man by means of intuition or the easiest sort of inference.

The human mind has a capacity of knowing objects that cannot be perceived with the senses as it has of knowing such as can be perceived with them. It has a capacity of knowing hyperphysical as well as physical objects. Myself am not my hands or my ears or my nose or my head or any part of myself which I can perceive with the senses but I am something which I cannot perceive with them. My friend is not his hands or his ears or his head or any part of him which I can perceive with the senses but something which I cannot perceive with them. As I know myself or my friend so I know God. Myself, my friend and my God are hyperphysical realities. Hyperphysical existences are as much objects of knowledge as physical ones. Intuition and inference enable us to know hyperphysical objects as well as physical objects. If we can trust the mind's capacity of knowing physical objects, there is no possible reason to distrust its capacity of knowing hyperphysical objects.

With the above prefatory observations, I proceed to show that the fundamental truths of religion are known by man by means of intuition or the easiest sort of inference.

Man cannot but believe in a first cause of all things. As he intuitively believes in an external world and in the existence of soul, so he intuitively believes in a first cause upon whom external world and soul depend. As the truths that the external world exists and that soul exists require no logical demonstration, so the truth that the something upon which external ...

Brahmoism can be divided into, firstly, a belief in the love of God to his creatures; secondly, love of God; and, thirdly, doing the works he loves. It was love that created the world. God wanted to diffuse happiness to other beings and he created the world. It is God's love that still preserves the world. It is love of God to man that makes him take personal interest in him. It is love of God to man that enable him to [illegible] father and mother [illegible] God to man that [illegible] easily accessible to man. It is the love of God to man that leads him to grant his prayers and reveal religious truth to him. It is the love of God to man that leads him to promote the progress of his soul in a future state. It is an instinctive love of God that first draws man towards God. It is like the love of the new-born bee for the honey in the flower which it has not yet tasted. It is love of God that makes man worship God. It is love of God that makes him perform the work which God loves. Morality is nothing but [illegible] Morality says [illegible] neighbours love your country love the world love the [illegible] Love [illegible] knowledge. As [illegible] if we do not know [illegible] not know the [illegible] of God which constitute his loveliness, how can we love him? If we do not know what is right, how can we love the right? Love therefore implies knowledge. All religion therefore is included in the word, Love. What is leading a religious life, but leading a life of love? thinking love, and speaking love, acting love, diffusing an atmosphere of love around

---

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ১৭৯২ শকের মাঘ মাস হইতে ১৭৯৩ শক পর্য্যন্তের কার্য্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তি কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন। ১৭৯৩ শক বা তাহার পর পর বৎসরে অধ্যক্ষ ব্যক্তি পরিবর্ত্তিত না হইলে ইহাঁরাই স্ব স্ব পদে স্থায়ী থাকিবেন।

[illegible]

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

পাথুরে ঘাটা নিবাসী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-সংগীত।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।
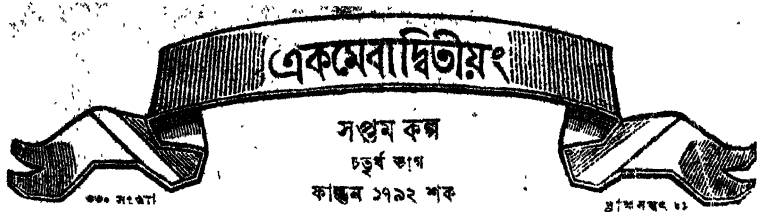
দেখা দেও আঁখি-রঞ্জন হৃদি মাঝে হৃদয়েশ!

প্রেম-জনন প্রসন্ন বদন হেরি নিমেষ।

নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে, যশ-তৌম্বুর তব হে মহেশ ঝংকারে, অবিরত দশ দেশ।

শুদ্ধ-সত্ত্ব হিরণ্ময় মানস আসন পাতি তোমারে দিব পরমেশ।

ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিব চরণ, প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে, পালিব তব আদেশ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

নাথ হে তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ। তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি অনাদি তুমি অশেষ।

জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেব-লোক, তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।

তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত-সুখ-সোপান, তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি লোকধাম।

পূর্ণ হলো মনকাম, লয়ে আজি তব নাম, তব পায় শত বার করি প্রণাম করি প্রণাম।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

১৯ পৌষ, ১৭৯২ শক।

পৃথিবী সূর্য্য-কিরণে রঞ্জিত হইতেছে, চন্দ্র-কিরণে রঞ্জিত হইতেছে, তুষারাবৃত পর্ব্বতে অলঙ্কৃত ও নীলবর্ণ সাগরে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে; বৃক্ষ লতা পুষ্প ফল ও উদ্যান কানন বিচিত্র শোভায় তাহাকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর সকল স্থানই শোভা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু এই সকল শোভা কে দেখিত, পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে সৃষ্টি না করিতেন। মনুষ্যই এই পৃথিবীর শোভা পূর্ণ করিয়াছে, মনুষ্যই এই পৃথিবীর যথার্থ শোভা। যদি পৃথিবীতে মনুষ্যের আগমন না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর আর আর তাবৎ শোভা নিরর্থক হইয়া থাকিত। সকলের মধ্যে মনুষ্যই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; মনুষ্যের মুখশ্রীতেই তিনি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত আছেন। পর্ব্বতশিখরে যন উজ্জ্বলিত হয়

নীলবর্ণ সমুদ্রের তরঙ্গে মন নৃত্য করিতে থাকে। বিকশিত পুষ্পে মন আমোদিত হয়; কিন্তু [illegible] তেমন আর কুত্রাপি নাই। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রেরণ করাতেই পৃথিবী শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে. আবার মনুষ্য আপনার হস্তে পৃথিবীর মুখশ্রী দিন দিন আরও উজ্জ্বল করিতেছে—জন-শূন্য প্রান্তরে সুশোভন নগর, অরণ্যের পরিবর্ত্তে মনোহর উপবন ও নানা বিধ সুন্দরতর বস্তুজাত নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর শোভা আরও [illegible] তেছে। মনুষ্য না থাকিলে কে বা পৃথিবীর স্বাভাবিক শোভা দর্শন করিত এবং কেবা এই সমস্ত শোভা বিস্তার করিতে পারিত। মনুষ্যই পৃথিবীর যথার্থ শোভা।

মনুষ্য যেমন পৃথিবীর শোভা, সেই রূপ মনুষ্যের শোভা আত্মা। আত্মা না থাকিলে মনুষ্যের শোভা কিছুই হইত না। আত্মার জ্ঞান ভাব ধর্ম্মই মনুষ্যকে শোভান্বিত করিয়াছে। মনুষ্যের মুখশ্রীতে আত্মারই জ্যোতিঃ [illegible] হইতেছে। আত্মা থাকাতেই মনুষ্য সুন্দর [illegible] এবং সেই সৌন্দর্য্যে পৃথিবীকেও [illegible] করিয়াছে।

[illegible] ঈশ্বর। পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে [illegible] করিয়াছে, আত্মা ঈশ্বরকে [illegible], ঈশ্বরকে পূজা করিতেছে, ঈশ্বরের অভিমুখে উত্থিত হইতেছে, ইহাতেই আত্মা সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে। আত্মা যখন ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হয়, ঈশ্বরকে দর্শন করিতে থাকে, ঈশ্বরের সহবাস-জনিত ভূমানন্দরস পান করে, তখনই তাহার সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ঈশ্বর আত্মার সৌন্দর্য্য, ঈশ্বরই আত্মার শোভা। ঈশ্বরকে পাইয়া মনুষ্য শোভা ধারণ করিয়াছে; এবং সেই মনুষ্যকে পাইয়া পৃথিবী শোভান্বিত হইয়াছে।

ঈশ্বর কেবল আমাদিগের [illegible] পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সকল জাতের [illegible] [illegible] করিয়া আসিতেছে। আমরা তাঁহার নাম নূতন প্রচার করিতেছি না—বিশেষতঃ ভারত বর্ষে বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সমুদায় শাস্ত্রেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করিতেছে। বেদেতে আছে—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তাঁহাকে জানিয়াই [illegible] হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তি [illegible] আর অন্য পথ নাই।

"যেনত্বং পশ্যন্ নিহিতং গুহাসৎ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং।" সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, যিনি গুহাতে নিহিত আছেন, ও যাঁহাতে সমস্ত জগৎ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে—তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত জানিয়াছেন।

মনুসংহিতাতে আছে—

"উপাসাং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" সেই পর-ব্রহ্মকে উপাসনা করিবেক, আত্মা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভগবদ্গীতাতে আছে—

"মচ্চিত্তামদ্গতপ্রাণাবোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা দেখিলেন—অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-জ্ঞান সাধারণ লোককে শিক্ষা করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞান না পাইয়া এক বারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, এই জন্য তাঁহারা তাহাদিগকে পরিমিত দেবতার উপাসনা—নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা [illegible]—

[illegible] কর্ম্মাণি [illegible]

[illegible]

[illegible]—এই কর্ম্ম যে তুমি তোমার পক্ষে এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত পাপ কর্ম্মে লিপ্ত না হইবার আর অন্য উপায় নাই।

আমাদের ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা আমরা নূতন আনয়ন করি নাই, আমাদের সমুদায় শাস্ত্রেই এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আরাধনা ব্যতিরেকে—আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হইবে না। যাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আরাধনা করিতে অসমর্থ; তাহাদিগের জন্য পরিমিত দেবতার উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু সেই পৌত্তলিকতা দ্বারা যে মুক্তি লাভ হইবে না, ইহা সকল শাস্ত্রই উপদেশ দান করিতেছে। পরিমিত দেবতার আরাধনা সামান্য লোকদিগের পাপানুষ্ঠান নিবারণের জন্য উপায় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। এই অনুমোদন তাঁহাদের করুণা হইতে উৎপন্ন হয়, লোকে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইহ লোকে ও পর লোকে দুর্গতি ভোগ না করে, এই জন্য তাঁহারা দুঃখিত হইয়া সদয় অন্তঃকরণে যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা পরিমিত দেবতার আরাধনাতে সম্মতি দিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহাদের দয়া প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা পৌত্তলিকতাকে নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়াই জানিতেন, মুমুক্ষুদিগের জন্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতার সহিত তুলনা করিলে এ দেশের পৌত্তলিকতা কত উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। মুসলমানেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দেয়, কিন্তু বলে যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে না মানিলে মুক্তি লাভ হইবে না। কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেও মহম্মদের অনুমোদন ব্যতীত ঈশ্বর তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন না। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ বলিবেন, আমি ইহাকে চিনি না, ঈশ্বর অমনি তাহাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। খৃষ্টানদের মতেতেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাধনা করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, খৃষ্টকেও মানা চাই। এক ব্যক্তি কহিলেন আমি ঈশ্বরের সমুদায় আজ্ঞা পালন করিতেছি, আমার উদ্ধার হইবে কি না; খৃষ্টানদিগের মতে তাহার মুক্তি হইবে না, খৃষ্টকে না মানিলে ঈশ্বর মুক্তি দিবেন না। মুসলমান ধর্ম্মও এক প্রকার পৌত্তলিকতা. খৃষ্টান ধর্ম্ম তদপেক্ষা আরও পৌত্তলিকতা; কিন্তু তাঁহারা পৌত্তলিকতাকেই মুক্তির কারণ বলিয়া জানেন এবং তাহাই উপদেশ দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে এ দেশের পৌত্তলিকতা কত উৎকৃষ্ট,—আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা পৌত্তলিকতাকে পৌত্তলিকতা বলিয়াই জানিতেন, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া কেবল এই কথা নূতন কহিতেছেন যে, পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের আর সময় নাই। এক সময়ে উহা অসমর্থদিগের অধর্ম্মাচরণ নিবারণের জন্য শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত হইয়াছিল, এক সময়ে উহা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এক সময়ে উহা জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার অনুকূল হইয়াছিল; এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞেরা ভাবিয়াছিলেন, আমাদের উপার্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান উচ্চ লোকের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকুক, সামান্য লোকের মধ্যে প্রচারিত হইলে, না তাহারা ইহা প্রকৃত রূপে অধিকার করিতে সমর্থ হইবে, না চিরন্তন আচার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হইয়া সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিবে—প্রত্যুত ইহা দ্বারা কেবল তাহাদের বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হওয়াতে স্বেচ্ছাচার

পাইতে থাকিবে। এক সময়ে, লোকের পাছে বুদ্ধিভেদ হয়, এই ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞেরা নিভৃত ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং লোকাচার বিষয়ে সাধারণ লোকের তুল্য হইয়া থাকিতেন—এক্ষণে সে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া কহিতেছেন যে, যেমন ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকে মনুষ্য মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারিত না হইলে জনসমাজেরও শান্তি রক্ষা হইবে না। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত হইলে [illegible] হওয়াতে লোকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে— এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, প্রকৃত রূপে ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারিত না হওয়াতেই লোকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞেরা লোককে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিবার নিমিত্ত যাগ যজ্ঞাদি পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের পোষকতা করিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম কহিতেছেন, অসঙ্কোচে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে থাক, তাহাই লোকের পক্ষে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের যথার্থ সোপান হইবে—পৌত্তলিকতার পোষকতা করিলে মুক্তি লাভের হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে। হিন্দু জাতির সর্ব্ববিনাশক পৌত্তলিকতাই ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আরও কহিতেছেন যে, এক কালে দুই উপাসনা সঙ্গত হইতে পারে না, অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা ও পরিমিত পদার্থের উপাসনা পরস্পর বিরুদ্ধ। এই জন্য, পূর্ব্ব কালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা লোকের হিতের নিমিত্ত পৌত্তলিকতার পোষকতা করিতেন, তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের চক্ষুতে দূষণীয়—অতএব লোকভয়ে যে পৌত্তলিকতার পোষকতা করা, তাহা তো আরও বর্জ্জনীয়।

ভয়ে কপট ভাব অবলম্বন করেন, তাঁহার মনের বীর্য্য বিনাশ পায় ও তাঁহার দৃষ্টান্তে জন-সমাজের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইতে থাকে।

ব্রহ্মবাদী মহাত্মা রামমোহন রায় বলিতেন যে পৌত্তলিকতা—ছেলে খেলা, এ ছেলে খেলা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর। কিন্তু এই ছেলে খেলা ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। ইহার জন্য পৃথিবীতে এক এক বার রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছিল। গ্রীশ দেশীয় একেশ্বরবাদী সক্রেটিস্ পৌত্তলিকতার বিপক্ষ হওয়াতে তাঁহাকে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রোম দেশে পোপ এক জীবন্ত পুত্তলিকা; প্রথমে যাহারা এই পুত্তলিকার উপাসনা পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে খৃষ্টান জাতির মধ্যে খৃষ্ট এক পুত্তলিকা হইয়া আছেন; যাহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, তাহাদিগকেও অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশেও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে গিয়া অনেকে ঘোরতর সংকটে পতিত হইতেছেন। যদিও পৌত্তলিকতা ছেলে খেলা, তথাপি ছেলে খেলা পরিত্যাগ করাও সহজ নহে।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উপরে এই সকল পৌত্তলিকতা বিনষ্ট হওয়া নির্ভর করিতেছে, তোমাদের উপরেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হওয়া নির্ভর করিতেছে, মনুষ্য-জাতি যাহাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, তাহা তোমাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করিতেছে। তোমাদের আত্মাতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দ্বারা দেশের অন্ধকার দূর করিতে থাক, সে জ্যোতি বাহিরে

প্রকাশ না করিয়া গোপন করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে তোমাদের অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকিবে এবং পৃথিবীতেও অনেক কুদৃষ্টান্ত প্রচারিত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

১০ মাঘ ১৭৯২ শক।

প্রাতঃকাল।

প্রধান আচার্য্য কর্তৃক উপাসনা।

উদ্বোধন।

সেই প্রেমময় আনন্দময়ের মুখ দর্শন করিয়া আমরা অদ্য এই উৎসব ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি, সেই আনন্দময় প্রেমময় পরম পিতা অখিলমাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া অদ্য আমরা এই উৎসব ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি; হৃদয়ের ভক্তি চন্দনে প্রীতি কুসুমে তাঁহাকে অর্চনা করিবার জন্যে অদ্য এই উৎসব ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। এই আমাদের সকল সম্পদ্, এই আমাদের সকল আনন্দ। যাঁহারই আনন্দ লীলাতে সমুদায় জগৎ পরিপূর্ণ। প্রতি নিমেষে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার আনন্দ রূপ কল্যাণ রূপ নবতর রূপে উত্থিত হইতেছে। বিষয়-চিন্তা কুটিলতা দূরীকৃত করিয়া পবিত্র হইয়া সেই পরম পিতার স্নিগ্ধ মূর্ত্তি শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া এস আমরা তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।

স্বরূপ চিন্তন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

এই সকল জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা সূর্য্য, কোথায় বা এই সকল ক্রিয়া কলাপ; এই সকল কিছুই ছিল না, কেবল অন্ধকারে আবৃত ছিল; সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ—কেবল তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন। সেই—যিনি আকাশের অতীত, কালের অতীত, নিত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন—সেই সত্য হইতেই সকলে সত্তা লাভ করিয়াছে। যখন কিছুই ছিল না, তিনিমাত্র ছিলেন, সে সত্য একবার অনুভব কর। সেই সত্যের নিকট সকলই ছায়া হইয়া যায়। আর সকল চিন্তা হইতে উপরত হইয়া সকল সংসারের সার, সকল সংসারের কারণ সেই সত্য স্বরূপকে একবার হৃদয়ে ধারণ কর। এমন ধ্রুবভাব আর অনুভব হয় না, এমন গম্ভীরভাব, আর কাহারও সঙ্গে তুলনা হয় না। সেই সত্য, কালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন নন—সেই সত্য, আকাশের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন নন—সেই সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন। কালে তাঁহার পরিবর্ত্ত হয় না, দেশে তাঁহার পরিচ্ছেদ হয় না,—সেই সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন। সেই সত্যই প্রাণ, সেই সত্যই জ্ঞান। সেই জ্ঞান স্বরূপ সেই প্রাণ স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ—তাঁহার অন্ত কে করিতে পারে? আমরা কি আকাশের অন্ত করিতে পারি? কিন্তু সেই আকাশে যিনি পূর্ণ রূপে রহিয়াছেন, তাঁহার অন্ত কোথায়? আমরা কি কালের অন্ত কল্পনাতেও করিতে পারি? কিন্তু যিনি সেই কালের আদি অন্ত অতিক্রম করিয়া আছেন, তাঁহার অন্ত কোথায়? না আকাশে তাঁহার ইয়ত্তা করা যায়, না কালে তাঁহার ইয়ত্তা করা যায়। তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম। সেই পূর্ণ জ্ঞান এক কালে সকলকে জানিতেছেন। সেই জ্ঞান সকলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে আলোক দিতেছেন। সেই জ্ঞান সূর্য্যের জ্যোতিঃ, সেই জ্ঞান আমাদের চক্ষুর কিরণ সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ের আলোক। সেই জ্ঞান হইতেই আমরা জ্ঞান লাভ করিয়াছি। সেই জ্ঞান

সূর্য্য সকল অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন— আমাদের হৃদয়ের মোহ বিনাশ করিতেছেন। তাঁরই জ্ঞানালোক পাইয়া সেই জ্ঞানস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। যেমন সূর্য্যের আলোকে চক্ষু আবার সূর্য্যকে দেখে, তদ্রূপ সেই জ্ঞানসূর্য্যের আলোকেতে হৃদয় আলোকিত হইয়া তাঁহাকেই দেখিতে পায়। এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশিত নাই, নিবিড় বনে তাঁর জ্ঞান, পুষ্পকাননে তাঁর জ্ঞান, সমুদ্র তরঙ্গে তাঁর জ্ঞান, তাঁর জ্ঞান এই মন্দিরের মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তিনি এখনি আমাদের অন্তরকে অবলোকন করিতেছেন। তিনি এখনি আমাদের অন্তরের ভাব সকল অবগত হইতেছেন। সাবধান, যেন কুটিলতা - মলিনতা হৃদয়ে না থাকে। শুদ্ধ অন্তরে শুদ্ধ স্বরূপকে অবলোকন কর। পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপকে দর্শন কর। [illegible] জ্ঞান স্বরূপ আমাদের নিকটে [illegible] প্রকাশ পাইতেছেন, [illegible] হইতেছেন; তিনি শান্ত [illegible] সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া— [illegible] আছেন, তিনি শুদ্ধ, নির্মল; [illegible] তাঁর ছিদ্র নাই, শিরা নাই, [illegible] নাই, তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের মন্দির এই জগৎ মন্দির। তিনি এই জগতের নাথ। শিশির বিন্দুতে প্রতি পুষ্প কেমন পবিত্র বেশ ধারণ করে, সে পবিত্রতা সে কোথা হইতে পাইল, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইতেই তাহার পবিত্রতা। পর্ব্বত-নিঃসৃত প্রস্রবণ সকলের পরিষ্কৃত জলের যে পবিত্রতা তাহা কোথা হইতে আসিল? চন্দ্রের সুধা রশ্মির পবিত্রতাতে, তরুণ সূর্য্য রশ্মির পবিত্রতাতে সুস্নিগ্ধ পুষ্পের পবিত্রতাতে, স্রোতস্বতীর সলিলের পবিত্রতাতে তাঁরই পবিত্রতা ভাসমান হইতেছে। আবার মাতৃস্নেহের পবিত্রতা দেখ, তাহার কেমন পবিত্রতা! মাতৃস্নেহ কি শিশিরধৌত পুষ্প হইতেও পবিত্র নয়? সে পবিত্রতা কোথা হইতে আইল? পতিব্রতা সতীর পবিত্রতা কোথা হইতে আইল? সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর হইতেই মাতৃ স্নেহের পবিত্রতা, সতীর প্রেমের পবিত্রতা, সাধুর দয়ার পবিত্রতা। যখন পৃথিবীর মধ্যে রাশীকৃত গরল উত্থিত হয়, তখন সেই ঈশ্বরের পবিত্র সলিলেই সকল ধৌত হইয়া যায়। সেই পবিত্র সলিল অমৃত বারি, সেই [illegible] তিনি হৃদয়ের মলিনতা আর কিসে যাইতে পারে। যে আপনার মলিন হৃদয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের নিকট লইয়া যায়, তিনি ভিষকের ন্যায় তাহার সেই মলিনতা দূর করেন। তাঁর পবিত্র অমৃত সলিলে শরণাগতদিগের হৃদয়ের মলিনতা সকলই দূর হইয়া যায়, কিন্তু তিনি যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ রহিয়াছেন, তাহাতে লেশমাত্র মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না। সেই অমৃত সলিলে বিশুদ্ধ হওয়া ব্রাহ্মদিগের প্রয়োজন। অদ্য এই উৎসব দিবসে পবিত্র হইয়া সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের নিকটে উপস্থিত হই, তাঁহার অমৃত সলিলে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়া আমরা তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হই, জীবনের অমৃত ফল লাভ করি। তিনি সমুদায় সংসার রচনা করিয়াছেন, তিনি মনের নিয়ন্তা, তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বয়ম্ভু—তাঁহার জনিতা নাই, তিনি সেই আদিম কাল হইতে সকলের যথা উপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। দেব মনুষ্য পশু পতঙ্গ জলচর খেচর, তিনি একাকী অনন্ত লোকে অনন্ত কোটি জীবের অসংখ্য কামনা পূর্ণ করিতেছেন। "স একো ব্রহ্ম স একো রাজা।" তিনি একই ব্রহ্ম

দের সকল কামনা সিদ্ধ হয়, আমরা সকল ফল লাভ করি। আমাদের কামনার পর্য্যবসান কি? ঈশ্বরকে লাভ করা। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ করি, আমরা সমুদায় কামনার বিশ্রাম লাভ করি, তাঁহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না। তাঁরই সুখ [illegible] তাঁরই চরণ সেবাতে আমাদের আনন্দের উপর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই পরম পুরুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমময়—আনন্দময় আমাদের সমুদায় কামনার পর্য্যাপ্ত। আমরা ইহ লোকের সুখও চাহি না, পরলোকেরও ভোগ চাহি না, তাঁহাকেই [illegible] পাইলে সকল কামনার পরিতৃপ্তি হয়। [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই [illegible]য়াছেন, তিনি আমাদের অন্তরে। "প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে" যখন আমরা গর্ভের [illegible] ছিলাম, প্রজাপতি সেই গর্ভের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রজাপতি গর্ভের [illegible] আমাদের [illegible] সৌষ্ঠব বিধান করি[illegible] [illegible] ইন্দ্রিয় সকল [illegible] করিলেন। তিনি যেমন গর্ভের [illegible] আমাদিগকে শরীর [illegible]য়াছেন, সেই গর্ভের [illegible] [illegible] [illegible] পুরাণ [illegible] যৌবন [illegible] আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া [illegible] আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি [illegible] চিরকালই সঙ্গে সঙ্গে, তবে তাঁহাকে [illegible] পাই না কেন? মোহ আবরণ [illegible] আমাদের হইতে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পৃথিবীর যত ক্ষুদ্র ভাব, তাহাই মোহ জালের উপকরণ; সেই সকল দ্বারাই মোহ জাল অনুস্যূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ভাব যে মোহ, তাহা আমাদের [illegible] হইতে পরমেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সূর্য্য কি তেজঃপুঞ্জ পদার্থ; ক্ষুদ্র মেঘেও তাহা আচ্ছন্ন হয়। কোথায় একটু ঘনীভূত বাষ্প, আর কোথায় প্রতাপান্বিত সূর্য্য; তথাপি সেই ক্ষুদ্র মেঘ জাজ্বল্যমান সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে। আমরা যখন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তখন আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাব দ্বারাই চালিত হই; ঈশ্বরের ইচ্ছা তখন আর আমাদের নেতা হয় না। কিন্তু যখন প্রেম সূর্য্য হৃদয়ে বিকশিত হয়, তখন আমাদের সমুদায় ক্ষুদ্র কামনা দগ্ধ হইয়া যায়, হৃদয় গ্রন্থি সকল ভগ্ন হইয়া যায়। যখন ঈশ্বরের মহান্ ভাব আসিয়া হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব সকলকে তিরোহিত করিয়া দেয়, তখন "কো মোহঃ কঃ শোকঃ" কি মোহ, কি শোক। প্রেম ও মঙ্গলে কেমন সংযোগ; যেখানে প্রেম, সেই খানেই মঙ্গল, যেখানে প্রণয়, সেইখানেই সাধু ভাব উপস্থিত হয়। ঈশ্বর প্রেমময়, প্রেম হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি, প্রেম হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, প্রেমেতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে; প্রেম উঠাইয়া লও, সকলই বিস্বাদ; জীবনের আর স্বাদ থাকে না, বাঁচিতে আর ইচ্ছা হয় না। ঈশ্বরের [illegible] বন্ধন আমাদের প্রেম বন্ধন অনন্ত কাল আমরা সেই প্রেমে জীবন যাপনের আশা করিতেছি, [illegible] প্রেমবন্ধন শিথিল করিও না। আমাদের প্রতি [illegible] যে প্রেম, তাহা ভুলিও না। তাঁর সেই প্রেম নিস্তব্ধ বৃক্ষের পত্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে। বালকেরা সেই প্রেমে নিজানন্দে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই প্রেমময়ের আনন্দে সকলই ক্রীড়া করিতেছে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" সেই প্রেমানন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে; "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" সেই প্রেমানন্দেতেই জীব সকল জীবিত রহিয়াছে। সেই ঈশ্বরপ্রেমকে

লতা-কলিকা-গুচ্ছ বিকশিত করিয়া দিগ্-বিদিক্ আমোদিত করিল ? কে এই সংসার পাতাল হইতে মানব-আত্মাকে অমৃত সোপানে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মানন্দের অশেষ উৎস এখানে প্রমুক্ত করিয়া দিল ? কোন্ জিজ্ঞাসু না এই পরম-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ? কোন দেশ বিশেষ বা জাতি-বিশেষের সমাজিক উন্নতি, বৈষয়িক উৎকর্ষ-সাধনের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিবার জন্য সকল মনুষ্যের [illegible] [illegible] কোন অদৃশ্য অসম্ভাবিত শ্রীবৃদ্ধি [illegible] করত বিস্মিত চমৎকৃত হইয়া কোন্ [illegible] পুরুষ না। ইহার মূল-কারণ জানিবার জন্য সমুৎসুক হইবে ? কোন পার্থিব-উপাদান এই উন্নতি-সাধনের একমাত্র কারণ নহে, [illegible]-মিশ্রিত কোন মর্ত্ত্য জীবও এই স্বর্গীয় উৎকর্ষ সম্পাদনের নিয়ামক নহে।

কিছুই ছিল না, যিনি আপন মঙ্গলময়ী শক্তি-প্রভাবে এই অসীম চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি ত্রিভুবন প্রদীপ স্বরূপ প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল সংরচিত করিয়াছেন; যিনি মেদিনী মেখলা স্বরূপ [illegible] সিন্ধু রচনা করিয়াছেন; যিনি গগন প্রাঙ্গনের মনোহর চন্দ্রাতপ মেঘ মালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যিনি দুর্গন্ধময় পঙ্কিল সরোবর মধ্য হইতে শোভাসৌরভ-পরিপূর্ণ কমল [illegible] প্রস্ফুটিত করিয়া [illegible] কানন আমোদিত করিতেছেন, তিনিই এই মানব আত্মাকে সংসার পাতাল হইতে উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত করত মর্ত্ত্য লোকে শোভার উপর শোভা বিস্তার করিয়াছেন। তিনিই মানব আত্মাকে উন্নত লোকের উপযুক্ত করিবার নিমিত্তই প্রীতি পবিত্রতাতে অলঙ্কৃত করিয়া ইহ লোকে এই দেব-দুর্লভ [illegible] সম্পদের অত্রপাত করিতেছেন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে এই অতুলন [illegible]-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অমৃত সোপান প্রদর্শন করিতেছেন—ক্ষণ স্থায়ী বিষয় সুখের অভ্যন্তরে ব্রহ্মানন্দের অশেষ উৎস প্রমুক্ত করিয়া দিয়া আত্মাতে জীবন জ্যোতি বল বীর্য্য প্রদান করিতেছেন, এই উৎসব-ক্ষেত্রে আসীন হইয়া সকলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি কর। এখানকার আনন্দ সমীরণের অভ্যন্তরে, অন্তরে বাহিরে সেই জগজ্জীবন আদি-দেব ভুবননাথের [illegible] কুতপুণ্য হও।

[illegible] শৈবাল [illegible] সকলেই [illegible] আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু তন্মধ্য হইতে যাহা সার, যাহা প্রয়োজন, যাহা প্রয়োজন, তাহাই আত্মসাৎ করিয়া অসার ও নিষ্প্রয়োজন ভাগ পরিত্যাগ ও বিকীর্ণ করিয়া যেমন শাখা পল্লবে—পুষ্প [illegible] বর্দ্ধিত [illegible] মর্ত্ত্যের সুখ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনি মানব আত্মাকেও সেই করুণা-পূর্ণ পুরুষ এমনি অপূর্ব্ব গুণে বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন যে, সে সংসারে সুখ দুঃখে অহর্নিশ পরিবেষ্টিত থাকিয়াও যাহা তাহার আত্মোন্নতির অনুকুল, যাহা তাহার প্রকৃত পথ্য ও সেবনীয় তাহাই সম্ভোগ করিতেছে, অবশিষ্ট [illegible] বিষয় [illegible] সুখ [illegible] [illegible] সম্ভোগ প্রতাপ বিস্তার করিয়া [illegible] পৃথিবীরও মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া আসিতেছে।

ঈশ্বর, প্রাণী-রাজ্য পরিপোষণের জন্য এই বিশাল ধরাধামকে [illegible] ধান্যে, তৃণ শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, পশু পক্ষী সকল তাঁহারই [illegible] প্রভাবে তন্মধ্য হইতে যেমন [illegible] [illegible] পদার্থ সকল পরিত্যাগ [illegible]

বার আহ্লাদে এই হস্ত ও পদকে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়াছিলাম। নক্ষত্র শোভিত নীলাকাশের শোভা, নবীন নীরদের নীল বর্ণ কান্তি, শিশির বিন্দু পরিপূর্ণ হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, নানা বর্ণের পক্ষী প্রভৃতি যতই দেখিতে লাগিলাম, হৃদয়স্থিত ভাব সাগর ততই উথলিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল।

প্রথমে শোভার বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইতাম, ক্রমে তাহার ভিতরে যাইতে শিক্ষা করিলাম। কোথা হইতে এ শোভা আইল, কে ইনি, যিনি এই শোভার অন্তরে থাকিয়া অলক্ষ্য ভাবে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন? এই সকল গভীর চিন্তা আত্মায় উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজ নিজ আত্মার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। কোন্ করুণাময় প্রেমময় পুরুষ [illegible] অনুভব করিবার শক্তি দিলেন। কে ইহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা বিবিধ সুখ সম্ভোগের অধিকারী করিলেন। ভিতরে যখন চিন্তার স্রোত চলিতেছে বাহিরে তখন সহস্র সহস্র ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, এ সকল ঘটনা বাহিরে কখন সম্পদ ও সুখের—কখন বিপদ ও দুঃখের মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

এই রূপে কোন এক বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে বিশেষ চিন্তার সময়ে, যখন আমাদের আত্মা প্রেম স্বরূপ পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তখন তিনি সহসা তাঁহার তুলনা রহিত জ্যোতিঃপূর্ণ প্রেমানন—আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া, আমাদিগকে অমৃত রসাভিষিক্ত করিয়া ফেলেন। কার সাধ্য তখনকার ভাব ব্যক্ত করে, তখন শরীর পুলকে পূর্ণ হয়। বাক্য জড়াকারে রহে। দুই চক্ষু দিয়া ধারাবাহী প্রেমাশ্রু বহিতে থাকে। তখন আমরা পৃথিবীকে একেবারে ভুলিয়া যাই। সেই প্রেমময়ের প্রীতি সাগরের অমৃতময় শীতল জলে নিমগ্ন হইয়া যে আনন্দ লাভ করি—কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই, কোথাও সে আনন্দের তুলনা নাই। তখন আত্মা বলিতে থাকে, নাথ! তুমি প্রেম-ময় রূপে এ দীনহীনের হৃদয় কুটীরে দর্শন দিবে বলিয়াই কি বাহিরের ঘটনা সকলকে অনুকূল করিয়াছিলে? হা! আমি যে কি দেখিতেছি তাহা আমি আর কি বলিব? ধন্য তোমার করুণা, ধন্য তোমার প্রণয়ের অনিবার্য্য আকর্ষণ! তুমি এক কটাক্ষেই আমার হৃদয় প্রাণ মন সকলই হরণ করিয়াছ। এ হৃদয় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কখন আর কোথাও যাইতে পারিবে না। আমি যে তোমার মুখ হইতে এখন কি সুললিত শব্দ [illegible]—তাহা আর বলিতে পারি না। [illegible] তাললয়-মিশ্রিত বীণার শব্দ—আর কোথায় প্রভাতের ললিত রাগিণী, এখন তাহারা সকলেই পরাজিত হইল। এ সম্মিলনের অনুভব হৃদয় কখনই পাসরিতে পারিবে না। তোমার প্রেমের এই উজ্জ্বল ছবি এই হৃদয়ে চিরকালের তরে মুদ্রিত রহিল। তোমাকে আঁখিতে আঁখিতে হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব। এই রসনাকে তোমারি প্রেম-গানে নিযুক্ত করিব। অন্য গানে আর ইহাকে কলঙ্কিত করিব না। এ হৃদয় তোমারি সিংহাসন, ইহাতে আর কাহাকেও বসিতে দিব না।

এই রূপে আত্মা তাঁহারি কৃপায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়। আত্মা তাঁহার নূতন প্রেমের অনুরাগে এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠে। [illegible]

নের জন্য ব্যস্ত হয়। "কর্কর শূন্য অগ্নি বালুকা বর্জ্জিত সমান ও শুচি দেশে, উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে প্রতিবাদীর অনতিমুখে ও সুমন্দ বায়ুসেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবেক" ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই অমৃতময় শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্মৃতি পথে উপস্থিত হইতে থাকে। দিন দিন যতই তাঁহার প্রণয় বাড়িতে থাকে, তিনি ততই তাঁহার প্রেমাস্পদের মাধুর্য্য রস অধিকতর রূপে পান করিতে থাকেন।

এক দিকে যেমন তিনি তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে লাভ করেন, অন্যদিকে তিনি ভাবিতে থাকেন—প্রেমের স্পর্শমণিকে পাছে হারাই—পাছে হৃদয় নাথের অননুমোদিত পথে যাইয়া আপনাকে মলিন করিয়া ফেলি—তখন কি বলিয়া আর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব। যে মুখের ছবি একবার দেখিয়া হৃদয় অভূতপূর্ব্ব প্রেমরসে বিগলিত হইয়াছে, সে মুখ না দেখিতে পাইলে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। একবার যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া বুঝিয়াছি—সে প্রাণের প্রাণকে হারাইয়া এ শূন্য প্রাণ লইয়া কি করিব। যে প্রেমের কুসুমে এক বার তাঁহার চরণ পূজা করিয়াছি, সংসারের নীচ তার নীচ চিন্তা আসিয়া যদি তাহা কাড়িয়া লয়, তাহা ত আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তিনি তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বলেন। যে এ প্রেমের শত্রু হইবে—যে ইহাতে বাধা দিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ধন মান অভিমান অহঙ্কার বিষয়-তৃষ্ণা প্রভৃতি যে এ সুখের মিলনে প্রতিকূলতা করিবে; তিনি তাহার নিকট হইতে বহু দূরে যাইবেন। "পুত্রের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়," এ শ্লোকের অর্থ তিনি তখন বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। হৃদয়ের নির্ম্মল প্রেম রক্ষা করিবার জন্য তিনি আত্ম-সংযম রূপ কঠোর ব্রত ধারণ করেন। এই ব্রত যতই কঠিন না কেন, তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের করুণার উপর নির্ভর করিয়া সাহস হন। যদি কোন রিপু তাঁহার এই সুখের—প্রণয়-পথের কণ্টক হয়, যতক্ষণ না তিনি ইহাকে সমূলে নষ্ট করিতে পারেন—ততক্ষণ আর তাঁহার আহারে তৃপ্তি নাই, নিদ্রা নাই, কিছুতেই সুখ নাই। এক দিনে হউক, দুই দিনে হউক, দুই বৎসরে হউক, তিনি সেই রিপুকে দূর করিবেনই করিবেন। এক এই ঈশ্বরের প্রেমই তাঁহার এই কঠোর ব্রত সাধনে সাহায্য করে। এই প্রেমালোকের কি অলৌকিকী মোহিনী শক্তি, এক দিকে এই আলোক অতিশয় স্নিগ্ধ, হৃদয়কে একেবারে শীতল করে, আবার অন্যদিকে এই আলোক খরতর হইয়া সমস্ত প্রতিকূল রিপু ও সেই পবিত্র প্রীতির সকল বিঘ্ন বাধাকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া ফেলে। এই প্রেমের অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে আত্মা যখন মোহিত হয়, সংসারের অপরাপর আকর্ষণ ও প্রলোভন তখন আপনা হইতে শিথিল হয়। বাহিরের বিপদ সকল ঈশ্বর-প্রেমিকের অন্তরের বিন্দু মাত্র প্রেমও অপহরণ করিতে পারে না—কারণ তিনি বিপদের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া ইহার অন্তর্হিত তাঁহার প্রেমদাতার সুকোমল মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইয়া শান্ত ভাব ধারণ করেন। সম্পদের চাঞ্চল্যও তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রেমকে কম্পিত করিতে পারে না, —সম্পদ কদাপি তাঁহাকে ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেয় না এবং ইহা কোন কালে তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া মলিন ভাব দিতে পারে না। সম্পদে তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতা

রসে উচ্ছ্বসিত হয়, তাঁহার হস্ত মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কি সম্পদ কি বিপদ কেহই এ প্রেমের ব্যাঘাত করিতে পারে না। বলিতে কি, সকল অবস্থা ও সকল ঘটনাই ঈশ্বর প্রেমিকের পক্ষে অনুকূল।

এখানে থাকিয়াই তিনি স্বর্গের সুখ—স্বর্গের পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মলোক হয়। পবিত্র প্রেমের জ্যোতিঃ তাঁহার চক্ষুতে পতিত হওয়াতে তিনি জগৎকে প্রেম দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন। সকল মনুষ্যকেই তিনি প্রীতি করেন। এই প্রেমের অনুচর অমৃত সুখের সঙ্গী হইয়া থাকে।

তিনি কাহার দোষ কাহার ত্রুটি গ্রহণ করেন না। তিনি অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করেন না, তিনি সর্ব্বদা নিজেই সাধু থাকেন। সাধুভাবের আকর পরমেশ্বরের সহবাসে তিনি এ প্রকার অসাধারণ সাধুভাব প্রাপ্ত হন—যে তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি দৃষ্টিতে প্রতি কার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইতে থাকে। তিনি নিজে যে প্রেমে মজিয়াছেন, সকলকে সেই প্রেমে মজাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উন্মুখ থাকেন। হা! কি সুখী সেই আত্মা, যিনি এই প্রকারে ঈশ্বরের প্রণয়ে মগ্ন হইয়া জগৎকে প্রণয় পাশে বন্ধন করিতেছেন। "সেই একান্ত-মন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন; তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।"

করুণার সাগর প্রেমদাতা! আমরা নিতান্তই তোমার ঐ পবিত্র প্রেমের ভিখারী। তোমার প্রীতির জন্য লালায়িত হইয়া আমরা সকলে তোমার চরণের সুশীতল ছায়ার নিকট আসিয়াছি। এক বার অনুকূল হইয়া তোমার প্রেমস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ কর। যে প্রেমের গুণে কৃতাত্মা ঋষি সকল রাজ্য পদের ঐশ্বর্য্যকে তৃণ তুল্য দেখেন, ইন্দ্রিয় ও রিপু সকলকে সহজে বশীভূত করেন, শোক তাপ ও হৃদয়ের সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হয়েন; সেই প্রেমে আমাদিগকে উন্মত্ত কর। এই আমাদের হৃদয়ের বিনীত প্রার্থনা। কৃপানাথ! কৃপা পূর্ব্বক তোমার চিরানুগত সেবক সকলের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছ, জগৎ সংসারের অভ্যন্তরে থাকিয়া জগৎকে নিয়মিত করিতেছ। তুমি অজ আত্মা, মহান্ আত্মা। তোমার আশ্রয়ে সকলে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার কর্ম্মে যার অভিরুচি, তার কর্ম্ম পরিশুদ্ধ। তোমার হস্ত যে সর্ব্বত্র প্রসারিত দেখিতেছে, তোমার কার্য্য যে সর্ব্বত্র পরীক্ষা করিতেছে, সে তোমাকে ছাড়িয়া কোন কর্ম্ম করিতে চায় না। আপনার পাপাসক্ত ক্ষুদ্র ভাব তাহার নিকট কুৎসিত আকার ধারণ করে, তোমারই মঙ্গল ভাব তাহার নিকটে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। আপনার পাপাসক্ত আত্মাকে দেখিয়া হৃদয় গ্লানিযুক্ত হয়; তোমার পবিত্রতা দেখিয়া হৃদয় পরিষ্কৃত হয়। আপনার দুঃখ শোকে আত্মা ম্রিয়মাণ হয়, তোমার আনন্দ ভাব দেখিয়া আত্মা আনন্দিত হয়। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব। আমরা তোমার হস্ত—তোমার কার্য্য দেখিয়া তো-

যাকে অনুসরণ করি। তোমার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ যতটুকু করিতে পারি, তাহাতেই আমারদের আনন্দ। তোমার সঙ্গে আমারদের নিত্য যোগ—তুমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে মধুময় উপদেশ প্রদান করিতেছ। যাহাতে আমারদের সকলি মঙ্গলে পরিণত হয়, তুমি এই প্রকার উপদেশ নিয়ত প্রদান করিতেছ। আমরা এখানে মর্ত্ত্য জীব হইয়া—রোগে [illegible] হইয়া [illegible] উপদেশ [illegible] তেছি, ইহা হইতে আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে? যখন তোমার কথা শুনিতে পাইতেছি, তখন কেন পরের কথা শুনিতে যাইব। তুমি যখন নিজে সেই সত্য বাক্য - বিশুদ্ধ মঙ্গল বাক্য আমারদের বুদ্ধিতে প্রেরণ করিতেছ, তখন কেন তাহা শুদ্ধ হইয়া না শুনিব? কর্ণকে সেই দিকে কেন না নিযুক্ত রাখিব? যখন যত্ন করিলেই জানিতে পারি, তখন তোমারই মুখ হইতে সত্যভাব কেন না জানিতে চেষ্টা করিব? তুমি নিয়তই উপদেশ প্রদান করিতেছ, নিয়তই [illegible] [illegible] করিতেছ, তাহাতেই আমরা রক্ষ্যমান আছি; নতুবা মক্ষিকার ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইতাম। তুমি যে উপদেশ প্রদান কর, তাহাই আমারদের শিক্ষণীয়; তুমি যে কর্ম্মে আমারদিগকে নিযুক্ত কর, তাহাই আমারদের পালনীয়। পরিত্যাগ করিও না, হে পরমেশ্বর! এই বিষয় সংসারে আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তোমার আশ্রয় লইতেছি, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমারদিগকে তোমার মাতৃক্রোড়ে গ্রহণ কর—যাহা বিঘ্ন বিপত্তি কোলাহল তোমা হইতে আমারদিগকে বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, হে করুণাময়! রক্ষা কর, যেন তোমা হইতে আমারদিগকে কেহই বিযুক্ত করিতে না পারে, যেন তোমাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা জানিয়া তোমারই কর্ম্ম করিতে থাকি। "পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রতিবাদ পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

[illegible] আপনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে [illegible] উপদেশে [illegible] খৃষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা [illegible] হইয়াছিল তাহা উক্ত মন্দিরের [illegible] নিয়ম বিরুদ্ধ, সুতরাং উহার প্রতিবাদ করা আমারদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। সে নিয়ম এই—

"এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না।" "কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না।"

আপনি যে প্রকাশ্যে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ইহা আমরা কখন মনে করি নাই; বিশেষতঃ উৎসবের দিন এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দির
১০ মাঘ ১৭৯২ শক।

শ্রী গৌরগোবিন্দ রায় (প্রভৃতি ৬২জনের)
(স্বাক্ষর।)

প্রত্যুত্তর পত্র।

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি সমীপেষু।

স্নেহাস্পদেষু——

তোমাদের ১০ ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি তোমাদের পত্রে উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না।

এবং কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অবমাননা কি উপহাস করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল ভাবের সহিত অন্য কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভাব আসিয়া মিশ্রিত না হয় এবং তাহার উচ্চ আদর্শের মধ্যে অন্য কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পরিমিত আদর্শ আসিয়া না পড়ে, তাহাই আমার একান্ত কামনা। আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টের নাম প্রচার হইয়া না পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদিগের হিত মনে করিয়াছিলাম। আমার সেই উপদেশে যে তোমাদিগের ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

১৫ ই মাঘ } শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।
১৭৯২ শক } যোড়াসাঁকো।

বিজ্ঞাপন।

অদ্য ১ ফাল্গুন রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবে।

আগামি ১৫ ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময় বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাংবৎসরিক উৎসব হইবে, অতএব ব্রাহ্মগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিবেন।

আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৭৯২ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬২৪ ৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩০।৴০
সমষ্টি	৮৫৪।৶১০
ব্যয়	৬৫৩৸১৫
স্থিত	২০০॥৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩১০৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৩৶০
পুস্তকালয়	[illegible] ১০
যন্ত্রালয়	১৬৷৶০
গচ্ছিত	১৮ ৸৴৫
সমষ্টি	৬২৪ ৵১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৯ ৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৩৫ ৷৫
পুস্তকালয় ...	৭১ ৸৶১৫
যন্ত্রালয়	১৩৯॥৶০
গচ্ছিত	১৮ ৸৶১০
সমষ্টি	৬৫৩৸১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৪
মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দান	৪০
শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক	৪
" কেদারনাথ মিত্র	৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	২
" ভবিমোহন রায়	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২
" যদুনাথ ঠাকুর	১
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ...	১
" [illegible]	১
" দীননাথ দত্ত	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" দানাধারে প্রাপ্ত ...	১২ ৵১৫

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
কোং কাগজের সুদ প্রাপ্ত	১৪৮৸৶০
সমষ্টি ...	৩১০৵৩

শ্রী জ্যোতি[illegible]নাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য চর আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। [illegible]

সপ্তম কল্প
চতুর্থ ভাগ
চৈত্র ১৭৯২ শক
৩৩১ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪[illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ [illegible] সর্ব্বমসৃজৎ [illegible] মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং [illegible] পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ [illegible]।

ব্রহ্মোপাসনা।

[illegible]

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধান।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

যিনি আমারদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব সুখদাতা—যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর—আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন; যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি, [illegible]; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি,—যিনি আমারদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানা প্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য-স্বরূপ [illegible] আনন্দ-স্বরূপ পুরুষ; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি [illegible] হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহা [illegible] তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়[illegible] শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। [illegible] যাথাতথ্যতো [illegible] ভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে [illegible] ন্দ্রিয়াণি চ। [illegible] পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ [illegible] তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল, নিরবয়ব, [illegible] শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি[illegible]

বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যান।

সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাং ভজামো বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার, তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি-গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক দিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ, আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্ব-রহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

শ্রুতিপাঠ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

উপসংহার।

ওঁ যএকোঽবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি আমারদিগকে

অমৃত বোধে কালকূট পান করিতেছে, কখন মণিভ্রমে অলদঙ্গারে হস্তক্ষেপ করিতেছে, কখন জল ভ্রমে মরীচিকায় প্রতারিত হই-তেছে, কখন জীবনের জন্য মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতেছে এবং পদে পদে সেই পরম গুরুর দণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে। এই সকল কারণে আর সেই অমায়িক আনন্দ প্রকাশ করিবার অব-কাশ নাই, আর সেই মধুর মূর্ত্তি প্রকটিত করিবার সময় নাই, আর সে মধুময় মোহন হাস্য সমুদ্ভূত হয় না, আর সে অমৃতায়মান কলধ্বনি বিনির্গত হয় না, আর সে অঙ্গযষ্টি নৃত্য করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে পারে না, আর সে স্বতঃ প্রবৃত্ত উৎসব আবির্ভূত হয় না।

কিন্তু ইহা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আত্মার সেই প্রকৃতি চির কালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর এক বার যে অলঙ্কারে আত্মাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা আর অপহরণ করিবেন না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কঠোর শাসনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, শৈশবের সৌন্দর্য্য যৌবনের সৌন্দর্য্যে পরিণত করি-তেছেন, বাল্য কালের অসার উৎসব হইতে সারবান্ উৎসবের দিকে লইয়া যাইতেছেন, শূন্যগর্ভ পুষ্প হইতে রস পরিপূর্ণ ফল উৎ-পন্ন করিতেছেন, ক্ষণবিধ্বংসী আনন্দ হইতে অক্ষয় আনন্দে উপনীত করিতেছেন। সময়ে আত্মার সেই আনন্দশীলতা—সেই উৎসব-শীলতা, সহস্র গুণে প্রস্ফুটিত হইবে, এক্ষণে তাহারই উপকরণ সকল সংগৃহীত হইতেছে।

তথাপি আত্মা কি এক্ষণে এক বারে উৎসব সম্পর্ক শূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে? সকল প্রকার মনুষ্য সমাজের প্রতি নেত্র পাত করিয়া দেখ, মর্ত্ত্যলোক নানাবিধ ভারে এত যে আক্রান্ত হইয়াছে, রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যে এত যে নিপী-ড়িত হইয়েছে, পাপ তাপে এত যে আকুল হইয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ এত যে রক্তধারায় পরিপ্লাবিত হইতেছে, এ সমস্ত ভেদ করিয়া আত্মার সেই আনন্দের স্ফূর্ত্তি সময়ে সময়ে অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে; সময়ে সময়ে মনুষ্য সংঘের আনন্দ কোলাহলে আকাশ ভেদ করিয়া যাইতেছে; উৎসব ছটায় পৃথিবী পরি-শোভিত হইতেছে। আত্মা যথায় যতই বিব্রত হইয়া থাকুক, অবসর পাইলেই তাহার মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য নিঃসৃত হইতেছে, অবসর পাইলেই স্ত্রী, বালক কৌ-তুকেতে কবিতাতে সংগীতে আপনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, অবসর পাইলেই সমাজের মধ্যে, বন্ধুগণের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে আনন্দধ্বনি সমুত্থিত করিতেছে। রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র, বিদ্বান্ ও মূর্খ, স্ত্রী ও পুরুষ, সকলেই সময়ে সময়ে আপনার আপ-নার অন্তঃকরণের পরিমাণ অনুসারে আনন্দ রস পান করিতেছে ও উৎসব করিয়া চরি-তার্থ করিতেছে। অনুধাবন করিলে, দেখিলে নিশ্চিত রূপে প্রতীয়মান হইবে যে, সংসার-প্রবিষ্ট মানবগণের আনন্দোৎসব বাল্যক্রীড়া-শালী অজ্ঞান শিশুগণের আনন্দ অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ ও অনেক গুণে সারবান্। শিশুরা যেমন সহজেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়, সেই রূপ সে আনন্দের গাম্ভীর্য্য ও সারবত্তা কিছুই নাই; বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ এই সংসারে নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে যে আনন্দ উপ-ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও সারবান্। তিনি বিদ্যারস আস্বাদন করিয়া, স্ত্রী পুত্রে পরিবৃত হইয়া, ধন সম্পদ্ উপা-র্জন করিয়া, খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া, মানসম্ভ্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে আনন্দ

উপভোগ করিতে থাকেন, তাহার নিকটে শৈশব-সুলভ আনন্দের কোন মূল্যই নাই। দেখ ঈশ্বরের কেমন মঙ্গলময় বিচার— শিশুগণের জীবনে তেমন কোন অশান্তিকর ব্যাপার উপস্থিত হইতে দেন না, সুতরাং এই পরিমিত তরল আনন্দেই তাহারা পরিপুষ্ট হইতেছে। সংসারী ব্যক্তিকে নানাবিধ অশান্তিকর কার্য্যে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইতে হয় বলিয়া তিনি তাহাকে অপেক্ষাকৃত গাঢ়তর আনন্দ প্রদান [illegible] এই ক্ষতি পরিপূর্ণ করিতেছেন— [illegible] করিতেছেন [illegible] আমাদিগের অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন।

কিন্তু যখন মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য মূর্ত্তি স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন এ পৃথিবীর সমুদায় আনন্দ—সমুদায় উৎসবই নীরস হইয়া পড়ে। তখন মনে হয় পৃথিবী পান্থশালার ন্যায় দুদিনের জন্য, স্ত্রী পুত্রের আলিঙ্গন দুদিনের জন্য, বন্ধু বান্ধবের সমাগম দুদিনের জন্য, ধন সম্পদ্ উপভোগ দুদিনের জন্য, [illegible] সম্ভ্রমে উৎফুল্লতা দুদিনের জন্য; তখন পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ আনন্দ উৎসব ক্ষণেকেই বিস্বাদ হইয়া যায়।

> [illegible] জীবন আর কোথা রবে
> [illegible]।"

যখন দেখি, রোরুদ্যমান জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া মৃত্যু ক্রীড়া করিতে লাগিল, আশা পূর্ণ যুবকের বক্ষঃস্থল হইতে প্রেমময় পুত্তলিকা কাড়িয়া লইল, পতিব্রতাকে অনাথা করিল, সুখোচিত সন্তানগণকে পথের ভিখারী করিল, উৎসব পূর্ণ অট্টালিকাও শ্মশান ভূমি করিল; একটি প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত পরিজন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, মৃত্যু তাহাদের অশ্রুধারা উপেক্ষা করিল; তখন কোন্ প্রাণে যে মানব [illegible] তখন কোন্ মানবে পৃথিবীর উৎসবে আশা বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? সেই সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু কোন্ ক্ষণে আক্রমণ করিতে আসিবে, কোন্ দিন্ শেষ দিন হইবে, কোন্ স্থানে মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, যে দিনে স্থিরতা হইবে, সেই দিনই শেষ দিন। সেই দিন পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ শেষ হইবে, এখানকার ভোগ সুখের শেষ হইবে এবং সকলের সহিত সেই দিন শেষ দেখা হইবে, ইহা যখন মনে হয়, তখন সাংসারিক সুখের আর কি আস্বাদন থাকে, সাংসারিক উৎসবে আর কি মাধুর্য্য থাকে, কোন্ উৎসব আর তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে?

যখন পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দোৎসবে এই প্রকার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়; তখন যুবা যেমন বালকের ধূলিক্রীড়ায় বীতরাগ হন, বৃদ্ধ যেমন যুবজনের যৌবনোচিত বিলাস সুখে স্পৃহাহীন হন, সেই রূপ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের মনে সমুদায় সাংসারিক বিষয়ে এই রূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতা তাঁহার নিকটে আর এক উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেন, তখন পরলোকের দিব্যালোক তাঁহার চক্ষুতে নিপতিত হয়, এবং অনন্ত জীবনের মধুময় প্রবাহ তাঁহাকে উল্লসিত করিতে থাকে। যে আনন্দোৎসব সেই দিব্য ধামে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার [illegible] চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং তিনি [illegible] তাহারই রস আস্বাদন করিতে থাকেন। তিনি তখন যে উৎসবে প্রবৃত্ত হন, তাহা শৈশবের তামসিক উৎসব নহে, তাহা সংসারীর রাজসিক উৎসবও নহে, তাহা দেবগণের উপভোগ্য সাত্ত্বিক উৎসব। তিনি বালকের [illegible] [illegible]

পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ষোড়শেঽনুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২৩৩

১। যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃড়য়ন্তঃ। আ বোঽর্বাচী সুমতির্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ।

১। অস্মদীয়ঃ 'যজ্ঞঃ' 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'সুম্নং' সুখং 'প্রত্যেতি' প্রাপ্নোতু, হে আদিত্যাঃ অদিতেঃ পুত্রা দেবাঃ 'মৃড়য়ন্তঃ' অস্মান্ সুখয়ন্তঃ 'ভবত', তথা 'বঃ' যুষ্মাকং 'সুমতিঃ' শোভনা মতিঃ অনুগ্রহরূপা বুদ্ধিঃ 'অর্বাচী' অস্মদভিমুখী 'ববৃত্যাৎ' আবর্ত্ততাং 'যা' মতিঃ 'অংহোশ্চিৎ' দরিদ্রাৎ [illegible] বরিবোবিত্তরা [illegible] ধনস্য লম্ভয়িত্রী 'অসৎ' ভবেৎ, [illegible]

১। যজ্ঞ দেবতাদিগের সুখ প্রাপ্ত হউক, হে আদিত্য সকল! তোমরা আমারদিগের সুখজনক হও, এবং তোমারদিগের যে শোভন অন্তঃকরণ দরিদ্রকে ধন দান করে, তাহা আমারদিগের অভিমুখ হউক।

১২৩৪

২। উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ। ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম্ম যংসৎ।

২। 'দেবাঃ' [illegible] সর্ব্বে দেবাঃ 'অবসা' [illegible] 'নঃ' অস্মান্ 'উপ-গমন্তু' উপগচ্ছন্তু [illegible] 'অঙ্গিরসাং' এতৎসংজ্ঞকানামৃষীণাং সম্বন্ধিভিঃ 'সামভিঃ' প্রগীতৈর্মন্ত্রৈঃ 'স্তূয়মানাঃ', অপিচ 'ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ' ধনবাচিভিঃ [illegible] অস্মাকং [illegible] সহ অস্মানাগচ্ছতু. তথা 'মরুতঃ' সপ্তগণরূপাঃ [illegible] 'মরুদ্ভিঃ' [illegible] দেবাঃ [illegible] সহ 'নঃ' অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যংসৎ' যচ্ছতু।

২। অঙ্গিরা ঋষি সম্বন্ধীয় সামগান দ্বারা স্তূয়মান দেবতারা রক্ষার নিমিত্ত ধনের সহিত আমারদিগের নিকট [illegible], ও মরুদ্গণ প্রাণাদি বায়ুর সহিত আমারদিগের নিকট আগমন করুন, এবং অদিতি স্বীয় পুত্রগণের সহিত আমারদিগকে সুখ প্রদান করুন।

১২৩৫

৩। তন্ন ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্য্যমা তৎসবিতা চনো ধাৎ। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।

১। ৭। ২৫।

৩। [illegible] 'চনঃ' অন্নং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ইন্দ্রঃ' 'ধাৎ' দধাতু এবং বরুণ [illegible] 'তৎ' [illegible] মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তু পালয়ন্তু [illegible] ১।৭।২৫।

৩। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা ও সূর্য্য আমারদিগের সেই অন্ন বিধান করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী, ও স্বর্গ আমারদিগের এই বাক্য পালন করুন। ১।৭।২৫।

উপদেশ।

১ মাঘ শুক্রবার ১৭৯২ শক।

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ"

আনন্দ হইতেই উৎসবের উৎপত্তি, আনন্দই উৎসবের জীবন, আনন্দই উৎসবের ভোগ্য। যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে উৎসবের প্রসঙ্গও নাই। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, নির্জীব লোকের উৎসব কোথা? মনুষ্যের আত্মা স্বভাবত আনন্দশীল, [illegible] হীন [illegible] [illegible] জননীর ক্রোড়ে যে শিশু শয়ান করিয়া আছে, যাহাকে মলিনতা এখনও মলিন করিতে পারে নাই, সংসারের দুর্ভাবনা এখনও যাহার চক্ষুর জ্যোতি হরণ করিতে পারে নাই, কুটিল কল্পনা এখনও যাহার গণ্ডস্থলে কুঞ্চিত রেখা প্রকটিত করিতে পারে নাই সেই শিশুর উৎসাহ সহকারে হস্ত পদ সঞ্চালন ও সহাস্য বদন দর্শন কর, তাহার অস্ফুটমান কলরব শ্রবণ কর, দেখিবে, সেই শিশুর আত্মা উৎসাহোচ্ছ্বসিত উৎসব রসে মগ্ন হইয়া আছে। তাহার অনতিস্ফুট প্রকৃতি হইতেই উৎসবধ্বনি পরিস্ফুটিত হইতেছে। যে কোন আত্মা যখনই সেইরূপ নিরুদ্বেগ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহার উৎসব স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্য যখন সংসার ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার বাল্যকাল সুলভ নিরুদ্বেগ অবস্থা তিরোহিত হইয়া যায়; সংসাররূপ শিক্ষালয়ের কঠোর শাসনে তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত হইতে হয়। যে আত্মা অতি শৈশব কালে নিতান্ত দুর্বল অবস্থাতেও নিঃশঙ্ক হইয়া আনন্দ পরম্পরায় আন্দোলিত হইত, সেই আত্মা এক্ষণে বল বীর্য্য লাভ করিয়াও সেরূপ নিঃশঙ্কতা লাভ করিতে পারেন না; কেন না, তাঁহার শিক্ষা কাল উপস্থিত হওয়াতে কল্যাণদর্শী পরমেশ্বর তাঁহাকে আর এক অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে সুশিক্ষিত করিয়া আর এক স্থানে লইয়া যাইবেন। যে রূপ শিক্ষা তাঁহার অভিপ্রেত, সংসার রূপ শিক্ষালয়ে তাহাই সম্পাদিত হইতেছে। মঙ্গলের জন্যই তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ সন্তানগণকে কিছু কঠোর শাসনের মধ্যে [illegible] জন্য মনুষ্য [illegible] শৈশব কালে তাহার [illegible] হইতেছিল, এক্ষণে তাহা যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ললাট দেশে নানা দুর্ভাবনার চিহ্ন সকল প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহার সুকোমল কপোলদেশ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; তাহার বিস্ফারিত নেত্র যুগল উদ্বেগ ভরে সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। তাঁর আত্মা সে মাধুর্য্যরস-পূরিত নিরীহ রূপ প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। কখনও রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিচেষ্টিত হইতেছে, কখন শোকানলে দহ্যমান হইয়া আক্রন্দন করিতেছে, কখন উদরান্ন সংগ্রহের জন্য কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, কখন [illegible] যাইতেছে, কখন বিবিধ চিন্তার নিপীড়নে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে; কখন বিষাদ, কখন ভয়, কখন নৈরাশ্য, কখন উৎকণ্ঠা তাহার স্ফূর্ত্তি সকল অপহরণ করিয়া লইতেছে। ইহার উপরে আবার কখন ভ্রম, কখন প্রবঞ্চনা, কখন মোহ আসিয়া তাহাকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া ফেলিতেছে—আত্মা আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতেছে, আপনার পথ ভুলিয়া যাইতেছে, আপনার প্রকৃতি ভুলিয়া যাইতেছে, কখন

করেন না, তিনি সংসারীর ন্যায় সংসারের সহিত আর রমণ করেন না ; তিনি পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, তিনি পরমাত্মাতেই রমণ করিতে থাকেন। তিনি তখন সমুদায় সাংসারিক সুখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সংসারের নিকট অভিজ্ঞ হন, কিন্তু সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া পুনরায় বাল্যভাব ধারণ করেন। সেই সংসার শিশুকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিতে চায় না, কিন্তু তাহাকে ভয় করিয়া স্পর্শ করিতে পারে না।

হে ব্রাহ্মগণ! আমরা সেই সাত্ত্বিক উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্য সম্মিলন করিতে আসিয়াছি।—সেই উৎসব ভোগের যোগ্য হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আসিয়াছি।

হে ঈশ্বর! তুমিই ব্রাহ্মগণের উৎসব, তুমিই ব্রাহ্মগণের আনন্দ। তোমার পবিত্র নামে উৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব। হে সিদ্ধিদাতা! আমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ কর। হে বিঘ্নহারী! আমাদের পথের বিঘ্ন সকল দূর কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপদেশ।

৯ মাঘ শনিবার ১৭৯২ শক।

"তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

তোমাদের মৃত্যু পীড়া না হউক, এপ্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

মৃত্যু কি ভয়ানক শব্দ, ইহা শ্রবণ মাত্রই এখানকার অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি একেবারে ত্রাসে কম্পিত হয়, ইহার পরাক্রম সন্দর্শনে প্রবল হৃদয়ও ভীত হয়। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কাহারও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই। কোন্ সময় যে সে কাহাকে আক্রমণ করিবে, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। আজি যাহাকে স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমের সহিত কর্ম্ম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিতেছি, কল্য হয়ত সে ব্যক্তি মৃত্যুর দৃঢ় হিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইবে। মৃত্যু যখন কোন মানব জীবনে আপনার অধিকার চিহ্নিত করিতে উপক্রম করে তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি বিষণ্ণান্তঃকরণ না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। যখন মৃত্যুর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সকল চিহ্ন তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়; চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, নিম্নগত ও জ্যোতিবিহীন, দৃষ্টি ঊর্দ্ধস্থিত, কপোলদেশ অতিশয় নিমগ্ন, নাসাগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয়, মুখ ও ওষ্ঠাধর পাণ্ডু অথবা নীলবর্ণ, কণ্ঠের অতি নিম্ন প্রদেশ হইতে অস্পষ্ট স্বর নির্গত হইতে থাকে, অথবা কণ্ঠ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া বাক্য নিঃসরণ হয় না। হস্ত ও পদ হইতে হিমতা আরম্ভ হইয়া তাহা ক্রমশঃ শরীরের প্রধান প্রধান স্থলে প্রকাশ পায়। শ্বাস বায়ু হিম হইয়া পড়ে এবং বিন্দু বিন্দু শীতল ঘর্ম্মে ত্বক্ সিক্ত হয়, নিশ্বাস ঘন ঘনই হউক বা দীর্ঘই হউক, অবশেষে তাহা দুর্ব্বল ও মৃদু হইয়া পড়ে। শ্বাসের বায়ুপ্রকম্পন সময়ে ঘর্ঘর শব্দ উৎপন্ন হয়। শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া অনিয়মিতপর্য্যায়ে সম্পাদিত হয় এবং নিশ্বাস আকুঞ্চনাবে পড়িতে থাকে। নাড়ী ক্ষণে হীন, ক্ষণে ক্ষীণ, ক্ষণে কম্পিত, হৃদয় দুর্ব্বল ভাবে বেগে স্পন্দিত। জীবনী শক্তির শেষ ক্রিয়ায় বক্ষস্থল ঈষৎ স্ফীত। পুনর্ব্বার নাড়ী একবার অঙ্গুলির নিম্নে সঞ্চরিত বোধ হয়, পরক্ষণেই তাহা আর বোধ হয় না, বন্ধ হইয়াছে, সমস্ত সমাপ্ত, জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন শেষ হইল। অতি সুদৃশ্য গঠন সম্মুখে পতিত রহিয়াছে কিন্তু জীবনের স্ফুলিঙ্গ প্রস্থান করিয়াছে। হিমাঙ্গ কলেবরে মৃত্যু আপনার অধিকার প্রচার করিয়াছে

এইত মৃত্যুর ভাব, সাধারণ ব্যক্তিগণ এই অবস্থাকে মৃত্যু বলিয়া গ্রহণ করে। ইহ লোকের এই অন্তিম অবস্থা স্মরণ করিয়া বলবান্ হৃদয়ও ভয়ে কুণ্ডলিত হয়। তখন কোথায় বা হাস্য পরিহাস, কোথায় বা আমোদ বিলাস; তখন বিষণ্ণতা ও ভয়ই কেবল মনে উদয় হয়, মোহ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া সেই ভয়কে আরও বৃদ্ধি করে। মৃত্যু যে উৎকৃষ্টতর অবস্থায় প্রবেশ করিবার দ্বার মাত্র, তাহা [illegible] গণকে দেখিতে দেয় না, [illegible] আমাদিগের যে এক পদের সম্বন্ধ, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দেয় না। বহু দিবসের পরিশ্রম ও আয়াস-সংগৃহীত উপভোগ্য বস্তু হইতে আমাদিগকে পরিত্যক্ত হইতে হইবে, এই ভয়েই আকুলিত হই। পুত্র, দারা প্রভৃতি প্রিয়জনগণ হইতে চির দিনের জন্য আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে, এই ভাবনায় হৃদয় উদ্বিগ্ন হইতে থাকে। ইহ লোকের সেই শেষ দিনে আমাদের চির পোষিত সংস্কার, চির অভ্যস্ত আচার ও বহু কালের কার্য্য প্রণালিতে যে ঘোর [illegible] পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে [illegible] হইবে, বহু দিনের পরিচিত [illegible] নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া আমাদের মোহ-তমসাচ্ছন্ন মন বার বার উৎকণ্ঠিত হয়। এই উৎকণ্ঠা, এই ভয়, এই মৃত্যু পীড়া হইতে যদি আমরা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি, তবে সেই অমৃত পুরুষের শরণ লই। তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন এই ভয়ানক ভয় যে মৃত্যু ভয়, তাহা হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। সেই অভয় পদ লাভ করিতে পারিলে ইহ লোকের সমস্ত ভয় বিপদের অবসান হয়। মৃত্যু ভয় হইতে যত প্রকার ভয় আমাদিগকে ইহ লোকে আকুলিত করে, সেই সমস্ত ভয়েরই তিনি ভয়স্বরূপ, তিনি তাহাদের প্রশমন। তিনি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।" তিনি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক। যদি আপনাদিগকে উপযুক্ত করিয়া সেই অমৃতময় পুরুষের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও সেই অমৃতের আস্বাদ পাইয়া নির্ভয় চিত্ত হইতে পারিব। যদি তাঁহার মঙ্গল [illegible] আমরা প্রতীক্ষা(?) [illegible] করিতে [illegible] আমাদের হৃদয়ে তিনি সংস্থাপিত করিয়াছেন, যে তিনি আমাদিগকে কখনই বিনাশ করিবেন না এবং যাহা কেবল মোহ ও পাপ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, সেই অমৃতময় বিশ্বাসই আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যতর রূপে পরিস্ফুটিত হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু ভয় হইতে রক্ষা করিবে। সাধারণতঃ আমরা যে অবস্থাকে মৃত্যু বলিয়া [illegible] করি এবং যাহা আমাদের এমত যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক সে অবস্থা মৃত্যু নহে এবং তাহা আমাদের পক্ষে সে রূপ ক্লেশকরও নহে। আমাদের ইহ জীবনের যে শেষ মুহূর্ত্ত, যাহাকে আমরা মৃত্যু কাল বলি, সে সময়ে আমরা নাশ প্রাপ্ত হই না কিন্তু এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইব এবং এই অসামান্য পরিবর্ত্তন কালে স্নেহময়— মঙ্গলময় পরমেশ্বর অন্যান্য সকল অবস্থার ন্যায় আমাদিগকে কোমল হস্ত দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি আমাদিগকে সেই সময় অসহ্য যন্ত্রণা ও ক্লেশ দিয়া কখনই ইহ লোক হইতে অবসৃত করেন না। এখানে থাকিয়াইত আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। যদিও তাঁহার মঙ্গল পথে লইয়া যাইবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে

দণ্ড দিয়া থাকেন, কিন্তু যখন তিনি ইহা নিতান্ত আবশ্যক জানেন, তখনই আমাদিগের জন্য দুঃখ ও ক্লেশ প্রেরণ করেন। আমরা ভূয়োভূয়ঃ শরীর, মন ও আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ যে রূপ অবহেলা করি, তাহার সমুচিত দণ্ড পাইতে হইলে আমাদিগকে এত কাল প্রাণ ধারণ করিতে হইত না। বাস্তবিকই তাঁহার স্নেহ ও করুণার পরিসীমা নাই। তিনি কেবল বিচার করিবার জন্য আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন নাই, শুদ্ধ দণ্ড পুরস্কার বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ইহ লোকের অত্যল্প কালের গুণ দোষ দেখিয়া চির কাল স্বর্গ অথবা নরকে আমাদিগকে স্থাপিত করিবেন ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় নহে। সেই মহান্ পুরুষ [illegible] হইতে উন্নততর অবস্থার [illegible], জ্ঞান, প্রেম ও [illegible] পরিবর্দ্ধিত করিবেন, আনন্দে পরিপুষ্ট রাখিবেন [illegible] আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির [illegible] তাঁহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি [illegible] এই জন্য আমরা অনেক সময় [illegible] কল্পনা-রাজ্যে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করি, নানা কল্পিত দুঃখ ও বিপদ আমাদের মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে দেখিতে পাই। যদিও পরমেশ্বর আমাদের সংশোধনের জন্য, আমাদের চৈতন্যের জন্য শিক্ষা স্বরূপ দুঃখ প্রেরণ করেন, কিন্তু সেই সকল দুঃখ ও বিপদের ভাবী মঙ্গলময় ফল গণনা না করিয়াও তাহাদের সমষ্টি ঈশ্বর প্রদত্ত সুখ ও সম্পদের সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে দুঃখ ও বিপদের সমষ্টি অত্যল্প হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা কেবল কল্পনা প্রভাবে আমাদের দুঃখ ভোগ বৃদ্ধি করি। ইহা কাহার না বিদিত আছে যে যখন কোন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে অনুভব করিতে পারি, তখন যে পরিমাণে ক্লেশ ও উদ্বেগের আশঙ্কা হয়, সেই দুঃখের দিন উপস্থিত হইলে তখন তাহার আংশিক ভার মাত্র আমাদিগকে বহন করিতে হয় এবং অল্প কাল পরেই তাহার লাঘব হইয়া যায়। মৃত্যুকে যে আমরা এত যন্ত্রণাদায়ক বিবেচনা করি, ইহা আমাদের কেবল বাল্য কালের সংস্কার ও কল্পনা বশতই হইয়া থাকে, এই কারণেই ইহা আমাদের নিকট এমত ভীষণ রূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আমরা যেমন মৃত্যুকে মঙ্গলদায়ক বলিয়া [illegible] আবার ঘটনাদি [illegible] মৃত্যুকে আমাদের [illegible] হয় না। মৃত্যুশয্যার নিকট [illegible] কালযাপন করিতে হইয়াছে, [illegible] ইহা [illegible] যে সেই সময় [illegible] [illegible] অকস্মাৎ [illegible] [illegible] মনে করুন যে [illegible] মুমূর্ষু [illegible] যে সকল ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং সেই অবস্থার ভাব জাজ্বল্যরূপে যাঁহাদের স্মৃতিপথে প্রকাশ ছিল, তাঁহারাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে মৃত্যু কাল অতি সুখের সময়। [illegible] পথিক যেমন সুনিদ্রার আবির্ভাবে সুখানুভব করে, মৃত্যুও সেই প্রকার সুখ আমাদিগকে আনিয়া দেয়। যদিও বাহিরে কখন কখন অঙ্গের বিক্ষেপ অর্থাৎ টান প্রভৃতি ক্লেশকর লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্তরে কোন প্রকার যন্ত্রণার অনুভব হয় না, কেবল পার্শ্বস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের বিলাপ ও রোদনধ্বনিতে মধ্যে মধ্যে হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে। মুমূর্ষু অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়া কোন

ব্যক্তি এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, যে "এখন যদি আমার লেখনী ধারণ করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি লিখিতাম যে মরণ কেমন সহজ ও আহ্লাদ জনক।" অন্য আর এক ব্যক্তি ঐ রূপ অবস্থান্বিত হইয়া পরে বলিয়াছেন "এই যদি মৃত্যু হয়, তবেত ইহা অতি আনন্দ জনক ব্যাপার, পূর্ব্বে আমার ইহাকে ভয়ানক অবস্থা বলিয়া বোধ ছিল।" কোন এক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঘোরতর যন্ত্রণা-দায়ক শ্বাস রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার চৈতন্য পুনরুদ্দীপ্ত হইল, তখন তাঁহার বন্ধুগণের ম্লানবদন দেখিয়া বিস্মিত হই-লেন এবং বলিলেন যে, "আমি কি আন্ত-রিক ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন ছিলাম।" যে সকল ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া পরে পুন-র্জীবন লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিয়াছে যে, "জলেতে পতিত হইবামাত্র তরঙ্গ আসিয়া মুখে ও চক্ষে লাগে। প্রথমে যে কিছু কষ্ট উৎপন্ন করে, তৎপরে কিছুমাত্র ক্লেশ আর বোধ হয় না, জলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িলে এক প্রকার অপূর্ব্ব সুখেরই অনুভব হইতে থাকে।" এই হেতু যখন অচেতন জলমগ্ন ব্যক্তিকে জীবনে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা যায়, তখন তাহার মৃত্যু কালীন সুখ ভোগের ভঙ্গ হয় বলিয়া এবং জীবনের পুনরাগমন কালে যন্ত্রণার উদয় হয় বলিয়া যে সকল বন্ধুবান্ধব তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত, তাহাদিগকেই কটূক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে মৃত্যু আমাদের পক্ষে কোন অংশে যন্ত্রণাদায়ক নহে। সেই সময়ে পরম করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সুখেতে রক্ষা করেন। যে কাল ইহ কাল ও পর কালের সন্ধি স্বরূপ, যে কাল অমৃতের সোপান স্বরূপ, যে কালে উপনীত হইলে সংসারের সমস্ত যাতনা ভুলিয়া যাওয়া যায়, যথা হইতে উন্নত লোকের আনন্দকর দৃশ্য সকল আত্মার নয়ন পথে আসিয়া তাহাকে বিমোহিত করিতে থাকে, সেই কাল—সেই অবস্থা কখনই দুঃখের অবস্থা হইতে পারে না। ফলতঃ রোগেরই যন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা নয়, এবং সেই কাল—সেই অবস্থা মৃত্যু শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

আমাদের জীবনের অন্যবিধ অবস্থা আছে, যাহাকে প্রাকৃত মৃত্যু বলা যাইতে পারে এবং সেই অবস্থাই অতীব দুঃখ ও যন্ত্রণার অবস্থা। পরমেশ্বর মনুষ্যকে অনন্ত উন্নতির উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের সেই অনন্ত উন্নতি ও চরমগতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন আমরা ক্ষুদ্র ও মলিন পদার্থে আপনাদিগকে বদ্ধ করি, তখ-নই আমরা জীবন হইতে ভ্রষ্ট হই, তখনই আমরা মৃত্যু দ্বারা অধিকৃত হই। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারের নিকট আপনা-দিগকে বিক্রয় করি এবং সংসারের দাস হইয়া সংসারের পশ্চাৎ ধাবমান হই, যখন সংসারের দুঃখ ও বিপদে পতিত হইয়া তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে না পাই এবং তাঁহার শরণ লইয়া দুঃখভার লাঘব করিতে অসমর্থ হই, যখন ভয় ও ব্যাকুলতাতেই কাল যাপন করি, সংসারের দুঃখে একবারে অধীর হইয়া দিশাহারা হইয়া যাই, যখন সংসারের সম্পদকালে সর্ব্বসম্পদ দাতাকে কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি উপহার দিতে না পারি এবং সংসারের সম্পদেই আপনাদিগকে সুখী করিতে পারিব এই আ-শায় সতত সম্পদবস্থার বৃদ্ধির চেষ্টা করি, কিন্তু সেই সম্পন্ন অবস্থায় কালযাপন করিয়াও

অতৃপ্তি ও অশান্তি রূপ অগ্নি আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইতে থাকে, সুতরাং একটি আন্তরিক অভাবে প্রপীড়িত হইয়া আমরা যেন দিবানিশি শোক করিতে থাকি এবং প্রকৃত পথ অবলম্বন না করিয়া সেই দুঃখাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তখনই আমরা মৃত্যু দ্বারা অধিকৃত হই। যখন প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব রাখিতে না পারিয়া পশুবৎ আচরণ করি এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হই, যখন পাপ মলিনতায় কলুষিত হইয়া আত্মাকে ঘোরতর গ্লানিযুক্ত বা অসাড় করিয়া ফেলি, যখন ধর্মের আনন্দ, পবিত্রতার আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগ করিতে না পারি, তখনই আমরা মৃত্যু দ্বারা অধিকৃত হই। সংক্ষেপে মৃত্যুর ভাব এই প্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে, যখন আত্মা আপনার উদ্দেশ্য, মহত্ত্ব ও গন্তব্যের বিষয়ে অজ্ঞান ও অচেতন হইয়া অতৃপ্তিকর ক্ষুদ্র সংসারে বা পশুবৎ আচরণে আবদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা আপনার স্বাভাবিক উন্নতিশীল অবস্থার বিঘ্ন পরিবর্তন উপস্থিত করে এবং জড়বৎ হইয়া নিরানন্দ ভাবে কালক্ষেপ করিতে থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক মৃত্যু উপস্থিত হয়। আমরা প্রতি দিন ঈশ্বরের নিকটে এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের প্রার্থনা করিয়া থাকি যে "মৃত্যোর্মামৃতং গময" মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ এই আধ্যাত্মিক মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তাহারা শরীরের মৃত্যু দেখিয়া বিকল হইয়া যায়। সময়ে সময়ে তাহাদিগের মনে যে মৃত্যু ভয় ও মৃত্যু পীড়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা সংসারের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। সংসারের ব্যস্ততায় নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুকে বিস্মৃত হইতে চায়। তাহারা ইহা জ্ঞান করে যে, এই প্রকার ব্যবহারে তাহারা আপনাদিগকে মৃত্যু মুখের আরও সমীপবর্ত্তী করে। শশক যেমন আসন্ন বিপদে পতিত হইয়া দূরে পলায়ন চেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং গলিত পত্র অথবা নিজ কর্ণ দ্বারা আপনার চক্ষুর্দ্বয় ঢাকিয়া মনে করে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি মনে করে, মনুষ্য ঠিক সেই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া মৃত্যুর প্রতিকৃতি যে সংসার তাহার নিকটে থাকিয়া মৃত্যু ভয় ভুলিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সেই অমৃত পুরুষের অভয় শরণ ভিন্ন মৃত্যু ভয় ও মৃত্যু পীড়া হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার আর অন্য উপায় নাই। তাঁহাকে জানিতে পারিলে—আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারিলে, আমরা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমর হই। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন যে "তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ"। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর, ইনি অমৃত লাভের সেতু।" তিনি আরও এই মহাবাক্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযান্তি"। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।"

আহা! অমৃতের কি রমণীয় ভাব! সে অবস্থায় শোক নাই, তাপ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, কেবল আনন্দ সমীরণই তথায় প্রবাহিত হইতে থাকে। যিনি প্রাণস্বরূপ, যিনি জগতের প্রাণ, যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, সেই প্রাণ বায়ুর সঞ্চারে মৃত্যুর ঘোরতর মেঘান্ধকার তিরোহিত হইয়া

মধ্যে, অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, সর্ব্বত্র সেই প্রাণ স্বরূপের দ্বারা বেষ্টিত থাকিলে, কি সাধ্য মৃত্যু তথায় প্রবেশ করিতে পারে। তিনি প্রাণারাম, শান্তিধাম, তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিলে প্রাণে আরাম ও সুস্থতাই থাকে। যতক্ষণ তাঁহার আশ্রয়ের শীতলচ্ছায়াতে অবস্থিতি করি, ততক্ষণই জীবন, ততক্ষণই স্ফূর্ত্তি। যখন তাঁহাকে পিতামাতা ও সুহৃদ্ বলিয়া হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে অচল [illegible] স্থাপন করিতে পারি, তখন সংসারের সকল অমঙ্গল আশঙ্কা নির্ম্মূল হইয়া যায়, সমস্ত দুঃখ ... অন্তর্হিত হয়, উৎসাহ ও প্রফুল্লতার হিল্লোল হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন আপনাকে পবিত্র করিয়া, কামনাকে সাধু রাখিয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি, তখনই স্বর্গীয় আনন্দধারা অজস্র রূপে বর্ষিত হইয়া হৃদয়কে প্লাবিত রাখে। এই রূপে যখন তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদে যোগ বন্ধন করিয়া তাঁহাতে বাস করিতে পারিব, তখনই আর আমাদের বিয়োগ হইবে না, তখনই আমরা মৃত্যুকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিয়া অমর হইব। যতক্ষণ তাঁহার সঙ্গে বাস ততক্ষণই জীবন, তাঁহার বিচ্ছেদে জীবনের অভাবই মৃত্যু। জীবনই ভাবপদার্থ, মৃত্যু অভাব পদার্থ। মৃত্যু ধ্বংস নহে, অবিনাশী আত্মা চিরকালই বিরাজমান থাকিবে।

মৃত্যু ও জীবনের আলোচনা করিতে হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই জীবন রক্ষার উপায় যে অন্ন তাহার বিষয় কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। আমাদিগকে প্রাণধারণ করিতে হইলে অন্নের আবশ্যক। কিন্তু শুষ্ক গোধূম তণ্ডুল প্রভৃতি পদার্থ-প্রস্তুত অন্ন দ্বারা মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে না। শরীর রক্ষা ও বর্দ্ধন জন্য পক্ক তণ্ডুল প্রভৃতি অন্নের যেমন প্রয়োজন, তেমনি মনের জন্য অন্যবিধ অন্নের প্রয়োজন, আত্মার জন্য আর এক প্রকার অন্নের প্রয়োজন। ঈশ্বরের আদেশানুসারে প্রকৃতি যে সমস্ত ভোজনোপযোগী পদার্থ উৎপাদন করিতেছে, তৎসমুদায় আহরণ পূর্ব্বক অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমরা গ্রহণ করি এবং তদ্দ্বারা আমাদের পুষ্টি সাধন হয়। শরীরের পুষ্টির জন্য তদুপযোগী অন্ন গ্রহণ করি, যাহা হইতে পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র এমত এক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া লয়, যদ্দ্বারা অস্থি, মাংস, মেদ প্রভৃতি শারীরিক সমস্ত ধাতু পরিপুষ্ট হইতে থাকে। বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ যে সকল ভাব ও চিন্তার উৎপাদন করে, তাহাই মনের অন্ন। সেই সকল ভাব ও চিন্তা লইয়া বিচার, স্মৃতি, উপমিতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি একটি পদার্থ প্রস্তুত করে, যাহা মনকে পরিপুষ্ট রাখে এবং অন্যভাব ও চিন্তার জনক হইয়া অপর্য্যাপ্ত মানসিক অন্নের সৃষ্টি করিতে থাকে। আর সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব অবলোকন করিয়া প্রীতি, ভক্তি, আশ্চর্য্য প্রভৃতি বৃত্তির পরিচালনে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্মার অন্ন। সাধু-সংসর্গ করিয়া জ্ঞানগর্ভ প্রেম পূর্ণ তৃপ্তিকর বাক্যালাপে যখন আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয় এবং নব নব ভাবের আবির্ভাবে অন্তর যখন নব নব রসে প্লাবিত হইতে থাকে, তখনই আত্মার যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন লাভ হয়। শ্রবণ-মনোহর তানলয় বিশুদ্ধ স্বর বিশিষ্ট সুভাব পূর্ণ সঙ্গীত যখন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তৎশ্রবণে অসীম আকাশ পর্য্যন্ত যখন আত্মা উড্ডীন হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা যখন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপন্ন হয়, তখনই আত্মা প্রচুর রূপে অন্ন আহরণ করে। শোভা ও সৌ-

সর্ব্বদা সন্দর্শনে সৌন্দর্য্যানুভাবকতা বৃত্তি যথোচিত পরিচালিত হইয়া যখন শরীর ও মনকে পুলক ও আনন্দে পরিপূর্ণ করে, তখনই আত্মা নিজ অন্ন সংগ্রহ করিতে থাকে। হিতৈষণাবৃত্তি আপন বিষয় পাইয়া যখন পরের শুভানুধ্যান ও শুভসাধনে নিযুক্ত হয় এবং জনসমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাব মোচনে অথবা সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে যত্নশীল হয় এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদ উৎপন্ন করিয়া চিত্তকে প্রফুল্লিত রাখে, তখনই আত্মার অন্ন সঞ্চয় হয়। বিশ্বাস ও আশা সেই কল্পতরুস্বরূপ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়া এবং আমাদের ভবিষ্যতের স্পৃহণীয় অবস্থার আভাস প্রকাশ করিয়া যখন আমাদিগকে এই পৃথিবী হইতে লোকান্তরে লইয়া যায় এবং এই মলিন মানবগণ পরমেশ্বরের করুণাবলে যে কি সুখকর ও উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা আমাদিগকে দর্শাইয়া দেয়, আমরা পৃথিবীর দুঃখ শোক ভারাক্রান্ত হইলে তাহারা যখন পরমপিতার দয়া স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে সুমধুর সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করে, যখন তাহারা এইরূপে বর্ত্তমান দুঃখের হ্রাস করিয়া এবং ভবিষ্যৎ সুখের আশ্বাস দিয়া হৃদয়কে প্রশান্ত করে, তখনই আত্মা অতি উপাদেয় অন্ন উপার্জ্জন করিতে থাকে।

অন্ন ব্যবহার বিষয়ে ভোজনের ইচ্ছা প্রথমেই যেমন কার্য্যকর ও আবশ্যক, পরিপাক যন্ত্রের প্রকৃত অবস্থা এবং অন্নের যথোপযুক্ত পুষ্টিকর গুণ থাকা ততোধিক আবশ্যক। আমাদের শরীরের সংস্করণ ও বর্দ্ধনক্রিয়া তখনই কেবল সুসম্পাদিত হয়, যখন ভুক্ত অন্নের এমত গুণ থাকে যদ্দ্বারা শরীরের সমস্ত বিভাগের পৃথক পৃথক পদার্থের ক্ষয় যথোচিত পূরিত হইতে পারে। আত্মারও সেই প্রকৃত অন্ন, যাহা আত্মার সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া তাহার বল বীর্য্য বিধান করিতে সমর্থ হয়। বস্তু বিশেষের সেবনে যেমন শারীরিক বিশেষ বিশেষ রস উৎপন্ন হয়, যথা অম্ল ভক্ষণে এক প্রকার রস, মিষ্ট ভক্ষণে আর এক প্রকার রস জন্মায় এবং বস্তু বিশেষের সংস্পর্শে ও ব্যবহারে যেমন বিশেষ বিশেষ শারীরিক যন্ত্র উত্তেজিত ও ক্রিয়াশীল হয়, সেই রূপ বিষয়বিশেষের যোগে আত্মার বিশেষ বিশেষ বৃত্তি সকল উত্তেজিত ও ক্রিয়াশীল হয় এবং বিশেষ বিশেষ রসও উৎপাদন করে। সৌন্দর্য্য নয়নে প্রতিভাত হইলেই প্রীতিবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া প্রীতি রস নিঃসরণ করে। জ্ঞান, পবিত্রতা ও মহত্ত্ব অবলোকন করিলেই ভক্তি বৃত্তি পরিচালিত হইয়া ভক্তি রস ক্ষরণ করিতে থাকে, অদ্ভুত ও অসামান্য গুণ দেখিলে আশ্চর্য্য বৃত্তি ক্রিয়াশীল হইয়া অনির্ব্বচনীয় রস উৎপাদন করে; [illegible] [illegible] [illegible] স্বভাবের পরিচয়, [illegible] [illegible] সাক্ষাৎকার লাভ হইলে [illegible] [illegible] [illegible] হইতে জীবন-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে থাকে। [illegible] ও [illegible] পুরুষের [illegible] ও সত্যপরতা গুণ অবগত হইলে বিশ্বাস বৃত্তি চালিত হইয়া নির্ভর ও শ্রদ্ধার স্থির উৎস সচ্ছন্দেই উৎসারিত করিতে থাকে; এই রূপ নানাবিধ রস প্রকৃষ্টভাবে নিঃসৃত ও মিলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব প[illegible] প্রস্তুত করে, তাহাই আত্মাকে পোষণ করে, তাহাই আত্মার অন্ন, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করিতে হইলে ইহাদিগকে উপকরণ মাত্র বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর নিজেই আত্মার প্রকৃত অন্ন। শারীরিক ক্ষুধা সত্ত্বেও অনেক সময় শারীরিক যন্ত্রের বিকৃতাবস্থাবশতঃ যে-

মন ভুক্ত অন্ন সারবান্ পদার্থে পরিণত হইতে পায় না, এবং ক্ষুধা ও যন্ত্রের প্রকৃতাবস্থা সত্ত্বেও যেমন উপযুক্ত অন্নের অভাবে শরীর শীর্ণ হইতে থাকে, সেই রূপ আত্মার স্বভাব-নিহিত ক্ষুধা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির বিকৃতিতে অন্নের সমুচিত ফল উৎপন্ন হয় না, এবং ক্ষুধা ও প্রবৃত্তির প্রকৃতাবস্থা সত্ত্বেও মনুষ্যের বিবেক অভাবে অসার অন্ন ভক্ষণ করিয়া আত্মা প্রয়োজনীয় বল লাভ করিতে পারে না। পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে স্বভাবতঃ একটি ক্ষুধা নিহিত করিয়া দিয়াছেন। যখন মনুষ্য শারীরিক নানাবিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করে, তাহাতে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি শান্তি হয় না, এবং তাহারই জন্য সে তৃপ্তিরস আস্বাদন করিতে না পারিয়া সদাই আপনাকে অভাববিশিষ্ট মনে করে। এই ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। সঙ্গীত, কাব্য, সখ্য, প্রীতি-[illegible] প্রভৃতি উপায়ে সে আপনাকে নিযুক্ত করে. কিন্তু যে উপায় সকল প্রকৃত রূপে অবলম্বন করিলে আমরা [illegible] সমর্থ হই, তাহাই [illegible] রুচির অভাবে অসার অথবা গরলযুক্ত বিষয়ে নিয়োগ করিয়া শীর্ণ অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যে সঙ্গীতকে সেই মহান্ পুরুষের মহদ্যশ ঘোষণা ও তাঁহার অপার করুণা কীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিয়া শান্তিরসের বিস্তার করা উচিত, তাহাই আবার এক রুচির অভাবে ভক্তি হীন ও মলিন বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া মনুষ্য অতি জঘন্য রিপু সকল প্রবল করিতে থাকে। মানব সংসর্গে যে পরমেশ্বর এমত সুখ সংযুক্ত করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানী ও সাধুপুরুষদিগের সংসর্গে আমরা বিনা ক্লেশে যে যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হইতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের মন আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু মনুষ্য তাহার কি বিপর্য্যয়ই না সাধন করিতেছে, সে অতিশয় নীচ ও পরিত্যাজ্য সংসর্গে সহবাস করিয়া আপনাকে সুখী করিতে চাহিতেছে, এবং নিবর্ত্তনীয় আমোদ বিলাসে রত হইয়া দুর্গতিতে পতিত হইতেছে। যে প্রীতি এমন রমণীয় ও পবিত্র পদার্থ, যে একা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে পোষণ করিতেছে, যাহা এই সমস্ত জগতের প্রাণ, যাহার তুল্য মনোহর পদার্থ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই প্রীতিরও অযথা ব্যবহার করিতে মনুষ্য ত্রুটি করিতেছে না. সুতরাং তদ্দ্বারা আত্মার পোষণে কিছুই কৃতকার্য্য হইতেছে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদিও মনুষ্য আন্তরিক ক্ষুধার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া তাহার শান্তির জন্য নানাদিকে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু প্রবৃত্তি ও রুচির বিকৃতিতে যে সকল অন্ন প্রস্তুত করিয়া গ্রহণ করিতেছে, তাহাই তাহাকে শীর্ণ ও মৃতবৎ করিয়া ফেলিতেছে। সেই সকল আধ্যাত্মিক অন্ন বিষাক্ত করিয়া সেবন করাতে আত্মা জীবন শূন্য ও অসাড়বৎ হইয়া যাইতেছে। মনুষ্য কেবল গোধূম তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত অন্নে জীবিত থাকিতে পারে না, এই জন্য সে অন্যবিধ অন্ন সংগ্রহে সদাই ব্যস্ত থাকে এবং মোহান্ধ হইয়া আমোদ বিলাসে সেই অন্ন লাভ হইবে এই আশয়ে তৎপ্রতি ধাবত হয়। সামাজিক অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য যেমন শারীরিক উত্তম অন্নের বিরহে আপনাকে মৃগয়ায় নিযুক্ত করে এবং পশুবধ প্রভৃতি নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আপনার উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে, সেই রূপ আধ্যাত্মিক অসংস্কৃতাবস্থায় মনুষ্য বিলাস ক্ষেত্রে অবতরণ করত আত্ম হত্যা রূপ ভয়ানক নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আন্তরিক ক্ষুধার শমতা করিতে যায়। অতএব রুচিকে প্রকৃতিস্থ

রাখা প্রথমে আমাদের প্রধান কার্য্য তাহা হইলেই আমরা সঙ্গীত, মানব-সঙ্গ, প্রীতি-চালন প্রভৃতি উত্তম উপায়কে বিকৃত করিয়া আমোদ বিলাসে প্রবৃত্ত হইতে কখনই দিতে পারি না এবং যেমন সমুদ্রের লবণাক্ত জল যন্ত্র বিশেষ দ্বারা নির্ম্মল জলে পরিণত করিয়া পান করিতে সমর্থ হই, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিতব্য উপায় সকলকে ধর্ম্মরূপ যন্ত্রে বিবেক রূপ তাপমধ্যে শোধিত করিয়া স্বাস্থ্যকর ভাবে আমরা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারি। ঈশ্বরই আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উপযুক্ত অন্ন। তিনিই কেবল আত্মাকে সম্পূর্ণ রূপে পোষণ করিতে পারেন, তিনিই আত্মার সমস্ত অভাব সম্পূর্ণ রূপে মোচন করিতে পারেন, তাঁহা ভিন্ন এমন পদার্থ আর কোথায় পাইব, যদ্দ্বারা আত্মার সমুদায় বৃত্তি প্রকৃত রূপে ক্রিয়াশীল হইয়া আপন আপন স্বাভাবিক নির্ম্মল রস উৎপাদন করিতে পারে এবং তাহাতে আত্মার উপযুক্ত পুষ্টি সাধিত হয়। যিনি সৌন্দর্য্যের অনন্ত জ্যোতি, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র বহির্জ্জগতে পতিত হইয়া ইহাকে এমন শোভাময় করিয়াছে, যাহা দর্শনে সকল দেশের ও সকল কালের কবিগণ একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, যাঁহার সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র সাধকের হৃদয়ে পতিত হইয়া কোটি কোটি চন্দ্রের শোভায় অন্তর্জগৎকে একেবারে শোভাময় করে, যাহা অবলোকন করিয়া হৃদয় কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া পরিশেষে "বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর" বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে সেই অনন্ত সুন্দর পুরুষের মহিমা গান করিতে থাকে, যিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" যিনি নির্ব্বিকার ও পবিত্র স্বরূপ যিনি জ্ঞানে অনন্ত, মহত্ত্বে অপরিমিত, তাঁহা ভিন্ন আমাদের প্রীতি ও ভক্তির চরিতার্থতা সম্যক্ রূপে আর কোথায় লাভ হইবে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অটল স্বভাব, যিনি ন্যায়বান্ ও মঙ্গল স্বরূপ, তাঁহা ভিন্ন আমাদের বিশ্বাস ও আশা কোথায় যাইয়া আরাম পাইবে। যিনি দয়ার সাগর, যিনি আমাদিগকে সাংসারিক বহুবিধ সুখ বিধান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার অমূল্য আনন্দময় সহবাস লাভে আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহার সেই উজ্জ্বল দয়ার কিরণ ভিন্ন আর কিসে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কলিকা বিকশিত হইতে পারে। তিনিই আত্মার প্রকৃত অন্ন। তিনি রস স্বরূপ [illegible] তিনিই [illegible] নব নব রসে নিরন্তর আত্মাকে প্লাবিত রাখিতে পারেন। সাধকের অবস্থানুসারে নব নব মূর্ত্তিতে তিনি তাহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। ব্যাকুল অন্তঃকরণে তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহার প্রতি চাহিলেই সকল অবস্থাতেই তাঁহার দর্শন পাই। যখন পাপে পতিত হইয়া গ্লানিতে জর্জ্জর হই, তখন তিনি পতিত পাবন রূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যখন দুঃখ ক্লেশে [illegible] আমাদিগকে অসহায় [illegible] তিনি [illegible] করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা স্বয়ং তিনি আমাদিগকে জানাইয়া দেন। যখন [illegible] তখন [illegible] মূর্ত্তি আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। আবার যখন আত্মা উন্নত পথে বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাঁহার নবতর অপেক্ষাকৃত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া অক্ষয় উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্মা পুণ্য পথে গমন করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট আপন শান্তিপ্রদ রূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে শান্তি বিতরণ করিতে থাকেন, যখন আত্মা মঙ্গল

কামনায় রত হইয়া জগতের মঙ্গল বিস্তারে নিযুক্ত হয়, তখন আপনার শিবমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে অমৃতময় আত্মপ্রসাদ বিতরণ করিতে থাকেন। তিনি জ্ঞান পথে গুরু রূপে, রক্ষণাবেক্ষণে পিতা মাতা রূপে, আমাদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন। এই প্রকারে তিনি এক রূপকে বহুধা করিয়া আত্মাকে নিয়তই পোষণ করিতে থাকেন।

হে পরমাত্মন্! আমাদের পাপ মলিনতা প্রক্ষালন কর, সংসারের বদ্ধ ভাব হইতে আমাদিগকে মুক্তকর, অসাড় জীবনে প্রাণ সঞ্চার কর। তোমার সত্যালোক প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জীবন ও স্বাধীনতা প্রদান কর "অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" অসৎ হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

হিমালয়ে ধর্ম্মশালা হইতে কুলুর রাজধানী পর্য্যন্ত

৯ দিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক।

আমি গত ১০ বৈশাখে এখান হইতে প্রস্থান করিয়া কুলুর পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে সুলতানপুর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রাতে এই ধর্ম্মশালা-শৈল ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময়ে পালমপুর নামক স্থানে বিশ্রাম করিলাম। এ অঞ্চলে পালমপুর স্থান ক্রমে বিখ্যাত হইতেছে। এখানে নবম্বর মাসে মেলার ভারি সমারোহ হইয়া থাকে। তখন এখানে প্রায় ৮০০০০ আশি হাজার লোক একত্র হয়—বিবিধ দ্রব্যের বাজার লগে—চীনের নিকটস্থ ইয়ারকন্দের নিবাসীরাও নানা প্রকার সামগ্রী আনিয়া বিনিময় করে। তাহাদের থাকিবার জন্য এবং বাজার বসিবার জন্য এখানে খুব প্রশস্ত স্থান রহিয়াছে—পর্ব্বতের মধ্যে এত সমভূমি এক স্থানে পাওয়া সর্ব্বত্র ঘটে না। সহস্র সহস্র নিবিড় বৃক্ষের দ্বারা ইহা অতি শ্রীমান্ হইয়াছে এবং ইহার স্নিগ্ধ ছায়া এই গ্রীষ্ম কালের প্রখর উত্তাপকে প্রশমন করিতেছে। সাহেবেরা এখানে চার বাগান প্রস্তুত করিয়া বেশ লাভ করিতেছেন—সেই মেলাতে তাঁহাদের আবার চা বিক্রয় করিবারও খুব সুবিধা হইয়াছে। এই হিমালয়ে ঈশ্বরের করুণা ও মহিমা দেখ—এমন প্রস্তরময় কঙ্করময় তুষারাক্রান্ত কঠোর পর্ব্বতকে তিনি ধন-ধান্যে কেমন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার প্রসাদে এই মরু-ভূমি-প্রস্তরে নির্ম্মল শীতল জলের উৎস-সকল কেমন উৎসারিত হইতেছে। হিমালয়ে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিমতী। এখানে অন্নের অভাব নাই—জলের কষ্ট নাই। মহাদেবের জটার ন্যায় এই হিমালয় পর্ব্বত—তাহার মধ্যে শত সহস্র নদী কল্ কল্ করিতেছে। কাষ্ঠেরও অপ্রতুল নাই। তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন চিন্তাতে কাহারো এখানে বুদ্ধিকে নষ্ট করিতে হয় না।

... বালক অবধি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এখানকার সকল লোকেরাই স্বোপজীবী। ইহারা পরিশ্রমে কাতর নহে—সর্ব্বদাই হৃষ্ট। যাহারা যোত্রহীন তাহারা আপন আপন প্রয়োজনীয় বস্ত্র-সকল মেষের লোম হইতে আপনারাই প্রস্তুত করিয়া লয় এবং কার্পাসের বস্ত্রের ন্যায় তাহা শীঘ্র নষ্টও হয় না।

... তাহার পর দিন বেলা তিনটার সময়ে পালমপুর ছাড়িয়া সন্ধ্যাকালে বৈদ্যনাথ নামক স্থানে উপনীত হইলাম। সেখানে